Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/39	Place of Publication:	Dhaka
		Year:	1275b.s. (1868)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Dhaka Sulabhjantra
Author/ Editor:	Ambikacharan Ghosh	Size:	10.5x17cms
		Condition:	Brittle
Title:	Bikrampurer Itihas	Remarks:	

An

Ancient and modern

History of Vicrampore

in Bengali

BY

UMBICA CHURUN GHOSE.

বিক্রমপুরের ইতিহাস।

(প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।)

শ্রীঅম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত।

ঢাকা সুলভযন্ত্র।

মূল্য [illegible] আনা।

Prin'ed and published by Ishan-Chunder Seel.

বিজ্ঞাপন।

বিক্রমপুর বিস্তীর্ণ স্থান। ইহাতে বিবিধ সম্প্রদায়স্থ লোকই বাস করিতেছে। ইহার প্রাচীন সময়ের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিলে এখন যারপরনাই ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ফলতঃ বিক্রমপুরের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্থান অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! এতাদৃশ জনসঙ্কুল উন্নত বিক্রমপুরের একখানা ইতিহাস নাই। যদিও পলাশী প্রভৃতি সমরবিখ্যাত স্থানের ন্যায় বিক্রমপুরে কোন প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হইয়া না থাকুক—যদিও এখানে অন্যান্য স্থানের মত রাজাসন লইয়া নিরন্তর বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত না হউক, তথাপি ইহা কখনই বলা যাইতে পারেনা যে, বিক্রমপুরে ঐতিহাসিক বিবরণ কিছুই নাই। এখানে অনেক প্রধান লোক জন্মগ্রহণ করিয়া বহুবিধ কীর্ত্তিকলাপ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা

অবশ্য স্বীকার্য্য যে অন্যান্য স্থানীয় ইতিহাস যেমন সময় লইয়া লিখিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের তদ্রূপ কোন সাময়িক ইতিহাস হইবার যো নাই। ইহাতে আধুনিক বিবরণ থাকাও আবশ্যক।

আমি এই সকল চিন্তা করিয়া, প্রায় তিনবর্ষ অতীত হইতে চলিল, বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহার পুরাকালের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমাবস্থায় যতদূর জানা আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা। বিবরণের প্রায় সমস্ত ভাগই সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। তখন ভরসা করিয়াছিলামনা যে, উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি আমার কতিপয় বন্ধু বান্ধবের প্রদত্ত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া তাহা "বিক্রমপুরের ইতিহাস" নাম দিয়া প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলাম।

এখন ইহা সদাশয় দেশহিতৈষী মহোদয়দিগের প্রীতির নেত্রে পতিত হইলেই সমস্ত শ্রম ও যত্ন সফল বোধ করিব। পুস্তকে কোন বিষয়ের ত্রুটি দেখিতে পাইলে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইয়া বাধিত করিবেন।

অনন্তর কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঢাকা কালেজের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পুস্তকখানার ভাষা দেখিয়া দিয়াছেন। এবং মাননীয় শ্রীযুত বাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বাবু চৈতন্যকৃষ্ণ বসাক, বাবু রামপ্রসাদ সেন, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়গণ পুস্তকমুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে অর্থানুকুল্য করিয়াছেন। অতএব এই সকল মহাত্মার নিকট বাধ্য রহিলাম।

ঢাকা কালেজ। } শ্রীঅম্বিকাচরণ ঘোষ।
ফাল্গুন, ১২৭৫ }

বিক্রমপুরের ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

প্রায় বিংশ শতাব্দী অতীত হইল উজ্জয়িনীর অধিপতি রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গভূমিতে উপনীত হয়েন। কিয়দ্দিন পরে কার্য্যোপলক্ষে অনুচর বৃন্দ সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করেন। তাঁহার সেই শুভাগমন ও নামানুসারে এই স্থান 'বিক্রমপুর' এই বিখ্যাত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এমত কিংবদন্তী যে নৃপকুঞ্জর বিক্রমাদিত্য বজ্রযোগিনী ও রামপাল এ দুয়ের অন্যতর স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ একথা অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। আজিও ঐ সকল স্থানে সুরম্য হর্ম্মাবলীর অনেক ভগ্নাবশেষ পরিল-

ক্ষিত হয়। এখন উল্লিখিত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ নিতান্ত বনাকীর্ণ। মধ্যে মধ্যে বিরল বাস দৃষ্ট হয়। নৃপবর অত্যল্প কাল বাসের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিক্রমপুরকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া যান। তখন আধুনিক সমৃদ্ধিশালী নগর নিচয় তাঁহার নিকট নিতান্ত নিষ্প্রভ, শোভাশূন্য এবং বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিত। তৎকালে বিক্রমপুরের আয়তন যে নিরতিশয় অল্পছিল, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

প্রবাদ আছে, যখন নৃপবল্লভ বিক্রমাদিত্য এখানে সমাগত হন, তখন এস্থান নদীগর্ভস্থ পুলিনবৎছিল। বৃক্ষ গুল্মাদির প্রচার নিতান্ত বিরলছিল। পরে ক্রমোন্নতি সহকারে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সম্পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। একদা এই বিক্রমপুর বঙ্গভূমির রাজধানী ছিল। তখন রাজশ্রী বৈদ্যকুলের অঙ্কশায়িনী ছিলেন। প্রকৃতি সুন্দরী যে, নিতান্ত শান্তিদায়িনী ও একান্ত শুভকরী হইয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহার বেশ প্রমাণ

প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। প্রকৃতিবৃন্দ তখন অনল্প সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিত, সন্দেহ নাই। এমন কি, সমগ্র ভারত বর্ষের মধ্যে এই বিক্রমপুরই এক মাত্র সৌভাগ্য ও সম্পদের আস্পদ ছিল। সুশাসন রাজ্যধুরন্ধর এখানেই বাস করিতেন। তখন ইহা কি আশ্চর্য্য মহীয়সী শ্রীইধারণ করিয়াছিল! কিন্তু দুরন্ত কৃতান্ত নিষাদের কি তীক্ষ্ণ শর! কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! এখন বিক্রমপুরের আর সে দিন নাই,—তাহার আর সেই বিক্রম নাই—সমস্ত মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য এককালে প্রস্থানপর হইয়াছে—রাজপাদরজঃ এখন ইনি কর প্রসারণ করিয়াও প্রাপ্ত হইতেছেন না। রাজলক্ষ্মী ইহার প্রতি যেন চিরকালের নিমিত্ত অপ্রসন্না হইয়াছেন। কাল! তোমার দশন কি সুতীক্ষ্ণ! হস্ত কি কঠোর! তুমি বিক্রমপুরকে এককালে জর্জ্জরিত করিয়াছ; ইহার যত বড় বড়—কার্য্যক্ষম সন্তান—প্রিয়পুত্র ছিল, তোমার হৃদয় কি নির্ম্মম! কি কঠিন! তুমি তাহাদের সমুদায়কে চর্ব্বীকৃত ও উদরস্থ করিয়াছ। আর

কি ইহার উন্নতির প্রত্যাশা আছে? যে ভূষণে বিভূষিত হইয়া এই বিক্রমপুর নিখিল ভারতের একমাত্র গৌরবভাজিনী ছিল,—অপর সমুদায় স্থান ও নগরী যাহার নিকট নিস্তেজ দীপশিখার ন্যায় নিষ্প্রভ লক্ষিত হইত, আজি সেই বিক্রমপুরকে তুমি একবারে ভিখারিণী ও শ্রীহীন করিয়াছ, তাহার রাজছত্র কোন স্থানেই স্থাপন করিয়াছে! আর কি কখন বিক্রমপুরের হৃত বিক্রম প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? আর কি ইহার হৃত প্রিয় সন্তানগণ অনাথা জননীর দুঃখ দারিদ্র্য বিমোচনার্থ পুনর্জীবিত হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবে? অথবা এইরূপ আশা করা শুদ্ধ দুঃখ ও বিড়ম্বনার কারণ।

সীমা।

বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধবলেশ্বরী ও ইছামতী স্রোতস্বতী; পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদী, দক্ষিণ সীমা ইদিলপুর; পশ্চিম সীমা জেলা ফরিদপুর ও ভরবাজুস্থিত কতিপয় গ্রাম।

বিক্রমপুর বিস্তৃতায় উপ-প্রদেশ (পরগণা)। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের বিভিন্নতা অতিশয় অল্প হইবে।

ভূমির আকৃতি।

বিক্রমপুর সমতল ভূমি নহে। অনেক স্থান অতিশয় উচ্চ। এমন কি তৎসমুদায় বর্ষামুখ দেখিতে পায় না, বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। রামপাল, বজ্রযোগিনী, ইছাপুর প্রভৃতি পল্লী নিচয় ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পক্ষান্তরে তদিতর সমস্ত স্থান নিরতিশয় নিম্ন ভূমি বলিয়া বর্ষার জলে এককালে প্লাবিত হইয়া যায়।

জল বায়ু।

সত্য বটে, বিক্রমপুরের প্রায় স্থানের জল বায়ুই উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্য জনক। কিন্তু আবার এমন অনেক স্থানও দৃষ্ট হয় যে তথায় ক্রমাগত কতিপয় দিবস অবস্থান করিলে আতঙ্ক কম্প সুস্থকায় বীর পুরুষকেও পীড়া-

গ্রস্ত এবং দিনঃ ক্ষীণ-দেহ ও হত-বীর্য্য হইয়া একেবারে শ্রীহীন হইতে হয়। আইরল, মালদা, খীপুর, রাউতভোগ, যশোলঙ্গ, কাঠাদিয়া, কেয়ার, নয়না, কামারখাড়া, প্রভৃতি গ্রাম সমূহ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। এই নিমিত্তই উল্লিখিত স্থান গুলি অত্যন্ত বিরল বসতি হইয়া রহিয়াছে। তাদৃশ অল্প জনাকীর্ণ স্থানেও বিকট মূর্ত্তি পীড়া দেবীর মন্দ প্রভাব লক্ষিত হয় না। এমন গৃহ অতি অল্প, যাহাতে দুই একজন রুগ্ন, সুতরাং শয্যাগত ও শান্তি সুখ-বঞ্চিত দৃষ্ট না হয়। অনেকে বলেন গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষাচ্ছন্ন বায়ুই এতাদৃশ অস্বাস্থ্যের কারণ। পার্শ্ববর্ত্তী সহকার, পারিজাত, মন্দার প্রভৃতি পাদপ নিচয়ের পল্লবজাত নিপতিত হইয়া পুষ্করিণী জল নিতান্ত দুর্গন্ধময় সুতরাং অব্যবহার্য্য ও রোগ-মূলক করিয়া তুলে। অস্পর্শনীয় সত্ত্বেও অনন্যোপায় হইয়া সন্নিকৃষ্ট গ্রাম বাসিদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়।

উক্ত বিস্তীর্ণ শাখা তরু শ্রেণী ভেদ করিয়া

সূর্য্য রশ্মির প্রবেশাভাব ও নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বনাকীর্ণতা স্বাস্থ্য নাশের অন্যতর কারণ, সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরের তৃতীয়াংশ তারা, কেয়া, হুঁকর, এবং কাশ প্রভৃতি বনরাজিতে একেবারে সমাচ্ছন্ন। পল্লীবৃন্দ অরণ্যময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল স্থানে রৌদ্রের মুখ অতি অল্প লোকের গৃহ প্রাঙ্গণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য পুষ্করিণী রাজীর জল যে নিতান্ত বিকৃত ও বিবিধ রোগ নিদান, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং তৎসমুদায়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু উল্লিখিত বনোদ্গীরিত বায়ু যোগে যে একান্ত অবিশুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিচিত্রতা ও বিস্ময়ের বিষয় কি? মহানুভব আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট লায়েল মহোদয় নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে বন পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত অনেক যত্ন প্রকাশ করেন। বোধ হয় অল্পকাল পরেই স্থানান্তর গমন নিবন্ধন তাঁহাকে কার্য্য সম্পাদনে বিরত থাকিতে হয়। যাহাহউক এখন বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, যাহাতে শান্তিনাশক

এই সমুদায় অন্তরায়ের এককালে নিরসন হয়, গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া তৎপ্রতি নিজের উৎসাহ ও প্রয়াস বিধান স্থানীয়বৃন্দের একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যথা অচিরে উল্লিখিত স্থান গুলি "বিজন গ্রাম" বলিয়া পরিগণিত ও সাধারণের যারপরনাই খেদের কারণ, হইবে তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই।

এখানকার জল বায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া অনুমিত হয়। বিক্রমপুর বর্ষাপ্রধান স্থান। এইকালে খাল, বিল, সরসী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় সমূহ জলে পরিপূর্ণ হইয়া বিক্রমপুরকে শিলাচ্ছাদিত শৈলের ন্যায় ধবলিত করিয়া থাকে। তখন অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমি বাসিদিগের ক্লেশের আর পরিসীমা থাকে না। অনেকের অন্তঃপুর চত্বরে এমন কি, গৃহের মেজ্যায় পর্য্যন্ত জল উঠিয়া মহান্ কষ্ট উৎপাদন করিয়া দেয়। গৃহস্থগণ তখন বংশ কাষ্ঠাদি বিনির্ম্মিত মঞ্চোপরি বাস করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ ক্লেশ ও অসুবিধা তাহাদিগকে ক্রমাগত প্রায় দুই

মাস কাল সহ্য করিতে হয়। ইহার পর ও বর্ষাকাল আর ২।৩ মাস কাল অবস্থান করে। অতি বর্ষা নিবন্ধন ধান্যাদি শস্যরাজী নষ্ট হওয়াতে অত্রত্য প্রাণীমণ্ডলী, বিশেষতঃ কৃষিবলগণ, সময়ে২ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে এই সময়ে নৌকা ব্যতিরেকে বিক্রমপুর বাসিদিগের গমনাগমনের আর সাধ্য থাকে না। এখানে 'আরলবিল, নামক একটি প্রসিদ্ধ ঝিল আছে। তাহার দক্ষিণ প্রান্তে মাইজ পাড়া, কোলাপাড়া, উত্তরে শ্রীধরখোলা, বারুইখালি এবং শেকের নগর; পশ্চিমে নারিশা গ্রাম; পূর্ব্ব প্রান্তে দয়হাটা, ইসাড়া, গাদিঘাট, প্রাণীমণ্ডল প্রভৃতি পল্লী গ্রাম। পূর্ব্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ প্রায় ১২মাইল (৬ক্রোশ) এবং উত্তর দক্ষিণে প্রস্থ প্রায় ৭ মাইল (৩।। সাড়ে তিন ক্রোশ হইবে। অতি প্রাচীন কালে সমগ্র বিক্রমপুর এই বিলের গর্ভস্থ ছিল। এখন অনেক স্থান গ্রাম রূপে পরিণত হইলেও আরল বিল বিক্রমপুরের, প্রায় তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই বিলে বর্ষাকালে কুম্ভীরের অত্যন্ত

প্রাদুর্ভাব হইয়াথাকে, এবং ঝড় উত্থিত হইয়া বিলের জল এরূপ তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে যে, পোতস্থিত জনগণের জীবনে জলাঞ্জলি দিতে হয়। বাস্তবিক ঝিলটী তখন নিতান্ত ভীমদর্শন হইয়া থাকে। বিক্রমপুরে বর্ষার যাদৃশ প্রভাব লক্ষিত হয়, গ্রীষ্মঋতুরও তদপেক্ষা বড় ন্যূনতা দেখা যায় না।

গ্রীষ্মকালে নদ নদী, খাল বিল, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় শ্রেণী সূর্য্যালোকে প্রায় এককালে শুষ্ক হইয়া যায়। তখন লোকবৃন্দের জলাভাবজনিত কষ্টের আর ইয়ত্তা থাকে না। সময়ে২ উত্তপ্ত ধূলিরাশি বায়ু সহকারে সমুত্থিত ও সমান্দোলিত হইয়া পান্থদিগের নিতান্ত ক্লেশদায়িনী হইয়া উঠে। জলাবগাহনই তখন সকলের প্রিয় হয়। এই কালে বিক্রমপুরের অধিকাংশ স্থলে প্রবল বাত্যা অজস্র উত্থিত হইয়া খড় নির্ম্মিত গৃহবাসিদিগকে যার পর নাই ব্যাকুলিত ও সশঙ্ক করিয়া তুলে। এমন কি, ঝড় উঠিয়া সময়ে২ সুনিহিত-মূল-পাদপ পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত ক-

রিয়া দেয়। এতদ্ব্যতিরেকে এখানে বৃষ্টি হইয়া মনুষ্যাদি প্রাণীপুঞ্জের প্রাণ বিনাশও করিয়া থাকে। নীল, আশুধান্য প্রভৃতি শস্যরাজী ঈদৃশ উৎপাতের ভীষণ হস্ত এড়াইতে পারে না। এখানে হেমন্ত ঋতুর তাদৃশ চিহ্ন লক্ষিত হয় না; তখন কেবল আমন ধান্যের কর্ত্তন হয়। শীতেরও মন্দ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। তৎকালে সর্ব্বত্র প্রাতঃকালে প্রায় প্রহরৈক পর্য্যন্ত কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন থাকে।

উদ্ভিজ্জ ও শস্য।

ধবলেশ্বরী, ইছামতী, মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি তরঙ্গিণীমালা প্রতিনিয়ত বিক্রমপুরের শস্যোৎপাদিনী শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। দেবরাজ ও ভূমির উর্ব্বরতা সাধন বিষয়ে অনল্প অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তন্নিবন্ধন এখানে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্যজাত সমুৎপন্ন হইয়া অধিবাসি—বিশেষতঃ কৃষিজীবিদিগের হৃদয়ে, নিরতিশয় সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকে। আশুধান্য অত্রত্য সা-

ধারণ লোকের প্রধান উপজীবিকা। আশুবর্ষা আশুধান্যের অন্যতর পুষ্টিসাধন। এতদ্ব্যতীত হৈমন্তিক ধান্য (আমন ধান্য, হেমন্তকালে ইহার কর্ত্তন হয় বলিয়া 'হৈমন্তিক' বলে) সর্ষপ, দ্বিদল, কুসুম্ভ, যব, তিল, কলাই, পাট, মেছট, কার্পাস, কালিজিরা, ধনিয়া, তামাকু, গুবাক (সুপারি) মেথি, শণ, চিনাই, কায়ন প্রভৃতি জন্মিয়া সকলের মহান উপকার সাধন করে।

বিক্রমপুর হইতে বর্ষে২ ধান্য, কুসুম্ভ, প্রভৃতি শস্য নিচয় দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু এতন্মধ্যে শেষোক্ত বস্তুই বিদেশীয়গণ সমধিক আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকে। দূর দেশ হইতে প্রধানতঃ তুলা এখানে আনীত হয়। এ স্থানে আম, কাঁটাল, নারিকেল, খর্জুর প্রভৃতি সুস্বাদ ফল এবং ফুট, ক্ষিরাই, শশা ও নানা জাতীয় সুমিষ্ট কদলী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিলে তৈল, সর্ষপ তৈল, ও ফুলে তৈল, অধিক পরিমাণে মিলে। রামপালের কলা সর্ব্বত্র পরিশ্রুত ও বিখ্যাত।

আতা, পেয়ারা, কুল, কাউ, লিটকা, বৃক্ষালু শাকালু দাড়িম্ব ও তরমুজ প্রভৃতির একঝালে অসদ্ভাব নাই। পূর্ব্বাঞ্চলে বেতকা, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া, কসবা, প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু, অর্দ্র ('আদা'), হরিদ্রা অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বজ্রযোগিনী, রাজাবাড়ী, সেরেজাবাজ, তালতলা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহে সামান্যতঃ ইক্ষুরসে গুড় প্রস্তুত হইয়াথাকে। ইহাকে 'আকিগুড়, বলে। ইক্ষুরস গ্রহণ বিষয়ে মন্দ নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় না। খাজুরি গুড়ও এখানে দুষ্প্রাপ্য নহে।

এস্থানে আরণ্য তরুর মধ্যে জারল, উড়িআম, জাম, সপ্ততাল, (সাধারণ ভাষায় ইহাকে সাঁয়তান বলিয়া থাকে।) পয়াই প্রভৃতি প্রধান, উড়িআম, এবং সামান্যতঃ পয়াই কাষ্ঠে প্রাচ্য-বিক্রমপুরবাসিগণ ক্ষুদ্র২ তরণী নির্ম্মাণ করিয়া বর্ষাকালে গমনাগমনের অনল্প সৌকর্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

অধিবাসী ও ধর্ম্ম।

বিক্রমপুরের আয়তন ও আকারানুসারে বসতি সংখ্যা অনেক অধিক। এই স্থানে অন্যূন দেড় লক্ষ লোক বাস করিতেছে। তন্মধ্যে হিন্দুদিগের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই ত্রিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই বাস লক্ষিত হয়। ক্রমে তাহাদিগের অবশ্যজ্ঞেয় পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

হিন্দু।——হিন্দুরা বিক্রমপুরের আদিম অধিবাসী সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ সময়ে তাঁহারা এস্থানে আগমন করিয়াছেন, নির্ণয় করা সুকঠিন। এই হিন্দু জাতির মধ্যে বৈদ্য ও শূদ্র মণ্ডলী ব্রাহ্মণ জাতি হইতে অধিকতর। দ্বিজ নিচয়ের অধিকাংশ যাজন ব্যবসায়ী। কায়স্থাদি শূদ্রবৃন্দ বেশ চাকুরিপ্রিয় (বিষয়-লোভী)। স্বাধীন ব্যবসায়কে ইহারা যেন নিতান্ত অপবিত্র মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই হইতেছে না, বলিলে একালে অসঙ্গত হয় না।

হিন্দুরা মর্য্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও চতুরতায় অন্যান্য স্থানবাসীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সুবিখ্যাত বল্লাল ভূপতি ইহাঁদিগের মধ্যে (কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র সকলের মধ্যে) যাঁহাদিগকে আচারাদি নবগুণ-বিশিষ্ট (১) বলিয়া জানিতেন, তিনি তাহাদিগকে "কুলীন" এই উপাধি প্রদান করিয়া সাধারণ্যে খ্যাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অর্ব্বাচীন হিন্দুগণ তদবধি কৌলিন্য প্রথাকে বংশ মর্য্যাদার প্রধান চিহ্ন মনে করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষণ-ভঙ্গুর অর্থোপার্জ্জনে নিরত রহিয়াছেন। তন্নিবন্ধন কুলীনগণ অর্থগৃধ্নু বলিয়া জনসমাজে পরিচিত।

বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণদিগের যেমন চারি মেল (সমাজ) আছে, কায়স্থ মণ্ডলীর মধ্যেও সেই রূপ সাড়ে তিন মেল দৃষ্ট হয়। যথা মালখা নগরের বসুবংশ; পাঐলদিয়ার ঘোষ বংশ; রাইসবরের মুস্তফী (গুহবংশ) এবং

(১) "আচারো বিনয়ো বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।"

কাঠালিয়ার দত্ত। শেষোক্তেরা অৰ্দ্ধ কুলীন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত (১)। এই সার্দ্ধত্রি গৃহের সহিত পরিণয়াদি ক্রিয়ানুষ্ঠান সাধারণের সাধ্যায়ত্ত, ও সম্ভাবিত নহে। যিনি ইহাদিগের উদর পূর্ণ করিয়া একবার একটী ক্রিয়া করিতে পারিলেন, তিনিই একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক বলিয়া অপামর সকলের সম্মান ভাজন হইলেন। কিন্তু কি ঘৃণার বিষয়! ইহাদিগের (কুলীন বৃন্দের) প্রণয় স্থাপন বোধহয় কেবল অর্থের জন্য; সম্প্রতি এই কৌলীন্য-প্রথা অনেকের উপজীবিকা হইয়া মহাকলঙ্ককরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরা যে বিষময় ও অহিতকর ফল উৎপাদন করিতেছেন, তাহা স্মরণ ও দর্শন করিলে হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। অনুচিত কুলাভিমানী উত্তরাঙ্গজাত কোন কোন মহাপুরুষ ধন লোভে বিমোহিত হইয়া

(১) ইহাদিগের আমূল বৃত্তান্ত স্থানান্তরে উল্লিখিত হইবে।

শত২ কুলবালার পাণিগ্রহণ করিয়া অচিরকাল পরে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরিণয়ান্তর অনুসন্ধান করিতেছেন। পরে জীবনান্তে ও উহাদিগের তত্ত্ব লওয়া ঘটিয়া উঠেনা।

কৌলীন্যপ্রথার প্রাধান্য মনে করিয়া কুলভঙ্গ-ভয়ে অনেকানেক ব্রাহ্মণ পঞ্চবর্ষীয়া বালিকাকে চিরকালের নিমিত্ত স্খলিত-দন্ত পলিত-কেশ লোলিতাঙ্গ অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে শতং কুলকামিনী—অবলা বালা এককালে বৈধব্যদশায় নিপাতিতা হইতেছে। সুতরাং নানা বিধ ব্যভিচার দোষে যে তাহারা দেশকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিবে বিচিত্র কি? ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "ঘটক" নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহারা শুকের মত পরের তোষামোদে বিলক্ষণ পাটব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ইহাদিগকে বিবাহাদি ক্রিয়া কালীন কিছু পূজা দিতে পারে, ইহারা তাহাকে চৌদ্দপুরুষ সহ স্বর্গগামী করিয়া তুলেন। পরের গুণোৎকীর্ত্তন ঘটকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অব

লম্বন। ইহারা কুলীনদিগের বংশাবলী গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখেন।

সাধারণতঃ বিক্রমপুরীয়গণ পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। কিন্তু ভীরু ও সাহসহীন। পূর্ব্বকালে অত্রত্য হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ে (পৌত্তলিকতায়) প্রগাঢ় বিশ্বাস ও একাগ্রতা ছিল। তখন কেহ অন্য কোন ধর্ম্মের আলাপ করিলে তাহাকে নানাপ্রকার অবমাননা সহ্য করিতে হইত। এমন কি, তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াও বিচিত্রতা বা বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। কিন্তু বলিতে কি, অধুনা তাহাদিগের তাদৃশী আস্থা ও তাদৃশ অনুরাগ নাই। মধ্যে২ দুই এক জন গোঁড়া হিন্দু বলিয়া প্রতীয়মান হন, সত্য, কিন্তু প্রায়ই মুখপাত মাত্র দৃষ্ট হয়। প্রাচীনেরা ইষ্টদেবদত্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে স্নান আহ্নিক না করিয়া আহার করেন না। ইহারা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইষ্ট মন্ত্র কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না। যদিও ইহাদিগের মধ্যে তাদৃশী কুপ্রথা লক্ষিত হয়,—যদিও ইহারা পূজা কালীন, মুখের এক পার্শ্ব দিয়া মন্ত্র

উচ্চারণ এবং অপরের দ্বারা বৈষয়িক আলাপ করিয়া থাকেন, ও তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে বিশেষ একাগ্রতা সম্পন্ন দেখা না যাউক, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ইহাদিগের পূজার কাল নির্দ্ধারিত আছে। ইহা তাহাদের পক্ষে মন্দ শ্লাঘার বিষয় নহে।

যদি অন্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যও নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহাদের আহ্নিক বিষয়ে ও সায়ন্তন বেলায় গোঁসাইর নাম গ্রহণে, ভ্রম হয় না। অধুনা সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনেক যুবকের বিশ্বাস ও প্রীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী নব্য কৃতবিদ্যগণ প্রাচীনদিগকে ব্যাঘ্রবৎ অনুচিত ভয় করেন বলিয়া তাদৃশ কার্য্যানুষ্ঠান তৎপর দৃষ্ট হন না। নব্যদিগের ধর্ম্মার্থ ত্যাগ স্বীকাররূপ তরবারি পৌত্তলিকদিগের প্রতি ভয়রূপ মরীচায় এককালে কলঙ্কিত ও নিস্তেজ হইয়া উঠিতেছে। যদিও মধ্যে মধ্যে দুই এক মহাত্মা সেই কলঙ্কশ্লিষ্ট-অস্ত্র শাণিত ও পরিষ্কৃত করিবার জন্য কথঞ্চিৎ যত্নশাণ অবলম্বন করেন।

কিন্তু অর্ব্বাচীন কুসংস্কারাবিষ্ট প্রাচীনদিগের প্রদর্শিত সমাজচ্যুতির আশঙ্কা রূপ পিচ্ছিল লতা নিবন্ধন সেই তরবারে হস্ত কর্ত্তন রূপ তিরস্কার ও নিন্দাভাজন হইয়া শঙ্কিত হৃদয় কোমলমতি সুশিক্ষিত বৃন্দ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাহারা ঈদৃশী ধর্ম্ম-ভীরুতা বশতঃ প্রকৃত ধর্ম্ম শৈলের কার্য্য-সোপানারোহণ হইতে যে বহু দূরবর্ত্তী রহিয়াছেন, তাহার সংশয় কি? অপর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কোন২ অপরিপক্কমতি-তরুণ-চিত্ত-যুবক এই ধর্ম্মের জন্য এমনই ত্যাগ স্বীকার, ও বৈরাগ্য প্রদর্শন, করিয়া থাকেন যে কতিপয় দিবস পাঠ করিলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য ও পুস্তকালোচনা ত্যাগ করিয়া বসেন। এতন্নিবন্ধন তাহাদিগের উন্নতি যে অতি অল্পেই হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

প্রাচীন সম্প্রদায়ান্তর্গত দ্বিজগ্রামের মধ্যে কোন কোন মহাত্মা এ প্রকার গোঁড়া যে, তাহারা চর্ম্মপাদুকা ও সিলাই বস্ত্র (অ-

঩রাখা প্রভৃতি) ব্যবহারে নিতান্ত অপবিত্রতা ও ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। বচন-সর্ব্বস্ব সংস্কৃত ব্যবসায়ী টোলের পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর লোক। ইহারা আসামবাসিদিগের ন্যায় পেন্টুলন পরিধান এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম না করাকে ধর্ম্মচ্যুতির (খৃষ্টান হওয়ার) লক্ষণ মনে করেন। কেবল মনে করিয়া নিরস্ত হন এমন নহে, প্রকাশ্যতঃ বলিয়াও থাকেন।

কুল-সর্ব্বস্ব দ্বিজবৃন্দ যেমন শত শত বালার পাণিপীড়ন করিয়া স্ব স্ব অর্থ গৃধ্নুতার পরিচয় প্রদান করেন, সেই প্রকার অত্রত্য শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ প্রায় এক কালেই বিবাহজনিত কর্ত্তব্যতা পরিপালনে অসমর্থ হন। তাহাদের অনেকে আজীবন আইবড় ভাবেই থাকিয়া যান। যদি কাহারো ভাগ্য প্রসন্ন লক্ষিত হয়, তাহাকে, বলিতে গেলে, এক বিবাহের নিমিত্ত যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কেবল কন্যাবিক্রয় প্রথার প্রচলনই ঈদৃশ মহানর্থের মূলীভূত কারণ।

বিক্রমপুরে হরি, কালী, শিব, দুর্গা, বসু-

মতী, মনসা. গুরু ও বাসুদেব প্রভৃতি নানা দেব দেবীর মন্দির ও সাধক আছে। রাজানগরের হরি (১) কোমরপুর বা ভাওয়ারের কালী ও দুর্গা (অর্দ্ধ কালী ও অর্দ্ধ দুর্গা) (২) অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। হেরেমনেশ্বরের কালী ও (৩) ন্যূন খ্যাত্যাপন্ন নহে। প্রাচীন হিন্দুগণ অধিকাংশ কবিরাজ প্রদত্ত ঔষধাদি দ্বারা রোগোন্মুক্ত হইতে না পারিলে হরিঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং "হরিভক্ত" নাম-ধারণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের ন্যায় ললাট দেশে, নাসিকাগ্রে, স্কন্ধদেশে ও বক্ষঃ স্থলে গঙ্গামৃত্তিকার ফোটা ও তিলকাদি দ্বারা সুরঞ্জিত হন। ঠাকুরের আদেশানুসারে তিন বেলা স্নান করিয়া থাকেন। হরিভক্তি পরায়ণ হিন্দু

(১) পাটাভোগ নিবাসী কালীকুমার ঠাকুর ইহার অধ্যক্ষ। ইহা তাহার বেশ অর্জ্জন-পন্থা।

(২) ভাওয়ারের দীনদয়াল চক্রবর্ত্তী ইহার ধুরন্ধর। ইহাতে ভাণকারিতা বিলক্ষণ লক্ষিত হয়।

(৩) একটী শূদ্র জাতীয়া বিধবা কামিনী কালীর অর্চ্চনা ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।

গণ সন্ধ্যার সময় মন্দির সমীপে মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র সহকারে হরি কীর্ত্তন করেন। ইহারা হরিকে যে সকল উপহার প্রদান করেন, তৎসমুদয় ঠাকুরের উদর পোষণার্থ প্রদত্ত হয় বলিলে লেখনী অত্যুক্তি দোষ-স্পৃষ্টা হইবেনা। দেখিলাম এক ব্যক্তি জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া হরিঠাকুরের আজ্ঞানুসারে তিন বেলা স্নান, যাহা ইচ্ছা (দধি, দুগ্ধ অম্ল ইত্যাদি) ভক্ষণ করিয়া পর দিনেই শমন ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আত্মীয়বৃন্দ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এই রূপ দুর্ঘটনা প্রায়ই দর্শন ও শ্রবণ গোচর হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবর্গকে ব্যাকুলিভ করিতেছে! তবে ধন্বন্তরির ঔষধ প্রয়োগের পর আমাদের "কবিরাজ খুড়োর" হাত পাইয়া কদাচিৎ দুইচারি ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেন। অনেক ভদ্র লোকের মধ্যেও ঈদৃশী হরিভক্তি পরায়ণতা সংলক্ষিত হয়। এই জন্য উক্ত দেব-দেবীর মন্দির সম্মুখে অনবরত শত শত অজচ্ছেদ হইতেছে।

মুসলমান জাতি।—মুসলমান জাতি হিন্দুজাতির চতুর্থাংশ হইবে। কৃষিকার্য্য সাধনই ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। সভ্য বটে, ইহাদের মধ্যে পারসী ভাষাজ্ঞ দুই এক জন মুন্সী মানুষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রায় সকলেই বিদ্যাশিক্ষায় এককালে বীত-স্পৃহ ও অননুরাগী। ধান্য কর্ত্তন, বীজ বপন, গোচারণ ও হল চালনা প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যে নিপুণ হইলেই ইহারা স্বস্ব পুত্রদিগকে নিতান্ত রূপ ও গুণশালী বলিয়া মনে করে। ঈদৃশ কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিধায়িনী বিদ্যাশিক্ষা একেকালে অনাবশ্যক, এই তাহাদিগের চিরবোধ। যদিও বাণিজ্য বৃত্তি ইহাদের প্রিয় ব্যবসায় হউক, শিক্ষাভাবে তাহাতেও ইহাদিগকে তাদৃশ উন্নতিশীল ও ধন সম্পন্ন বলিয়া অনুমিত হয় না। কিসে ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও জানেনা, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদবস্থায় তাঁহারা যে অভিলষিত বিষয় লাভে অপূর্ণ-কাম ও বিতথ যত্ন হইবে তাহার বিচিত্রতা কি?

অধিকাংশ মুসলমান যারপর নাই হীনাবস্থ। তাহাদের আচরণ নিতান্ত জঘন্য। বোধ হয় তদ্দর্শনে অপবিত্রা হইবেন ভাবিয়াই যেন বিদ্যাদেবী ইহাদিগের প্রতি নিরনুরোহিণী। অপর, ইহারা নাগরিক মুসলমানদিগের ন্যায় তাদৃশ ধর্ম্মানুরাগীও দৃষ্ট হয় না। কার্ত্তিকপুরের মুন্সিগণ এবং অপর কতিপয় প্রধান পরিবার যে উৎকৃষ্টতর অবস্থাপন্ন তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঢাকা নবাবীয় স্থান। নগরটীর সূত্রপাত হইতেই অনেক মীর মোগল মহা সমৃদ্ধি ও উন্নতি সহকারে তথায় বসতি করিতেছেন। বিক্রমপুর তাহার অনতিদূরে অবস্থিত সত্ত্বেও কেন যে তত্রত্য (বিক্রমপুরস্থ) মহম্মদীয়সমাজ নগরের দৃষ্টান্তে উন্নমিত হইতেছে না নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। স্বোদর ও পরিবারপ্রতিপালন মাত্রই ইহাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া অনুমিত হয়। দুই তিন বেলা "নমাজ পাঠ" ইহাদের সাধারণ সম্বল। কেহ২ "ত্রিশ রোজায়" কথঞ্চিৎ আয়াস স্বী-

কার করিয়া থাকে। কিন্তু চিহ্ন কি নিদর্শন স্বরূপ বিশেষ কোন মস্‌জিদ নির্ম্মিত নাই।

খৃষ্টীয় জাতি। বিক্রমপুরে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরও অসদ্ভাব নাই। অত্রত্য পোর্ত্তুগিজসম্প্রদায় উদাহরণ স্থলে উল্লেখনীয়। প্রায় শত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, উহাদিগের (পোর্ত্তুগিজদিগের) আদি পুরুষগণ বাঙ্গলার নবাব মহানুভব সায়স্তা খাঁ কর্ত্তৃক মুন্সীগঞ্জের উত্তরাংশে সমানীত হয়। তদবধি সেই স্থান "ফিরিঙ্গীবাজার" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। উহা ঢাকা নগরী হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সেই সময় উক্ত নবাব ঐ স্থানের নিকট একটী বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করান। উহার ভগ্নাবশেষ আজিও পূর্ব্বকালীন গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি পোর্ত্তুগিজবৃন্দ নানাস্থান বাসী হইয়াছে। মোহনগঞ্জের উত্তর পূর্ব্ব শিকারপুর নামক স্থানেও অনেক ফিরিঙ্গী বাস করে। ইঁহাদিগকে এখন আর পাশ্চাত্য

জাতি বলিয়া অনুমান করা যায় না। দেশীয়দিগের ন্যায় ইহাদেরও কৃষিকার্য্য উপজীবিকা। সন্তোষের বিষয় এই যে, ইহারা ধর্ম্মকে এককালে বিস্মৃত হইয়া যায় নাই। ইহাদিগের ধর্ম্মানুরাগিতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় স্বরূপ কয়েকটী গিরজা (উপাসনা মন্দির) সংস্থাপিত আছে। প্রতি দিন সায়ংকালে তাঁহাদের পাদ্রি (উপদেশক) কর্ত্তৃক স্ত্রী পুরুষ উভয় বিধ জাতিই উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে ফিরিঙ্গীরা তাদৃশ উন্নতমনা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ এখানে আসিয়া এ দেশীয়দিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ও তম্মতানুগত করিবার জন্য অনল্প প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ সফল-যত্ন ও সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারেন নাই। তাহাদের দলবল নিতান্ত হীন ও দীনদশাপন্ন ছিল। সম্ভ্রান্ত লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। সত্য বটে অনেকদিন হইল কনকসার নিবাসী সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় খৃষ্টধর্ম্মে সুদীক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু

আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে সাহস সহকারে বলিতে পারি, সূর্য্যকুমার বাবু খৃষ্টানদিগের নীচ-প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বেচ্ছানুসারে তাহা অবলম্বন করিয়াছেন। সম্প্রতি অল্পকাল গত হইল কয়কীর্ত্তন নিবাসী জগন্নাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ও মালখা নগরের কুলীনবংশ সম্ভূত, পূর্ণচন্দ্র বসু নামক এক অল্প বয়স্ক যুবক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।

অত্রত্য পোর্ত্তুগিজদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই মুসলমানদিগের ন্যায় জঘন্যভাব ধারণ করিয়াছে। তাহাদিগের বিবাহ পদ্ধতি ও জাতীয় রীতিকে এককালে অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু দেশীয় মুসলমানদিগের সহিত তাহাদিগের কোনরূপ ক্রিয়া হইতে দেখা যায় নাই।

বাণিজ্য ও শিল্প।

যদি বিক্রমপুরবাসী সমস্ত জাতিই দেশের কল্যাণকর বাণিজ্যকার্য্যে রত ও মনোযোগবান লক্ষিত হইত. এখনকার মত যদি তাহারা পরের দাসত্বের নিমিত্ত এতাদৃশী ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিত—চাকুরি প্রিয়তার মোহিনী মায়ায়ই যদি তাহারা বিমোহিত না হইত, তাহা হইলে কি আজি, সোনার বিক্রমপুরের এইরূপ অনুন্নত ও হীনদশা অবলোকন করিয়া, আমাদিগকে ব্যথিতহৃদয় হইতে হইত? আর তাহা হইলে কি ইহার ঈদৃশ নীরস ভাব সঞ্জাত হইত? কখনই নহে। বিক্রমপুরের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরসমুদিত থাকিয়া অধিবাসী বৃন্দকে সুখরূপ কিরণ জাল নিয়ত প্রদান করিত। কিন্তু হায়! কি ইতর, কি ভদ্র সকলেই ভৃত্য ভাবে ধনার্জ্জনে লালায়িত। পরাধীনতায় কাহারো অবমাননা বোধ নাই। স্বাধীনতা-বিচ্যুত হইয়া পারতন্ত্র্যাবলম্বন যেন তাহাদের প্রিয় ও প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মুসলমান জাতিকেই এখানে বাণিজ্য কার্য্যে কিছু বিশেষ অভিনিবিষ্ট দেখিতে

পাওয়া যায়। কিন্তু বিবিধ মঙ্গলকরী বিদ্যা শিক্ষাভাব-নিবন্ধন তাহাদিগকে সমধিক উন্নত দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ধান্যানয়ন ও তদ্বিক্রয়েই তাহাদিগকে প্রধানতঃ নিরত বলিয়া লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে বন্দর ও হট্টাদিতে তৈল, গুড়, চিনি ও নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যের সমাগম হইয়া থাকে। উত্তমোত্তম তণ্ডুল প্রভৃতি উল্লিখিত বাণিজ্যবস্তুর সৌলভ্যার্থে মুন্সীগঞ্জ (১) শ্রীনগর, হলিদা, মীরকাদিম, ধানকুনিয়া, লোহজঙ্গ প্রভৃতি স্থানে বন্দর আছে। বন্দর ব্যতীত স্থানে২ ক্ষুদ্র২ হট্ট ও সাময়িক মেলা বিক্রমপুরে অনেক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তালতলা ও খলিপাশার হাট প্রধান।

বিক্রমপুর হইতে ঘৃত, ক্ষীর, বাঙ্গালা কাগজ এবং সামান্য রূপ পরিধেয় বস্ত্র অন্যান্যস্থানে প্রেরিত হইয়া তত্তদ্বাসীদিগের

(১) এখানে কার্ত্তিকবারুণী নামে একটী প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে।

প্রয়োজন সাধন করিতেছে। হলিদা, বাহিরঘাটা প্রভৃতি স্থানে দূরদেশ হইতে সমানীত মুরঙ্গী সুন্দরী কাষ্ঠ অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিক্রমপুর শিল্পজাত দ্রব্যজাতের নিমিত্ত অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছে। এখানকার কর্ম্মকার, স্বর্ণকার এবং তন্তুবায়গণ বিলক্ষণ পটুতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া জনসাধারণের প্রশংসার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্তুবায়ের সংখ্যা এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সকলেই স্বীকার করিবেন যে তত্রত্য স্বর্ণকার-নির্ম্মিত দ্রব্য রাশি দ্বারাই ঢাকানগরী বিশেষ খ্যাতিশালিনী। ঝায়টীয়ার বাউ, সানসিদ্ধি ও যোলঘরের কর্ণাভরণ, কাগ এবং শেষোক্ত স্থানের উড়ানির (চাদরের) উৎকৃষ্টতা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে চূণকার ও কাগজ নির্ম্মাতার সংখ্যাও ন্যূন নাই। তাম্র, পিতল, টিন, লৌহময় বস্তু ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প প্রশংস

নীয় নয়। বিক্রমপুরে কাষ্ঠনির্ম্মিতপদার্থ-জাতের ও অনেক আদর লক্ষিত হয়।

রাজানগর, সেরাজাবাজ ও ইছাপাশা প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠী আছে। এই সকল কুঠীতে মন্দনীল জন্মেনা। কিন্তু তাদৃশ প্রচুর রূপে না হইলেও স্থানান্তরবর্ত্তী লোকদিগের যথোচিত উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে।

রাজ শাসন ও বিচারালয়।

সুশাসন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন জন্য বিক্রমপুরের নানা স্থানে অত্যাবশ্যকীয় বিচার মন্দির সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় এই যে, কর্ম্মচারী বৃন্দের কর্ত্তব্যকর্ম্মে শিথিলতা নিবন্ধনই হউক, অথবা অপর কোন কারণবশতঃই হউক, স্থানে২ অনেক শান্তিভঙ্গ ও নানা বিষয়িনী বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে শ্রীনগর রাজাবাড়ী এবং মূলফৎগঞ্জ এই কয় স্থানে পুলিশ ষ্টেশন

স্থাপিত আছে। এক এক ষ্টেশনে এক এক জন সব ইনেস্পেক্টর (অধস্তন তত্ত্বাবধায়ক,) দুই এক জন হেডকনেষ্টাবল ও কতিপয় কনষ্টাবল থাকিয়া দেশের শান্তিরক্ষণ কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। ষ্টেশন ব্যতিরেকে সবডিবিজন (উপবিভাগ) মুন্সীগঞ্জে একটি মাজিষ্ট্রেটী আফিশ (শান্তিরক্ষণালয়) সংস্থাপিত আছে। মাজিষ্ট্রেটের হস্তে দশ আইন ও রেজিষ্টরীর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। উপ-প্রদেশে ফৌজদারী সংক্রান্ত যৎবিধ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, এইস্থানে (মুন্সীগঞ্জে) তৎসমুদায়ের প্রথম বিচার সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরে ঢাকা তাহাদের আপিল হয়।

১৮৪৩ খৃঃঅব্দে মুন্সী গঞ্জে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। জান ফেঞ্চ নামক একজন ইউরোপীয় প্রথম এই পদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করেন। অধুনা প্রায় পচিশ বৎসর অতীত হইল এই ডিপুটীমাজিষ্ট্রেটী আফিসের সৃষ্টি হইয়াছে। এতাবৎ কাল মধ্যে মৃত মীর আবদুল মসজিদ,

বাবু দীনবন্ধু মৌলিক, সিবিলিয়ান মেঃ এল, ক্লে এবং ডি, আর, লায়েল প্রভৃতি মহাত্মগণ ক্রমান্বয়ে প্রোক্ত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের আসনে সমাসীন হইয়া সাধারণের উপকার করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় এই শান্তি রক্ষণ কার্য্যে নিয়োজিত আছেন।

এদিকে দেওয়ানী সংক্রান্তবিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত বহর নামক স্থানে মুনশেফী বিচারালয় ও ছোট আদালত স্থাপিত আছে। পূর্ব্বে পোড়াগাছা নামক স্থানে মুনসেফী মহকুমা ছিল। বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসু তথায়কার মুনশেফ ছিলেন। ১৮৫৫ খৃঃঅব্দে ১৪ই মার্চ্চ উক্ত বিচারালয় পোড়া গাছা হইতে ঢাকায় উঠিয়া আইসে। গোবিন্দ বাবু তখন এইপদে থাকিয়াই আডিশনল (অতিরিক্ত) মুনশেফ নাম প্রাপ্ত হন। ইনি বিচারকার্য্যে মন্দ পটু ছিলেন না। অনন্তর ঢাকার আডিশনল মুনশেফী পদ রহিত হইয়া মপঃস্বলে পুনরায় মুনশেফী পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়। এই সময় বাবু নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় আডিশনল মুনশেফ ছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃঅব্দের নবেম্বর মাসে এই মহাত্মাই বহরে মুনশেফ হইয়া আইসেন। ইহাই বহরে মুন্সেফী পদের প্রথম সৃষ্টি। নিত্যানন্দ বাবুর পর হাসমতুল্লা নামক একজন মুসলমান এই পদ প্রাপ্ত হন। ইনি অল্পকাল হইল মাদারিপুরে পরিবর্ত্তিত হইলে বাবু হরচন্দ্র দাস মুনশেফ হন। ইনি এখনো এই পদে আসীন আছেন ইহার কার্য্যদক্ষতা মন্দনয়।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দের মে মাসে বহরে ছোট্ট আদালত সংস্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার ছোট্ট আদালতের জজের প্রতি উক্ত ছোট আদালতের কার্য্য ভার সমর্পিত আছে। বাবু অভয় কুমার দত্ত মহোদয় এখন জজের আসনে পবিষ্ট আছেন। জজের অধীনে প্রধানতঃ একজন হেড ক্লার্ক ও একজন নাজির কাজ করেন।

পদ্মানদীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী লোহজঙ্গ ও কেদারপুর নামক দুই স্থানে দুইটি আউট

পোষ্ট (ফাড়ি) ছিল। কিন্তু ২বর্ষ হইল কনষ্টাবুলারি পুলিশের সৃষ্টি অবধি কেদারপুরে কয়েকজন রক্তোষ্ণীশ ধারী কনেষ্টাবল শান্তিবিধান করিতেছেন। লোহজঙ্গে এখন একটি আবকারী আফিশ সংস্থাপিত আছে। কিন্তু তত্রত্য ফাড়ি একেকালে উঠিয়া গিয়ছে।

বার্ত্তাবহালয় (পোষ্টাফিস) ও
সাধারণ সরণি।

সত্যবটে, অধুনা বিক্রমপুরের স্থানে২ ডাকগৃহ সংস্থাপিত হইতেছে; দেশীয় লোকের পত্র পত্রিকাদি প্রাপ্ত ও প্রেরণ বিষয়িণী সুবিধা সম্পাদন জন্য গবর্ণমেন্ট-কর্ত্তৃক অনেক গুলি উপায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রকৃতিপুঞ্জ ও তদ্দ্বারা বিলক্ষণ সুখভোগ করিতেছে। কিন্তু বলিতেগেলে, উহা আজিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লক্ষিত হইতেছেনা। কর্ম্মসম্পাদক বৃন্দের অমনোযোগিতা ও অনুচিত ঔদাস্য নিবন্ধন উহাদিগের (পোষ্টাফিস সমূহের) কার্য্য কলাপ সুন্দররূপ নিষ্পন্ন হইয়া উঠিতেছেনা।

সুতরাং স্থানীয় দিগের অসুবিধা একেকালে নিরাকৃত হইতে পারেনাই। এখানে শ্রীনগর, বহর, ইন্দ্রনসার, রাজাবাড়ী, মূলপদ্মগঞ্জ, কাঁচাদিয়া এবং সোনারঙ্গ এই কয় স্থানে পোষ্টাফিস আছে।

কোন২ স্থান পঙ্কিল ও জলময়—কোন২ স্থান বিবিধ জঙ্গলাকীর্ণ, থাকা নিবন্ধন লোক বৃন্দের নিয়ত গমনাগমনের অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে। হৃপাকুঞ্জর বল্লাল এবং রাজবল্লভ প্রভৃতি মহাত্মানিচয় কতিপয় প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ বর্ত্ম নির্ম্মাণ করান সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত এখন কালের করাল হস্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে একেকালে অসঙ্গত হয় না। মধ্যে২ ইহাদিগের কথঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বহর হইতে তালতলা পর্য্যন্ত একটী অনতি অল্প পরিসর খাল আছে। উহাতে বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস পোতাদি জলযানের গমনাগমন লক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস যে রাজবল্লভের অন্যতর পুত্র রামদাস যখন ঢা-

কায় নবাবের সহকারী ছিলেন, তখন একদিবস তিনি (রামদাস) সন্ধ্যার সময় অনুচরদিগকে জানাইলেন যে, এমন একটী তরণীবর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইতে হইবে যে তাহা দ্বারা কালি প্রত্যূষসময়ে যাত্রা করিয়া, সায়ংকালে গৃহে উপস্থিত হইতে পারাযায়। তদনুসারে অনুচরবৃন্দের যত্নে এক রজনীর মধ্যেই ঐখাল প্রস্তুত হয়। ঐখাল দৈর্ঘে ৯।১০ মাইল হইবে। উহাকে লোকে সচরাচর "সুবচনীর" খাল বলিয়া থাকে। খালের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া মৃন্ময় এক উচ্চ পথ আছে। সত্য বটে, সম্প্রতি প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট বহুল অর্থব্যয়ে শ্রীনগর হইতে তালতলা পর্য্যন্ত এক সরণি প্রস্তুত করাইতেছেন। কিন্তু কার্য্যকারকবৃন্দের গুণে আশানুরূপ ফল লাভ নিতান্ত অসম্ভব। প্রায় তিন বর্ষ অতীত হইয়া গেল আজিও উহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্ট হইতেছে না। এখন বর্ষাকালে উহার নিরতিশয় জঘন্য অবস্থা সঞ্জাত হইয়া থাকে। যাহাহউক যদিও এই পথ নির্ম্মাণে আপাততঃ কাহারও অপকার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু পরিণামে অনে-

কের ইষ্ট লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বর্ত্ম-নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই

ভাষা ও বিদ্যালয়।

বিক্রমপুরের ভাষা-বিষয়িণী উন্নতি মন্দ দেখা যাইতেছেনা। এখানে সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালাভাষা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। দিন দিন উক্তভাষাত্রয়ের সম্যক উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। আপামর সাধারণ সকলেই অধুনা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনল্প আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। এখানে বি, এ, এম, এ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দের এককালে অসদ্ভাব নাই। এই অনতি পরিসর-বিক্রমপুরে সম্প্রতি প্রায় বিংশতিটী ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয়, পঞ্চবিংশতিটী বঙ্গবিদ্যালয় (১) প্রতিষ্ঠিত আছে। একদা বিক্রমপুরবাসী যুবক-

(১) সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় ব্যতীত সার্কেলস্কুল (মণ্ডল বিদ্যালয়) একটী প্রায়ই তিন২ পাঠশালায় বিভক্ত। সার্কেলের সংখ্যা মন্দ নহে।

ণের হৃদয়ে উন্নতি বিধায়িনী অনুরাগিতা এ তাদৃশী বলবতী দৃষ্ট হইয়াছিল যে, তখন অনেকের উৎসাহ ও যত্নাতিশয়ে এখানে বাইজপাড়া, কোরহাটী, ষোলঘর, কামারগাঁ, কুমারভোগ, ব্রাহ্মণগাঁ, প্রাণিমণ্ডল, এবং হাসাড়া গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পরম হিতৈষী বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (ইনি তখন অত্রত্য বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন) একমাত্র পরিশ্রমশীলতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতাই ইহার মূল কারণ। কিন্তু দিন২ শেষোক্ত বিদ্যালয় গুলির (বালিকাবিদ্যালয় সমূহের) সংখ্যা বৃদ্ধি ও অধিকতর উন্নতি হইবে দূরে থাকুক, অধুনা ক্রমশঃ তাহাদের ক্ষয়সাধন হইতেছে। কোন২ টী প্রভাতকালীয় দীপশিখার ন্যায় নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয়ের মধ্যে কালীপাড়া, মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর, তেয়টীয়া, বজ্রযোগিনী, এবং লোহজঙ্গ স্কুল প্র

ধান। উল্লিখিত বিদ্যামন্দির ব্যতীত কয়েকটী প্রাইবেট (গুপ্ত) স্কুল এবং স্থানে স্থানে কতকগুলি দেশহিতৈষিণী বিদ্যোন্নতিসাধিনী সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে কালীপাড়ার 'জ্ঞানদায়িনী' ও কোরহাটীর 'জ্ঞানজ্যোতির্বিকাশিনী' সভা প্রধান। সভা দেশের অশেষ মঙ্গলকারী সন্দেহ নাই। কিন্তু একতা এবং একাগ্রতা উৎসাহের অনুগামিনী না হইলে কিছুই হইতে পারেনা। যেখানে প্রোক্তগণত্রয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়, তথায় অনেক কাজের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। জ্ঞানজ্যোর্তির্বিকাশিনী আজ পঞ্চম বর্ষে পাদবিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্মগন্ধ বিদূরিত হইতে না হইতেই এ একটী অনল্প মঙ্গলের কাজ সাধন করিয়াছে। বলিতে কি, বিকাশিনীই তেয়টীয়া ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রসূতি স্বরূপ।

এখন আমরা সংস্কৃত ভাষার আন্দোলন বিষয়ে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার বিগত শোচনীয় অবস্থা স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হ

ইলে—ইহার উপর দিয়া যে ভয়ঙ্কর ঝঞ্জানিল প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিলে, আমাদের ন্যায় পাষাণহৃদয়েরও শোক উপস্থিত হয়,—অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া উঠে। যখন দুরাসদযবনানিল ভারত কাননে প্রবেশ করে,—যখন ভয়ঙ্কর যবনরাহুস্পর্শে আমাদের হিন্দুসূর্য্য এককালে ম্রিয়মাণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে,—যে সময় ভারতের রাজশ্রী যবনাঙ্কশায়িনী হয়েন—যখন হিংসা, ঈর্ষা, মত্ততা প্রভৃতি বিকটাননা পিশাচীবৃন্দ মহানন্দে ভারত-উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই ভারত-লক্ষ্মী ও স্বর্ণভূমি ভারতের চূড়ামণি আর্য্যজাতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র গৌরবের কারণ আমাদের মাতৃভাষা—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণ সংস্কৃত ভাষা মৃতপতিকা কামিনীর মত দীনবেশ পরিধান ও হীনভাব ধারণ করিতে থাকেন। ইনি ক্রমশঃ ছিন্নলতিকার ন্যায় আদরবঞ্চিতা হইয়া দুরন্তযবনভয়েই যেন প্রস্থানোন্মুখী

হইলেন। পারসী ভাষা তখন সংস্কৃতের স্থলবর্ত্তিনী হয়। হিন্দুগণ রাজভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা বিদেশিনী পারসী ভাষাকেই সংস্কৃতের বিমল-আসন প্রদান করেন। দুর্দ্ধর্ষ যবন রাজের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, কাহার সাহস? এই সকল ভাব দর্শন করিয়া কাহার মনে বিশ্বাস ছিল যে, আমরা পুনরায় সংস্কৃতের দর্শন লাভ করিব? কে জানিত আমরা সেই যবনতাড়িত পবিত্র সংস্কৃত ভাষার মধুর—পীযূষপূরিত আস্বাদন পুনঃ উপভোগ করিতে সমর্থ হইব? কিন্তু কি আনন্দ ও সুখের বিষয়! এই প্রচণ্ড যবন-ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহের সময়েও আমাদের—হিন্দুদিগের মধ্য হইতে মাতৃভাষা সংস্কৃতের রক্ষণার্থ এক দল বীরপুরুষ নির্গত হইলেন। ইহারা বস্তুতঃ শারীরিক বলে তাদৃশ বলীয়ান ও বীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন না; মানসিকবলএকমাত্রউৎসাহই ইহাঁদিগের প্রকৃত বল এবং একতাই ইহাঁদিগের প্রধানতম অস্ত্রছিল। ইহাঁরা এই মাত্র সম্বল লইয়া নিরাশ্রিতা অনাথিনী সং-

স্কৃত ভাষার উদ্ধার সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বস্ব পর্ণ-কুটীরে আশ্রয় প্রদান করেন।

অনেকে উল্লিখিত উৎসাহশীল পুরুষদিগের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকিবেন। ফলতঃ ঈদৃশ উৎসাহবান ব্যক্তিদিগের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক ও অসাময়িক নহে। ইহাঁরা স্মৃতি, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি প্রধান২ শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ। আজ এই মহাত্মাদিগের সন্তানবৃন্দই "সার্ব্বভৌম" প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া সাধারণ্যে "পণ্ডিত" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষা তদবধি ইহাঁদিগের পর্ণকুটীরবাসিনী এবং ইহাঁদিগের যত্নে সংরক্ষিতা হইয়া অদ্য আমাদের এতাদৃশ সন্তোষ বর্দ্ধন করিতেছেন। বলিতে কি, একমাত্র এই দরিদ্র দ্বিজবৃন্দের উৎসাহ-বারি সিঞ্চনেই প্রায়বীতজীবনা সংস্কৃতভাষা সঞ্জীবিতা রহিয়াছেন। ইহাঁরা এই নিমিত্ত জনসমাজের বিলক্ষণ ধন্যবাদের পাত্র।

বিক্রমপুরে সার্ব্বভৌম, বিদ্যারত্ন, বিদ্যা-

বাগীশ, বিদ্যাভূষণ, শিরোরত্ন, শিরোমণি, শিরোভূষণ, ন্যায়পঞ্চানন, ন্যায়রত্ন, তর্কবাগীশ, তর্করত্ন, তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি সম্ভ্রমাত্মক উপাধি প্রাপ্ত প্রায় তিনশত পণ্ডিত আছেন। পণ্ডিতবৃন্দ সংস্কৃত ভাষার রক্ষণ জন্য এতাদৃশ মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন যে, শুনিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ফলতঃ তখন তাঁহাদের নিঃস্বার্থভাবপ্রনোদিত শিক্ষাপ্রদানানুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি হৃদয়ভাণ্ডার ভক্তিরসে পরিপূরিত হইয়া উঠে। পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রত্যেকের অধীনে এক একটি টোল (চতুষ্পাঠী) আছে। টোলে যেসকল দ্বিজতনয় শিক্ষা করিতে আইসেন, পণ্ডিতমহাশয়গণ তাহাদিগের আহারীয় প্রদান করেন ও নিজ গৃহে বাসস্থান দেন। বলিতেগেলে তাঁহারা ছাত্রদিগের (পড়ুয়াগণের) একপ্রকার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে সমাহূত হইয়া থাকেন। সভাতে ইহাঁরা তার্কিকতার একশেষ পরিচয় প্রদান করেন।

ইহাঁদের অন্তঃকরণে জিগীষাপিশাচীর এরূপ আধিপত্য যে, অনেকেই তর্ককালে পরস্পর 'পা ছাড়' ধরিবার উপক্রম করেন। শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই ইহার মূলীভূত কারণ।

সম্প্রতি বিক্রমপুরের স্থানে২ চতুষ্পাঠী ভিন্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইতেছে। গবর্ণমেন্ট ইংরেজীবঙ্গ বিদ্যালয়েরন্যায় কোন২ সংস্কৃতবিদ্যালয়েও যথারীতি সাহায্য দান করিতেছেন। সত্যবটে অধুনা এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কিন্তু এগুলি দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অনেক উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃতবিদ্যালয়ের যত বাহুল্য হইবে ততই উহার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত ভদ্রবংশজবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে যাদৃশ আদর ও যত্ন দেখা যাইতেছে—তাহারা

স্বস্ব শিক্ষার নিমিত্ত যেরূপ বদ্ধপরিকর ও মনোযোগবান হইতেছেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রিয় ভ্রাতা গ্রামীণ ও ইতর জনগণের উন্নতি ও শিক্ষার জন্য কিছুই প্রয়াস বিধান করিতেছেন না। আত্ম সুখেই যেন এককালেনিরত রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিবল প্রভৃতি দেশীয়দরিদ্রদিগের নিঃস্বতার প্রতি একটুকও কটাক্ষপাত করিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা স্বার্থপরতা ও নির্দ্দয়তার কার্য্য আর কি হইতে পারে? ন্যায়পরতা দেবী ইহাদিগের হৃদয়াসন এক কালে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিলেও বোধ হয় লেখনী অত্যুক্তি দোষেদূষিত হইবেনা। কৃত-বিদ্যগণ! আপনারা আর কতকাল স্ব২ উন্নতির নিমিত্ত ব্যাকুলিত থাকিবেন? কতকাল আত্মসুখে রত থাকিয়া দেশের—মাতৃ ভূমির অবনতি দর্শন করিবেন? আপনারা কি অবগত নন যে, আপনাদের উপর দেশের সর্ব্বাঙ্গীণমঙ্গল নির্ভর করিতেছে? বিদ্যা শিক্ষার ফল কি কেবল আপনারাই উপভোগ করিবেন? যে

বিদ্যা দ্বারা দেশের নিরীহপ্রকৃতি গ্রামীণ সাধারণের উপকার না হইল, তাহার উপভোগ করিয়া আপনাদিগের কি লাভ হইবে? বিদ্যাবলে আপনাদের হৃদয়াকাশ অজ্ঞানতিমির হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রাতৃদিগকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতারূপ ভয়ঙ্করী নিশাচরীবৃন্দ হইতে উন্মুক্ত করা কি আপনাদের নিকট উচিত বলিয়া অনুভূত হয় না? এই সাধারণকর্ত্তব্যবোধ কি এখনো আপনাদিগের চিত্তক্ষেত্রে নিহিত হয় নাই? মহাত্মাগণ! সময় গিয়াছে মনে করিবেন না। এখনো সময় আছে। আজি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে গমন করুন, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

দুর্ভাগিনী বিক্রমপুরের দিনদিন কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইতেছে! প্রতিনিয়ত শোকাশ্রু প্রবাহে ইহার বক্ষঃস্থল ভাসমান হইতেছে! ইহার ভাবী অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া হৃদয় ব্যথিত ও কম্পিত হইতেছে! আমরা যেমন ক্রমশঃ ইহার (বিক্রমপুরের) উন্নতি শশির সুবিমল মুখচ্ছবি দর্শনের প্রত্যা-

শা করিয়া আসিতেছি, কঠোরহৃদয় কৃতান্তরাজ তেমনই ভীষণাকার ধারণ সহকারে করাল মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক সেই উদয়-গিরি-আরোহণোন্মুখ উন্নতিশশিকে এককালে কবলস্থ করিতে বসিয়াছে; হতভাগিনী বিক্রমপুর ভূমির শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে কাতর হইয়াই যেন ইহার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিনাশ সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ইহার প্রতি দুরন্ত শমনের যাদৃশ প্রকোপ ও শাত্রবভাব লক্ষিত হইতেছে তাহাতে আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি জন্মিতেছে যে, হতশ্রী বিক্রমপুর কখনও পুরাকালীয় গৌরব লাভ করিতে পারিবে কি না সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। বিক্রমপুর সর্ব্ব-সুখহর যমদেবের আক্রমণ ও ভয়ঙ্কর অত্যাচারে প্রতিদিন যশোবিচ্যুত ও মলিনীকৃত হইতে থাকিবে এরূপ দৃষ্ট হইতেছে। ক্রমে ইনি উপযুক্ত প্রিয়সন্তানগণকে হারাইতেছেন। তেজোহীন পাণ্ডুভাব ধারণ করিতেছেন দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না শোকশঙ্কু বিদ্ধ হয়?

যাহাদিগের দ্বারা লোক বিশ্রুত আমা-

দের সংস্কৃত ভাষার সমধিক অঙ্গ সৌষ্ঠব পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল—যে সকল মহাত্মবৃন্দের প্রযত্নে ইনি (সংস্কৃতভাষা দেবী) উজ্জল বেশ ও মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিলেন, অচিরকাল বিগত হইল সেই সংস্কৃত ব্যবসায়ী বিক্রমপুরের কতিপয় সুপ্রধান পণ্ডিত-নক্ষত্র চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রায় অষ্টাধিক বর্ষ কাল অতীত হইল, বিক্রমপুরস্থ পণ্ডিতকুলচূড়ারত্ন কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম মহোদয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মরণে বিক্রমপুর যারপরনাই শোকপরিচ্ছদ ধারণ করেন। অত্রত্য আবাল বৃদ্ধ সকলেই ভাবী উন্নতির শিরে অশনিপাত হইল মনে করিয়া নিতান্ত ক্ষুভিত ও খিন্ন হৃদয় হয়েন; পণ্ডিতবৃন্দ তাদৃশ আকস্মিক বিপৎপাতে নিরতিশয় ব্যথিতচিত্ত ও একান্ত কাতর হইতে থাকেন। ফলতঃ সার্ব্বভৌম মহাশয় বিক্রমপুরস্থ অপর পণ্ডিত মণ্ডলীর আশ্রয় তরু স্বরূপ ছিলেন; ইনি ষোল আনী বিদায়ের অধিকারী ছিলেন। ই

হার যশঃ সৌরভ দিগ্দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠে। সুতরাং যমনিকেতনে ইহাঁর অকাল আতিথ্য স্বীকার সাধারণের বিশেষতঃ পণ্ডিত নিচয়ের নিতান্ত বিষাদ ও আক্ষেপের কারণ হইবে বিচিত্র কি?

কিন্তু ইহাঁর বিরহনিবন্ধন বিক্রমপুর যদিও ম্লান বেশ ধারণ করেন, তথাপি প্রোক্ত সার্ব্বভৌম মহাত্মার ন্যায় না হইলেও ইনি পণ্ডিতরত্নরাজি ভোগে এককালে বঞ্চিত হইয়াছিলেন না। অনন্তর চিত্রকরা নিবাসী গোলকচন্দ্র সার্ব্বভৌম, পয়সাগাঁর অলঙ্কার শ্রীযুত পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহোদয় দ্বয় প্রধানতম বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ও অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠেন। কিন্তু কালের কি নির্দ্দয় হৃদয়! কি বিদ্বেষপূর্ণ নয়ন! অল্প দিন হইল উল্লিখিত গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম, বজ্রযোগিনী নিবাসী আনন্দচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, পুড়াপুঁড়ার রত্নযুগল দীননাথ ন্যায় পঞ্চানন ও নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, এবং হোগলা (১)

(১) এই স্থান কার্ত্তিনাশা তরঙ্গিণীর দক্ষিণতটে অবস্থিত।

নিবাসী গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মহোদয় বৃন্দ জীবলীলা সংবরণ করিয়া অল্প লোকের হৃদয়ে শোকশেল প্রদান করেন নাই। ইহাঁদিগের এই রূপ অসাময়িক মৃত্যুতে সংস্কৃতের উন্নতিআশা ক্রমে আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে অপনীত হইতেছে, এইরূপ দৈবদুর্ব্বিপাক জনিত দুর্ঘটনার সমাচারবায়ু কোন্ মহাত্মার হৃদয় সাগরে না খেদ তরঙ্গের সঞ্চার করিয়া দেয়? পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহোদয় যদিও বিগতজীবন না হইয়া থাকুন, কিন্তু তাঁহার যেরূপ পীড়া উপস্থিত, তাহাতে বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছে ইনি অচিরেই শমনভবনে অতিথিসৎকার গ্রহণ করিবেন। হায়! ইহার মরণ হইলে বিক্রমপুর এককালে না হউক, অনেকাংশে যে হত ভাগিনী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই মহাত্মাও ষোল আনী বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংপ্রতি বিক্রমপুরে সম্পূর্ণ বিদায়াধিকারী অনেক পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা তাদৃশ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন না হ

ইলেও বিদ্যাবত্তা প্রকাশে এককালে কম নহেন। তর্কশক্তি সকলের সমান নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য সংশয় নাই। কেহ বিচার বিষয়ে বিলক্ষণ পটু, কেহ তাহা অপেক্ষা ন্যূন। মৃত মহাত্মা পণ্ডিতকুঞ্জর কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় তর্কশক্তির একশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, নবদ্বীপস্থ বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর কেহ কেহও তার্কিকতায় তাঁহার নিকট এক প্রকার পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী ও বিশারদ ছিলেন। তিনি তর্ককালে বীর পুরুষের ন্যায় উত্তর দান করিয়া প্রগল্‌ভতা সহকারে বলিতেন "নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস কর, কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম যাহা বলিলেন তাহা ঠিক ও অভ্রান্ত"। ফলতঃ তাহার তর্কে ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কা অতি অল্পই ছিল। কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম মহোদয়ের ছাত্রদিগের বিচার দর্শন করিলে তাহার অধ্যাপনা শক্তির ও ভূয়সী প্রশংসা করিতে

হয়। তাঁহার অধ্যাপনা নিয়ম যে অনল্প বিশদ ছিল তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনেক দিন অতীত হইল বিক্রমপুর অপর একটী পণ্ডিত রত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহাঁর নাম অভয়াচরণ চমৎকার। ইনি এত অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা লাভ করেন যে, শুনিলে যারপরনাই চমৎকৃত হইতে হয়। ইনি এই নিমিত্তই "চমৎকার" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই মহাত্মা অভয় চমৎকার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। চমৎকার মহাশয়ও বিচার কালে অতিশয় পটুতা সহকারে তর্কশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরি বক্তৃতায় সকলেই সন্তোষ লাভ করিতেন। সকলেই তাহা শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। তাঁহার টোলে ছাত্র সংখ্যার যে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল, এতদ্বারা তাহার লক্ষণ বেশ লক্ষিত হইতেছে। ই-

হার অবলম্বিত শিক্ষাপ্রদানপদ্ধতিও সন্তোষপ্রদ ও প্রশংসনীয় ছিল। অধুনাতন টোল সকলের শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ বিধান জন্য কতিপয় টোলে সদাশয় গবর্ণমেন্ট নিয়মিত সাহায্য দান করিতেছেন।

আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসা।

বিবিধ মণিপূর্ণ খণি যত খনন করাযায় ততই যেমন তাহা হইতে বহু মূল্য রত্নরাজি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ এই বিক্রমপুরের প্রাচীন মহাত্মবৃন্দের খ্যাতি ও যশোযোনি সংস্কৃত শাস্ত্ররূপ মহান্ আকার খনন করিতে করিতে অনল্পমঙ্গলকর আয়ুর্ব্বেদরত্ন আমাদের হস্তগত হইল। যদিও এই রত্ন আজি আমরা লাভ করিলাম, কিন্তু ইহা অনেক দিন হইতেই ইহার উজ্জ্বল আভা দ্বারা বিক্রমপুরকে আলোকিতা ও খ্যাতিশালিনী করিয়া আসিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ ও ইহার (বিক্রমপুরের) উন্নতির অন্যতর প্রধান কারণ। সত্য বটে পুরাকালের

ন্যায় অধুনা এখানে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের তাদৃশ আন্দোলন দৃষ্ট হয়না—সত্যবটে প্রাচীন সময়ে এতদপেক্ষা ইহার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুচক্ষে দর্শন করিলে আজিও ইহার মন্দআদর লক্ষিত হইতেছে না দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও অনেককানেক মহাত্মা এই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা বিষয়ে প্রচুর উৎসাহশীল ও একান্ত অনুরাগবান প্রতীয়মান হন। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের এক প্রধনতম অঙ্গ। নিদান প্রভৃতি মহত্তর শাস্ত্রনিচয় ইহার অন্তর্গত। এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে ব্যাকরণ শাস্ত্রে সমীচীন ব্যুৎপত্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সংস্কৃত সাহিত্য ও কলাপাদি ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিচক্ষণতা না জন্মিলে আয়ুর্ব্বেদের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করা অনেক কঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং সম্মানাত্মক প্রধান প্রধান উপাধি লাভে যে অনেক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে যত্নকরিতে হয় তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অত্রত্য চতু-

ষ্পাঠী সমূহের ছাত্রবৃন্দ (পড়ুয়াগণ) যেমন সাধারণতঃ নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন। এবং অন্যান্য অনেক স্থানীয় ছাত্রগণ যেমন এই বিক্রমপুরে আসিয়া বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে সেইরূপ উপাধি প্রাপ্ত হন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রপারদর্শী বৈদ্যদিগকে তাঁহাদের ন্যায় স্থানান্তর গমন করিতে হয় না এখানেই ইহাঁদেরনাম করণ হয়। বৈদ্য ভিন্ন আর কেহ এই খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। এখানে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার মন্দ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে না। ক্রমশঃই ইহার উন্নতি আমাদের নেত্রপথবর্ত্তিনী হইতেছে। ইহার আধুনিক ভাব দর্শন করিয়া নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছে যে, বিক্রমপুর অচিরকাল মধ্যেই আয়ুর্ব্বেদ আলোচনার নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ এক অতি বিখ্যাত স্থান হইয়া উঠিবে। কেবল দুইএক স্থানে নয় এখনো বিক্রমপুরের নানা স্থানে আয়ুর্ব্বেদের বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। এমন পল্লী অতিবিরল, যেখানে দুই একজন

আয়ুর্ব্বেদবিশারদ বাস না করেন। টোল সম্বল পণ্ডিত মহোদয়দিগের ন্যায় ইহঁার দিগের অধীনেও দুই চারিজন করিয়া ছাত্র প্রাঠ করেন।

সম্প্রতি ইহঁাদের মধ্যে সোনারঙ্গনিবাসী কালিদাস কবিরত্ন, পাটাভোগের কালীশঙ্কর কবিভূষণ, বেলতলীর কালীকুমার কবিভূষণ বটেশ্বর বাসী পীতাম্বর কবিরত্ন, মালিকদিয়াস্থ কালী প্রসাদ কলি সাগর, এবং সাওগাঁ পল্লীর গৌরী নাথ সেন প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ বিদ গণ প্রধান। ইহঁারা সাধারণের উপকার সম্পাদন সহকারে দেশ বিদেশে বিপুল প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। ইহারা সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। ইহাদের অনেকে কলিকাতা, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতিস্থানে বাস করিয়া স্বস্ব চিকিৎসা নৈপুন্য প্রদর্শন করিতেছেন। কোঁগড়পুরবাসী গঙ্গপ্রসাদ সেন মহাদয় কলিকাতা মহানগরীতে চিকিৎসা কার্য্যে নিরত থাকিয়া নিরতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। যদিও ইনি

কোন উপাধি প্রাপ্ত না হউন, তথাপি ইঁহার বিদ্যাবত্তা ন্যূন নহে। এই মহাত্মা অধীত শাস্ত্রের উন্নতি বিধানার্থ নিয়ত প্রয়াস পাইতেছেন। গঙ্গাপ্রসাদ বাবু আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার দেশহিতানুরাগ বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কালিদাস কবিরত্ন প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী মহোদয়বৃন্দ সঞ্জীবিত থাকিলে বিক্রমপুরের যশোভাণ্ডার নিয়ত পরিপূর্ণ থাকিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে আমাদের মাতৃভূমি বিক্রমপুর অপরাপর সমস্ত দেশের পরাজয় সম্পাদন করিয়াছেন। কালে ইঁহার সেই জয়শ্রী অপরাজিতরূপে বিরাজমানা থাকিয়া লোক লোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে এরূপ প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু বিক্রম পুর নিতান্ত হত ভাগিনী। ভয়ঙ্কর কাল যেন ইহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্দ্দয় নিষাদের ন্যায় ধীরে২

ইহার পশ্চাৎপশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিতেছে! ইহার করাল আক্রমণে প্রধান২ পণ্ডিত বৃন্দ ক্রমেঃ তিরোহিত হইতেছেন দেখিয়া আশা আর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না! আত্মা নীরসভাব ধারণ করিতেছে! কাল যে কেবল বিক্রমপুরের পরম শোভাকরী পণ্ডিতরত্নমালা হরণ করিয়াই পরিতৃপ্ত ও নিরস্ত রহিয়াছেন এমত নহে। বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবিদ মহাত্মা বৃন্দকেও গ্রাস করিতে বরিয়াছেন! কত মহোদয়কে ইহার মধ্যে স্বকীয় উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে! কালকবলিত কবিরত্ন প্রভৃতির স্মরণ হইলে শোকাবেগ সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। অধিক কাল বিগত হয় নাই বানরী নিবাসী রাজনারায়ণ কবিরত্ন. রাজপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ রামদুল্লভ সেন মহোদয় দ্বয় লোকান্তরিত হইয়া সাধারণকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কত স্থান হইতে কত মহাত্মা গগণস্থ উল্কা বৎস্খলিত ও অন্তর্হিত হইতেছেন তাহা কে বলিতে পারে?

এখানে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সমান্দোলন

ব্যতিরেকে অপরবিধ চিকিৎসাপ্রণালীর ও মন্দ উন্নতি লক্ষিত হয়না। ইহারও ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। কবিরাজগণ সাধারণ রোগোন্মূলনসময়েও অনল্পকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে কোন২ মহাত্মা জ্ঞান ও বিদ্যাবিষয়ে সরস্বতীর বরপুত্র এবং ভেষজ বিধানে আমাদের সেই "কবিরাজ খুড়োর" ন্যায় বিলক্ষণ নিপুণ। যাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন প্রায়ই তাহার পক্ষে একবারে কৃতান্তসহোদর হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু এরূপ চিকিৎসকের প্রভাব এখন আর কার্য্যকর বলিয়া প্রতীত হইতেছেনা। ইহাদের দলবল এখন অনেক ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। এখন কবিরাজবৃন্দ চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীনমত পরিবর্ত্তন ও নবপ্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্যতাও লাভ করিতেছেন। অনেকে আশ্চর্য্য২ কৌশল প্রদর্শন করিয়া ভয়ানক রোগের উপশম করিতেছেন। কোন২ শ্বেতকান্তি মহোদয় কবিরাজদিগকে বিদ্যাবিমূঢ় ও হতবুদ্ধি মনে

করিয়া ইহাদিগকে চিকিৎসা ব্যাপারে বিরত করিবার জন্য সাধারণ্যে মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা ইউরোপীয় আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীকে অমোঘ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বত্র তাহার প্রাধান্য স্থাপনার্থ নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত ব্যগ্র। এই শ্বেতকায় মহাপুরুষগণ যে এদেশজাতদিগের উন্নতি ও সৌভাগ্যকাতর তাহা তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্‌বিন্যাসে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। ইহারা স্বীয় অনভিজ্ঞতা স্বীকারে এককালে পরাঙ্মুখ। যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া দেখা যায় তাহাতে উল্লিখিত শুভ্রাঙ্গদিগের বাক্যগুলি শুদ্ধ অসূয়া ও হিংসা প্রণোদিত বলিয়া সংলক্ষিত হয়। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের মনে নিরীহ কবিরাজদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর শাত্রবভাব লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা আমরা মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিনা। আমাদের কবিরাজ বৃন্দের মধ্যে এমন অনেক মহাত্মা আছেন যে, তাহাদিগকে জ্ঞানবত্তা ও চিকিৎসাবিষয়ে ইউরোপীয়

চিকিৎসাবিধানজ্ঞ মহোদয়গণ এককালে পরাস্ত করিতে পারেন না। বলিতে কি, কোন কোন বিষয়ে তাহারা শ্রেষ্ঠতর রূপে দৃষ্ট হন, সুতরাং প্রোক্ত শ্বেতমুখদিগের মত যে নিতান্ত অবিশুদ্ধ ও ভ্রমশঙ্কুল তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীস্থ কবিরাজদিগের মধ্যেও অনেকে কার্য্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। দেশ মধ্যে তাঁহাদের মন্দ প্রতিপত্তি নহে।

কৃষিকার্য্য।

অনেকে মনে করেন—মনে করেন কেন বলিয়াও থাকেন যে, কৃষিকার্য্য কেবল ইতর শ্রেণীস্থ লোকেরই অবলম্বনীয়। উহাতে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই। বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ ফল ও উপকার কি? যেরূপ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে কোন মতে একমাত্র হল চালনা করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু যাহারা এরূপ অসার কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রমেও

একবার মনে স্থান দেন না যে. সেই হলচালনা কার্য্যইবা কি প্রকার প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়া উচিত। অধুনা যে রীতি অবলম্বন করিয়া কৃষকবৃন্দ হলচালনা, ক্ষেত্র নিড়ান প্রভৃতি কার্য্য কলাপ সম্পাদন করিতেছে তাহা যে সর্ব্বাঙ্গীণফলপ্রসবিনী নয় ইহা কখন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন কি না সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। আমাদের বিক্রমপুর বাসীদিগের মধ্যেও এরূপ বিশ্বাসাপন্ন মানুষের অসদ্ভাব নাই। হৃদয়ের অপ্রশস্ত ও সঙ্কুচিত ভাবই এতাদৃশ অনুচিত ও অশুভকর সংস্কারের উৎপত্তির মূল কারণ। কি ভদ্র. কি ইতর যদি সকলেই প্রকৃত উৎসাহ সহকারে সম ভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানের চেষ্টা ও প্রয়াস পাইতেন; আপামর সাধারণ সকলেই যদি একমত হইয়া দেশোন্নতির প্রধানতর উপায় কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতেন; কেহই যদি এখনকার মত পরপ্রত্যাশী হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভৃতি লাভের জন্য লালায়িত না হইত, তাহা হইলে আজি কি বিক্রম-

পুরের এতাদৃশী দুরবস্থা সঞ্জাত হইত? বিক্রমপুর কি ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত পরমুখপ্রেক্ষিণী হইয়া আমাদের—তাহার সন্তানদিগের এত খেদের সঞ্চার করিত? ইহার কি এই দীনভাব দর্শন করিতাম? যদি সকলেই স্বস্ব করে লাঙ্গল ও কোদাল ধারণ করিয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত তাহা হইলে স্বর্ণ ফলবতী বিক্রমপুরের এত অবিক স্থান কি অনাবাদ ও অরণ্যময় থাকিত? কখনই নহে। বিক্রমপুর তখন বিবিধ শস্যরত্নে বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। ইহার অধিবাসি বৃন্দের যথেষ্ট তৃপ্ত সম্পাদন করিয়া পরকীয় দেশ সমূহের জীবিকা নির্ব্বাহ বিষয়েও বিলক্ষণ সাহায্যদায়িনী হইয়া উঠিত।

হায়! এই ভাব যখন হৃদয়ে সমুদিত হয়, তখন অশ্রুজল বিসর্জন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারাযায় না। আমাদের ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া স্বয়ং কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন দূরে থাকুক, কিসে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি সম্পাদন করে, কিরূপ উপায়

অনুষ্ঠিত হইলে আশানুরূপ ফল লাভ হয়, কোন্ প্রকার শস্যের পর কোন্ প্রকার শস্যের বীজ বপন করিতে হয়, ইতর শ্রেণীস্থ কৃষিবলদিগকে এবংবিধ ভূমির উৎকর্ষ সংসাধিনী প্রণালীর শিক্ষা প্রদানেও তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র উৎসাহ ও প্রয়াস বিধান করিতেছেন না। ইহারা পরমুখাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিতে যেন একটুকও ক্লেশ ও লজ্জা বোধ করেন না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজি কালি বিক্রমপুরে কৃতবিদ্য ও সুশিক্ষিতের সংখ্যা অল্প নহে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে অনায়াসে এতাদৃশ মহদনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন। কিন্তু ওরূপ আশা করিয়া কি হইবে? বাঞ্ছিত কার্য্য দর্শনের দিন এখনও অনেক দূরবর্ত্তী রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হইতেছে। ইহাদের হৃদয়েও অশেষ অমঙ্গলকর অনুচিত মান বোধ লক্ষিত হইতেছে। এ বিষয়ে এই মহত্মগণও যেন দেশাচারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। এরূপ মান

বোধ ও কুৎসিত দেশাচারের দাসত্ব স্বীকার নব্য কৃতবিদ্য যুবকদিগের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন সমাজের আশঙ্কা করাও বিধেয় নয়। যদি তাহারা অলীক মান বোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রোক্তবিধ কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহাদেরই এক বিস্তীর্ণ সমাজ ও দেশ হস্তগত হইয়া উঠে। তবে যে দেশাচার তাহাদের নিকট এ বিষয়ে একান্ত অযৌক্তিক রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার সেই প্রকৃত মানহর দাসত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

সম্প্রতি বিক্রমপুরে যে সকল শস্য জাত (১) উৎপন্ন হইতেছে তাহা অত্রত্য লোকদিগের জীবিকানির্ব্বাহ বিষয়েও পর্য্যাপ্ত নহে। অধুনা যে প্রণালীতে কৃষকগণ কার্য্য

(১) "উদ্ভিজ্জ ও শস্য" মধ্যে যে সকল শস্যের বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহাই এখানকার কৃষিজাত শস্য বলিয়া এখানে আর তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করা গেলনা। কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের মুখ্যোদ্দেশ্য।

করিতেছে তাহাতে ভূমির উৎকর্ষ সম্পাদন ও শস্যোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

পক্ষান্তরে উহার হ্রাসই যেন দেখা যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা খেদের বিষয় আর কি আছে? কৃষিজীবিদিগের শিক্ষাভাবই ইহার একমাত্র প্রধান কারণ। মহান্ অনিষ্টকর এই শিক্ষাভাবের অপনয়নচেষ্টা পাওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? আমরা কি এই সময় মৃৎপিণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? আমাদের বিবেক কি এবিষয়ে সায় প্রদান করিবে? কখনই নহে। মাতৃভূমির সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল বিধান আমাদের একান্ত বিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মহাত্মগণ! দুঃখিনী বিক্রমপুরের প্রিয়সন্তানগণ! আপনারা [illegible]যোগী হউন। যাহাতে কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি [illegible] দেশের অভাব বিদূরিত হয় তাহার জন্য সত্বর প্রস্তুত ও অগ্রসর হউন। আপনারা সমবেত হইয়া পরস্পর সাহায্যদানে স্থানে২ এক২টী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করুন। তাহা

হইলে অনেকাংশে অভিলষিত বিষয় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

বিক্রমপুরের নদী (কীর্ত্তিনাশা) ও বিভাগ।

বিক্রমপুরের প্রধান নদী কীর্ত্তিনাশা। ইহার ন্যায় বেগবতী স্রোতস্বতী অতি অল্পেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কীর্ত্তিনাশার চিত্তচমৎকারিণী বিস্তীর্ণতা দর্শন করিলে হৃদয় বিস্মিত ও কম্পিত হয়। ইহার উৎপত্তির বিবরণ অল্প আশ্চর্য্যবহ নহে। অনেকে বলেন বিখ্যাতনামা রাজবল্লভের নিবাসভূমি রাজনগরের উত্তরাংশে অনতিদীর্ঘ একটী ক্ষুদ্র খাল ছিল। একদা রজনীযোগে সেই খালের জলপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া তথায় এক ভয়ানক খাত হইয়া পড়ে। কতিপয় মাসের মধ্যে উহা এতাদৃশী বিস্তারশালিনী ও তরঙ্গবতী হইয়া যুগপৎ তেত্রিশখান প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং অনেকগুলি জমীদারের কীর্ত্তিকলাপ বিলোপ করে বলিয়া ঐ

অংশের নাম 'কীর্ত্তিনাশা' হয়। কাহার বিশ্বাস, প্রায় শতবর্ষ অতীত হইল ব্রহ্মপুত্র নদের বেগ হ্রাস ও ক্রমে স্রোতোরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাতে ঝিনাই ও গঙ্গা প্রভৃতির বারিধারা পদ্মা দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে এবং বর্ত্তমান আইরলখাঁ নদী ঐ সকল প্রবাহ নিঃসারিত করিয়া দিতে না পারাতে জলরাশি প্রবলবেগ ধারণপূর্ব্বক বিক্রমপুরের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

কীর্ত্তিনাশার এক শাখানদী বহরের মধ্য দিয়া ভুজঙ্গাকারে গমন পূর্ব্বক সানিহাটী তেয়টিয়া, কোরহাটী, ব্রাহ্মণগাঁ প্রভৃতি গ্রাম নিচয়কে কাঞ্চীবৎ পরিবেষ্টন করিয়া সুশোভিত করিয়াছে। কীর্ত্তিনাশার জল সুরস, তৃপ্তিকর এবং স্বাস্থ্যজনক। ইহার ইলিসমৎস্য অতিশয় সুস্বাদু বলিয়া নানা স্থানে প্রেরিত ও বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই নদী বর্ষাকালে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নৌকারোহীদিগের অন্তঃকরণে মহান্ আতঙ্কের

উৎপাদন করিয়া দেয়। তখন ইহার স্রোতঃ অতিশয় প্রবল হয় এবং যখন পূর্ব্বদিগ হইতে নিরতিশয় ভীষণবাত্যাসহকারে ইহার গর্ভস্থ জলরাশি পর্ব্বত সমান উত্তাল তরঙ্গরূপ ধারণ করে, তখন কীর্ত্তিনাশা ও পদ্মা এমনি ভীমদর্শনা হয় যে, সেই সময় সমুদ্রগামী কোন কোন সুনিপুণনাবিকও কর্ণধারণে সাহসী হয়না। পদ্মাকে কখন কখন অপার বলিয়া ভ্রম হয়। শীত, গ্রীষ্ম, প্রভৃতি অপরাপর ঋতুতেও পদ্মার বেগ ও আকার অল্প ভয়াবহ লক্ষিত হয়না। তখন ও ঝড় সমুত্থিত হইলে নাবিকদিগকে হাতে প্রাণ রাখিয়া পাড়ী ধরিতে হয়। পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা ভিন্ন এখানে আর কয়েকটী নদী ও শাখানদী আছে। অপ্রয়োজনীয়তা বোধে তৎসমস্তের বিবরণ এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

ভয়ঙ্করী কীর্ত্তিনাশা বিক্রমপুরকে উত্তর, দক্ষিণ প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। দক্ষিণতটে রাজনগর, দেভোগ, বিলাসপুর, বকসীপুর, মোশুড়া, পারগ্রাম, বি

জারি, মহীসার, শিয়ালদহ, আটপাড়া প্রভৃতি পল্লীনিচয় এবং উত্তর পার্শ্বে বহর, রাজাবাড়ী, ধীপুর, বজ্রযোগিনী, টঙ্গীবাড়ী, বালিগাঁ, রাউৎভোগ, আইরল, জৈনসার, পশ্চিমপাড়া, শ্রীনগর, হাসাড়া, মাইজপাড়া, কনকসার, তেয়-টায়া, কালীপাড়া, ধোলঘর, কোরহাটী, ভাগ্যকুল, গানিহাটী প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। কীর্ত্তিনাশার যে শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া বালিগাঁ, সুবচনী, তালতলা প্রভৃতি স্থান দিয়া ধবলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে তাহা এই উত্তরভাগকে আবার পূর্ব্ব বিক্রমপুর ও পশ্চিম বিক্রমপুর এই দুই অংশে বিভক্ত করিতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ বিভাগ কখনই অসঙ্গত ও বিশৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান হয় না। প্রত্যেক ভাগেই এক একটী ষ্টেসন (থানা) স্থাপিত আছে। দক্ষিণ ভাগে মূলফৎগঞ্জ, পশ্চিমাংশে শ্রীনগর, ও পূর্ব্বভাগে রাজাবাড়ী ষ্টেসন বিক্রমপুরের শান্তিরক্ষণ ব্রতে ব্রতী রহিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিক্রমপুরে ন্যূনাধিক পাঁচশত ও দক্ষিণ বিক্রমপুরে (কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণতটে) তিনশত পল্লী হইবে।

এক একটি বিভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক গণ্ড গ্রাম সমূহের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে, বিক্রমপুর যাঁহাদের দ্বারা এতদূর বিখ্যাত, আমরা সেই কতিপয় প্রধান২ মহাত্মার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বল্লাল সেন।

রামপাল।—মেঘনা নদীর পশ্চিমপার্শ্বে রামপাল নামক স্থানে কৌলীন্যপ্রথাপ্রবর্ত্তক বৈদ্যবংশসম্ভূত বল্লালসেন রাজত্ব করিতেন। বনে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বল্লাল' হয়। বল্লালের পিতা বিজয়সেন।* ইহাঁর প্রতাপাদির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বল্লাল সেনের মহীয়সী শক্তি ও কীর্ত্তিকলাপের ভূরি২ চিহ্ন আজিও প্রকাশমান রহিয়াছে। এরূপ সপ্রমাণিত হ

* অনেকে বলেন ধীসেন বল্লালের পিতা ছিলেন। তিনি দিল্লীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

ইয়াছে যে, বল্লালসেন রাজত্বলাভের পূর্ব্বে রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েকটী প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেশীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণোপায় করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে স্বীয় জননীর নিকট বল্লালনরপতি এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে সম্বদ্ধ হয়েন যে, "তিনি (বল্লালমাতা) একাদিক্রমে অপ্রতিহত ভাবে যতদূর গমন করিতে পারিবেন বল্লাল সেন ততদূর ব্যাপিয়া এক দীর্ঘিকা পরিখাত করাইবেন। একবার দাঁড়াইলে আর গমন করিতে পারিবেন না।" প্রতিজ্ঞানুসারে বল্লালের জননী ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি দর্শনে নৃপবর বিবেচনা করিলেন, এরূপ হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা নিতান্ত দুর্ঘট হইবে। অতএব কোন কৌশলে একবার মাতার গতিরোধ করিতে পারিলেই হয়। অনন্তর রাজার পরামর্শানুসারে তদীয় অনুচর এক ব্যক্তি বলিল "ঠাকুরাণি! আপনার পাদদেশে যে শোণিত চিহ্ন দেখিতেছি? তচ্ছ্রবণে রাজমাতা সচকিতা হইয়া

দাঁড়াইলেন। সুতরাং বল্লাল মাতার গমনারম্ভ হইতে তাঁহার অবস্থিতি পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাত দীর্ঘিকা খনিত করিলেন। ঐ দীর্ঘিকা এরূপ দীর্ঘ যে প্রবাদ আছে তাহার এক পার্শ্ব হইতে দুন্দুভিধ্বনি করিলে অপর পার্শ্বস্থ লোকের তাহা শ্রবণগোচর হয়না। উল্লিখিত দীর্ঘিকাখনন সময়ে মজুরেরা যখন সায়ংকালে কোদাল ধুইয়া যাইত, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকে অন্য এক স্থানে 'এক কোদাল মাটী, কাটিত', ইহাতে এক সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা উৎপন্ন হয়, তাহা "কোদাল ধোয়া দীঘি" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এরূপ কিংবদন্তী যে, কোন জ্যোতির্ব্বিৎ আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আগত পণ্ডিত স্বার্থান্ধতা পরতন্ত্র হইয়াই হউক অথবা রাজাজ্ঞানুসারেই হউক, গণনা করিয়া স্থির করিলেন যে, মৎস্যের কণ্টক গলায় বাঁধিয়া রাজার দেহত্যাগ হইবে। এতৎ শ্রবণে বল্লাল সেন পণ্ডিতের নিকট আত্মরক্ষার উপায় (অপমৃত্যু নিবারণের পন্থা) জিজ্ঞাসা

করেন। জ্যোতির্ব্বেত্তা নিষ্কণ্টক বা কোমল মৎস্যভক্ষণের বিধান করিলেন। এই বিধানানুসারে নৃপতি প্রতি দিন পদ্মা হইতে অনায়াসে ভোজ্য কাচকি মৎস্য আনাইবার নিমিত্ত এক পথ প্রস্তুত করান। তদবধি ঐ পথ 'কাচকি দরজা' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। দরজা ফরিদপুরমুখে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হয়। আজিও স্থানে২ তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনেকের এই প্রকার বিশ্বাস আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসী রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে তাহার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সন্ন্যাসী দ্বারপালদিগকে বল্লালের দর্শন প্রার্থনা জানাইলে, তাহারা নৃপবল্লভ বল্লালের নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা তৎকালে নিদ্রাকর্ষণে বিমোহিত ও বিচেতনপ্রায় ছিলেন। দ্বাররক্ষক ঐ কথা সন্ন্যাসীকে জানাইল। কিন্তু সন্ন্যাসী 'রাজাকে আশীর্ব্বাদ দিব' বলিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শনলাভ প্রার্থনা করিলেন। বারংবার এইরূপ প্রার্থনা করাতে রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দ্বারপাল! তুমি যাইয়া সন্ন্যাসীকে বল, আমি এখন তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহি। ইচ্ছা হয় তিনি তাহা কোথাও রাখিয়া যাউন। সন্ন্যাসী তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী অলানোপরি আশীর্ব্বাদ রাখিয়া গেলেন। আলানটী গজারি বৃক্ষের ছিল। তদবধি আশীর্ব্বাদ পাইয়া কর্ত্তিত গজারিবৃক্ষ শাখাপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। উহা এখনও জীবিত আছে। এটী কৌতুকাবহ ব্যাপার সন্দেহ নাই।

মহামতি বল্লাল সেন ঢাকা উর্দ্দুর বায়ুকোনস্থ অল্পাভর বনাকীর্ণ আবর্জনাসম্পূরিত স্থানকে বাসোপযোগী করিয়া তথায় ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহার সম্মুখভাগে এক অনল্পপরিসর পুষ্করিণী খনন করান। এবং তাঁহার আদেশানুসারেই ঢাকেশ্বরী সেবার জন্য কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতে থাকেন।

মনুজনাথ বল্লাল সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াও বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুবিষয়ে এক আশ্চর্য্য কিংবদন্তী আছে। অনেকে বলেন মুসলমানদিগের প্রতি রাজার পূর্ব্বাবধি আন্তরিক কিছু ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল (১)। একদা বাওআদম নামক কোন যবন শূর স্বজাতির অবমাননায় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রস্তরনির্ম্মিতমুদ্গর হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বল্লালের বহির্ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাওআদমের ফকিরী ব্যবসায় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মে নিতান্ত অনুরাগ ছিল। সে রাজার অনুচরদিগকে মহা আস্ফালন সহকারে বলিল "কোথায় তোদের বল্লাল রাজা? সে বহুকাল হইতে মুসলমান জাতির প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। এই ফকীর বাওআদম

(১) বল্লালের কার্য্য প্রণালী দর্শন করিলে এ কথা অমূলক ও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি সহৃদয়তা ও দয়ার অনল্প পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তাহারই প্রতিশোধ করিবার জন্য আজি উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমারই ফকিরালী যায়, কি তাহাকেই বল্লালিত্ব হারাইতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই। প্রতিহারিগণ শশব্যস্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ প্রদান করিল। বল্লাল তচ্ছ্রবণে বিস্মিতচিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন "আমি নিয়ত প্রজা মণ্ডলীর হিতসাধনে ব্যস্ত থাকি; কেহ কখনো মনোবেদনা না পায় আমি এই নিমিত্ত প্রকৃতিপুঞ্জের মুখাপেক্ষী। বিচারবিষয়েও আমার জ্ঞানসত্ত্বে কাহার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করি নাই। অথবা দ্বারপালেরা যে আমার সহিত, ভয় দেখাইবার জন্য, প্রতারণা করিবে তাহাও মনে করিতে পারিনা। এখন নিশ্চয়ই জানিলাম, বিধি আমার প্রতি আর অনুকূল নহেন। আজি বুঝি রাজশ্রী বল্লালকে পরিত্যাগ করিয়া যবনাঙ্কগতা হইবেন।"

এই রূপ চিন্তার পর মহানুভব ভূপতি পুত্রকলত্রদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন "অদ্য আমাকে আগন্তুক এক যবনের সমরে

প্রবেশ করিতে হইবে। রাজ্যরক্ষা রাজার প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিলে কাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র আমার অপযশঃ ঘোষণা হইবে। আমি কোন অনুচর সঙ্গে নিবনা, কারণ উপস্থিত যবন একাকী। সুতরাং আমিও একাকী যাইব। আমি তোমাদের সমক্ষে এই কপোতটীকে অঙ্গ বস্ত্র মধ্যে করিয়া নিতেছি। যদি জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে পুরীতে প্রবিষ্ট দেখিতে পাইবে; পরাভূত হইলে মুসলমানদিগের আধিপত্য হইবে। তখন তোমাদের জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র বলিতে হইবে। তোমরা এখন হইতেই এক "অগ্নিকুণ্ড" প্রস্তুত করিয়া রাখ। যখন দেখিবে এই কপোত উড়িয়া আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মনে করিবে, আমি নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছি। সেই সময়ে তোমরা অপেক্ষা না করিয়া কুণ্ড মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক হিন্দুবংশের গৌরব বর্দ্ধন ও আপনাদের কীর্ত্তিপতাকা স্থাপন করিবে।"

এই বলিয়া বল্লালসেন অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে বাওআদমের সমরে যাত্রা করিলেন। রাজবাটীর অনতিদূরে এক বিস্তৃত উদ্যানে সেই যুদ্ধ হয়। প্রত্যুষসময়ে যুদ্ধারম্ভ হইল। হিন্দু ও যবন উভয়েই মহাবীর্য্য সম্পন্ন ও প্রচুর সাহসী। সংগ্রাম চলিতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী কোন পক্ষাবলম্বিনী হইবেন তাহার স্থিরতা রহিল না। আবাল্য বৃদ্ধ সকলেই বল্লালের প্রজাবৎসলতাগুণে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহারই বিজয়প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই সময়ে সর্ব্বলোকপ্রকাশকমরীচিমালী মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন। অবশেষে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের কালে ফকীর সাহেব রণশায়ী হইলেন। তখন সকলে চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, (১)। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! নৃপচূড়ামণি বল্লালসেন রণশ্রমে পিপাসাতুর হইয়া জলপান করি

(১) ইহাতে বোধ হয় একমাত্র বাওআদমই বল্লালের অরি ছিল। অন্য মুসলমানেরা তাহার সহিত যোগ দেয় নাই।

তেছেন, ইত্যবসরে হঠাৎ কপোতটী মুক্তবন্ধ হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইল। তখন রাজা ব্যস্ত সমস্ত ও হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই কপোত দর্শন করিয়া আত্মীয়েরা অগ্নি-প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বল্লাল পরিজনশোকে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জলন্ত অনলে জীবনাহুতি দিলেন। তাঁহার (বল্লালের) যে শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল, এই তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি আপনার ঐশ্বর্য্যকে তাদৃশ গৌরবের কারণ মনে করিতেন না।

নওপাড়ার চৌধুরী।

নওপাড়া।—অত্রত্য চৌধুরিগণ নিরতিশয় প্রতাপসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। বিখ্যাত রঘুনন্দন দাস এই চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। অনেকে বলেন রাজবল্লভ অপেক্ষা ইহাঁদের জনবল ও সাহসিকতা অধিক ছিল। যাহা হউক ইহাঁরা সাধারণতঃ লোকের প্রতি

অনেক অত্যাচার ও তাহাদের মানহরণ ও অপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কৃত কার্য্যকলাপের বিষয় শ্রবণ ও স্মরণ করিলে অনায়াসেই তৎসমস্তের প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত হইবে। যখন আরাকানে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন কতিপয় রণপোতারোহণে কয়েকদল পশ্চিমাঞ্চলীয় সিপাহী আরাকানাভিমুখে গমন করে। পথিমধ্যে নওপাড়ার নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের আহারের সময় হয়। নওপাড়ার চৌধুরীদিগের অনেক কদলীবাগান ছিল। সিপাইগণ কদলীপত্রে বাসনের কার্য্য সম্পাদন করিত। সুতরাং উহার আবশ্যক হওয়াতে তাহারা তীরে নামিয়া বাগানে প্রবেশ করে। প্রবেশকালে চৌধুরীগণের লোকেরা তাহাদিগকে অনেক প্রকার নিষেধ বাক্য বলে। কিন্তু রণকুশল সিপাইবৃন্দ তাহাদের কথায় ভীত না হইয়া অশঙ্কিতচিত্তে পাত কাটিতে থাকে। দ্বারপালগণ চৌধুরীদিগকে এবিষয় জ্ঞাপন করিলে

তাঁহারা তাহাদিগকে (সিপাইদিগকে) প্রহার ও তাহাদের যানসমূহ নদীগর্ভে নিমগ্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে চৌধুরীবৃন্দের সেনাগণ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সিপাইদিগের অনেককে হত ও অনেককে আহত করে। তাহাদিগের পোতাবলী জলমগ্ন করিয়া তাহাদিগকে যারপর নাই দুরবস্থ করিয়া দেয়।

এই সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে তাঁহারা চারিজন প্রধান দারোগার উপর এ বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার দেন। দারোগাগণ নওপাড়া উপনীত হইবা মাত্র তাঁহাদের তিন জনকে চৌধুরীবৃন্দ নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বন্দী করিয়া রাখেন। অবশিষ্ট ব্যক্তি অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গবর্ণমেন্টের গোচর করেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে এরূপ অত্যাচারিত মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা, যাহাতে সমূলে চৌধুরিগণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আদেশ করিলেন। চৌধু

রিদিগের গৃহ তোপ দ্বারা জ্বালিয়া দেওয়ার অনুমতি হয়। অনন্তর গবর্ণমেন্ট প্রেরিত সৈন্যবৃন্দ তোপাগ্নিতে চৌধুরীদিগের বাটী ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। যে চৌধুরীগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপবলে দাঙ্গা হাঙ্গামাদি করিয়া সকলের মনে মহান্ আতঙ্কের উৎপাদন করেন—যাঁহাদের ভয়ে নদীমার্গ দিয়া বহুমূল্যদ্রব্যপূর্ণ নৌকাশ্রেণীর গমন অসাধ্য হইত—যাঁহারা দেখিবামাত্র সুন্দরী কামিনীদিগকে বলপূর্ব্বক গৃহে লইয়া আসিতেন—সহজ কথায় যাঁহারা অত্যাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক মান মদে মত্ত হইয়া ছিলেন, সেই বহুপ্রতাপ সম্পন্ন নওপাড়ার চৌধুরিগণ এইরূপে একটী সামান্য ঘটনায় একবারে বিপন্ন ও উৎসন্ন হইয়া যান।

চৌধুরীবৃন্দ আর একটী কার্য্য করিয়া সর্ব্বত্র অযশঃ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হন যে এক রাত্রিতেই সার্দ্ধ সপ্তশত নফর করিতে হইবে। এই অনিষ্টকরী প্রতিজ্ঞার ভাবে পরিচালিত হইয়া চৌধুরিগণ

দেশ মধ্যে ও চতুর্দ্দিগে লোক প্রেরণ পূর্ব্বক ভদ্রলোক সমূহ আনয়ন করিয়া নফর খত লইতে লাগিলেন। এইরূপে ছোট কায়স্থের মধ্যে সাতশত ঊনপঞ্চাশৎ ঘর নফর করিলেন। আর একঘর অবশিষ্ট থাকে। তখন ভাবিলেন "নিজ বংশজ বৈদ্যগণের মধ্যে করিবনা। কায়স্থও (ছোট ভদ্রগোচের) পাওয়া যায়না। অতএব একঘর ব্রাহ্মণকেই নফর শ্রেণীস্থ করা যাউক।" তদনুসারে বলপূর্ব্বক একঘর ব্রাহ্মণ তাঁহারা নফর করেন। কি অত্যাচার! কি অত্যাচার!!!

মহা তরঙ্গবতী কীর্ত্তিনাশা এখন নওপাড়ার অস্থি পঞ্জর পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়াছে। উহার কিছুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হয় না।

চাঁদরায় ও কেদাররায়।

ফুলবাড়িয়া—স্রোতস্বিনী কীর্ত্তিনাশা তরুণাবস্থায় যে ত্রিশখান পল্লীকে উদরসাৎ করিয়া স্বীয় নামের গৌরব ও সার্থকতা সম্পাদন করেন; চাঁদরায় ও তৎপুত্র কেদাররায় না-

মক বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বয় তৎসমুদায়ের অন্যতম গ্রাম ফুলবাড়িয়ানিবাসী ছিলেন। তাঁহারা প্রভূত পরাক্রমশালী ও বদান্য ছিলেন। তাঁহাদের এরূপ প্রতিপত্তি ছিল যে আজিও আশিশু সকলের মুখে ক্ষমতার পরিচয় প্রদান সময়ে তাঁহাদের নাম শ্রুত হয়। রায়দিগের বিভব ও অনল্প ছিল। ইহাঁদিগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী আছে।

এমত কথিত আছে যে, চাঁদরায় পিতৃব্যপুত্রগণ, কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে অত্যাচারিত হইয়া পরিশেষে জমিদারি লাভে এককালে বঞ্চিত হন। অনন্তর চাঁদরায় নিজ জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া তাহার বিসর্জ্জন মানস করিয়া ভগবতীর আরাধনা ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। দেবীর প্রতি চাঁদরায়ের অকৃত্রিম ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। ভক্তবৎসলা দেবী চাঁদরায়ের স্তুতিতে নিতান্ত প্রীতা হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হন। স্কন্দজননী তাঁহার জীবন পরিত্যাগের কারণ অবগত হইয়া এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। "বৎস! তুমি

জীবিতাশা পরিত্যাগ করিওনা। যদিও তোমাকে অত্যন্ত হীনবল দেখিতেছি। কিন্তু এখন হইতে তোমার দলবল প্রবল হইবেই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডগিরি তোমার ইষ্টদেবতা। যাও, তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে থাক। তোমার মনোরথ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে” এই বলিয়া জগদম্বিকা অন্তর্হিতা হইলেন। চাঁদরায় তদবধি ইষ্টদেবতার নিকট পরামর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে যে প্রজামণ্ডলীর একজনমাত্রও তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী ছিল না, এখন ক্রমে তাহাদের সকলেই চাঁদরায়ের দলস্থ ও বশীভূত হইল। মহাবল চাঁদরায় এইরূপ প্রোৎসাহিত হইয়া দায়াদবৃন্দের পরাজয় সম্পাদন করেন। অনন্তর সমস্ত জমীদারী ইহাঁর হস্তগত হয়। সূচ্যগ্র ভূমিও তাঁহার পিতৃব্য পুত্রদিগের অধিকারে রহিলনা। অনেকের মত, চাঁদরায় অতি প্রাচীনকালের বিখ্যাত “বারভুঁইয়ার” (ভৌমিক) এক ভুঁইয়া বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। একথা একেকালে অলীক ও ভ্রমাত্মক বোধ হয়না।

চাঁদরায়ের পুত্র কেদার রায়ও একজন অসামান্য লোক ছিলেন। ইহাঁদের বাসভবন নিরতিশয় প্রশস্ত ছিল। ইহাঁরা কার্ত্তিকপুরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এক বাটী নির্ম্মাণ করান। উহাও অল্প পরিসর নহে। উহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকার এত অধিক স্থান বেষ্টন করিয়াছিল যে অধুনা তাহার গর্ভস্থ ভূমিতে প্রায় ৪৫০ টাকা স্থিত হইয়াছে। ইহাতে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, কতটি লোক উহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ বাটী “কেদার বাটী” শব্দে বিখ্যাত। কেদাররায় কীর্ত্তিনাশার উত্তরতটে রাজাবাড়ী নামক স্থানে অন্য এক বাটী নির্ম্মাণের মানস করেন। প্রথমতঃ তথায় আসিয়া এক অনল্প উচ্চ মঠ দেওয়ান। এরূপ উক্ত আছে যে, মঠ নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে কেদাররায় স্থপতিকে জিজ্ঞাসা করেন, এই মঠ আরো উচ্চ হইতে পারে কিনা? স্থপতি বলিল “টাকা ব্যয় করিলে কেননা হইবে?” কেদাররায়, মঠ এতদপেক্ষা উচ্চ হইলনা কেন? ইহাতে রাগান্বিত হইয়া

তাহার (স্থপতির) প্রাণবধের আজ্ঞা দেন। কোন প্রকারেই ঐ আজ্ঞার রোধ করা গেলনা। অবশেষে স্থপতি বোধ হয় অপমরণে গ্লানি জ্ঞান করিয়াই, বলিল "মহারাজ! মঠোপরি আমার কাজের কিছু বাকী আছে। আমি তাহা পূরণ করিয়া আসি; পরে আমার প্রাণ বধ হউক।" কেদাররায় তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর স্থপতি উত্থিত হইয়া যেমন মঠের স্বর্ণচূড়া ধরিল, অমনি তৎসহ ভূতলে নিপতিত হইয়া গতাসু হইল। এই ভগ্নচূড় মঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই প্রকার উপন্যাস আছে যে, একদা অর্চ্চনার্থ কালী দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা তাঁহাদের বাটীতে আনীত হয়। পুরোহিত প্রবর তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে২ তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হন। আগত হইবামাত্র রায়গণ বলিলেন, "কি পুরোহিত ঠাকুর! আপনি যে পান চিবাইতেছেন? আপনাকে ত পূজা করিতে হইবে। উপবাসী থাকিতে হয় নিয়ম আছে। আপনি বেশ উপবাসী রহিয়াছেন।

আপনারাই শাস্ত্র করেন, আবার মহাশয়েরাই তাহার মাথা খাচ্চেন," পুরোহিত তচ্ছ্রবণে অভিমানান্ধ হইয়া বলিলেন, আচ্ছা! আমি দেখিব, কালী কেমন ভোক্তার হস্তে পূজোপহার গ্রহণ না করেন। আমার কিছু ক্ষমতা নাই, আজি তোমাদিগকে তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। অনন্তর পূজার উপবেশন কালীন ঋত্বিকবর স্বকীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবার আশয়ে হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা যেমন কালীর জানুদেশে বিদ্ধ করিয়া দিলেন অমনি, সত্য সত্যই, সেই স্থান দিয়া অবিরল শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে, সমাগতলোকবৃন্দ যারপর নাই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় রহিলেন। সকলেই পুরোহিতকে অলৌকিক গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে মহা সমারোহে পূজার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইল।

অপর এক দিবস সেই পুরোহিত মহাশয়ই কোন আপণ হইতে পানালয়ে সুরা

ক্রয় করিলেন, সঙ্গে অর্থ ছিলনা। তিনি বিক্রেতাকে বলিলেন, আমি মদীয় যজমান চাঁদরায় ও কেদাররায়ের বাটী হইতে তোমার প্রাপ্য লইয়া আসিতেছি। তখন দিনমণি প্রায় মস্তকোপরি আরোহণোন্মুখ হইয়াছিলেন। দ্বিজ বলিলেন, "হে ব্যবসায়িন্‌! আমি বলিতেছি যে, সূর্য্যদেব এখন যে স্থানে অবস্থিত আছেন। এই স্থান হইতে স্থানান্তর হইতে না হইতেই আমি তোমাকে মূল্য আনিয়া দিব।" বিপণি স্বামী তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, কোথায় গেলেন স্থিরতা রহিলনা। সুরাপায়ী এক প্রকার উন্মত্ত সন্দেহ নাই। কতক্ষণ যায় দ্বিজ সত্তম আর প্রত্যাবৃত্ত হন না। সুরাবিক্রয়ী ব্যস্তসমস্ত হইয়া রায় নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। চাঁদরায় কেদাররায় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভাল আমরাই তোমার প্রাপ্য দিব," শৌণ্ডিক প্রত্যাবৃত্ত হইলে ঐ পুরোহিত বহুবিলম্বে আসিয়া তাহাকে সুরার মূল্য প্রদান করিলেন। কিন্তু

কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণ আসিবা মাত্রই সূর্য্যদেব পূর্ব্ব নিরূপিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে প্রস্থান করিলেন। রজনী তখন দেড় প্রহর প্রায় হইয়া উঠিল; নক্ষত্র জগৎ সুপ্রকাশিত করিয়া নভোদেশ পরিশোভিত করিল; চন্দ্র শান্তিপ্রদ কিরণাবলী বিস্তার পূর্ব্বক জনগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। আমরা পাঠ করিয়াছি, বীরেন্দ্র পবনতনয় লক্ষ্মণকে শক্তিশেল হইতে রক্ষা করিবার জন্য গন্ধমাদন গিরি হইতে ঔষধ আনয়ন কালে ভানুদেবের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন স্থলে তাঁহাকে স্বকক্ষস্থ করিয়াছিলেন, এবং কার্য্য সিদ্ধ্যনন্তর রবিকে কক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া দিলে রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর হইয়াছিল। সর্ব্বতোভাবে এ কার্য্যটী ঠিক তদনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যুত অঞ্জনাকুমার অপেক্ষা উল্লিখিত দ্বিজের অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ প্রস্তাবটী যারপর নাই কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই।

রাজা রাজবল্লভ।

রাজনগর—বৌলাসরে, শুকসার, চাপের বাড়ী, নারিকেলতা, আঁকসাইল, খিলগাঁও, করারগাঁও, পশ্চিমপাড়া, পশাইল, শিবেরদীঘীর পাড়, খারচাকা, গয়ঘর প্রভৃতি পল্লী রাজনগরের অন্তর্নিবিষ্ট। এই স্থানে সুবিখ্যাত রাজা রাজবল্লভ প্রভূত পরাক্রম সহকারে বাস করিতেন। মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার। ইনি তত বড় প্রতাপসম্পন্ন ছিলেন না। মজুমদার মহাশয় কাননগুইর সেরেস্তার মোহরের ছিলেন। মালখানগরের বসু বিশেষ তখন কাননগুই বলিয়া পরিচিত হন। রাজবল্লভ অতিশয় প্রিয়দর্শন ছিলেন (১) ইনি প্রথমতঃ মুর্শীদাবাদস্থ

প্রসিদ্ধ ধনী জগৎশেঠের কার্য্যালয়ে অল্প বেতনে এক জন সামান্য মোহরের ছিলেন। প্রবাদ আছে একদা নবাব পরিভ্রমণ কালে জগৎশেঠের কার্য্যালয়ের পার্শ্বদেশ দিয়া যাইতেছিলেন। রাজবল্লভ তখন সেই গৃহে নিদ্রিত থাকেন। নবাব গমন কালে তাহার প্রতি

(১) ইহাঁর জন্ম বিষয়ে একটী কৌতুকাবহ কথা আছে। রাজবল্লভের জননী যখন গর্ব্ভবতী ছিলেন, তখন একদা তিনি নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দর্শন করিয়া স্বামীর নিকট বলিলেন যে হে স্বামিন্! আমি দেখিলাম যেন আমার গর্ব্ভে একটী চন্দ্র প্রবেশ করিল। কৃষ্ণজীবনপত্নীর এই বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। তাহার প্রণয়িনী পতিকে ঈদৃশ ভাবাপন্ন দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্মিতা ও একান্ত চমৎকৃতা হইলেন। এবং প্রোক্ত আঘাতে মহতী যাতনা অনুভব করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রজনী প্রভাত হইলে তিনি স্বামিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কৃষ্ণজীবন বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি তোমাকে ক্লেশ প্রদান উদ্দেশ্যে চপেটাঘাত করিয়াছি এরূপ মনে করিও না। শাস্ত্রে উক্ত আছে তাদৃশ স্বপ্ন দর্শন করিয়া আর নিদ্রা যাইবে না, প্রভাত পর্য্যন্ত জাগরিত থাকিবে। তুমি রোদন করিয়া রজনী যাপন করিবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে ঐরূপ আঘাত দি। তাহার স্ত্রী ইহা শ্রবণ করিয়া আপনাকে নিরতিশয় শ্লাঘনীয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই গর্ব্ভেই বিখ্যাতনামা রাজবল্লভ জন্ম গ্রহণ করেন।

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার পদতলে পদ্ম চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। নবাব গৃহে যাইয়া রাজবল্লভকে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন। শেঠগণ "প্রোক্ত আদেশে নবাব ভ্রমণ কালীন তাহাদের মোহরেরকে নিদ্রিত দেখিয়াছেন। অতএব ইহার প্রাণ বধ করিবেন" এই স্থির করিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। রাজবল্লভ নবাবের আদেশে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার প্রতি পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, জগৎশেঠ তোমাকে যত বেতন দেন, তদ্ব্যতিরেকে আমি তোমাকে মাসিক পচিশ টাকা করিয়া বেতন দিব। নবাবের সমক্ষস্থ সকল লোক তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া নবাবকে ধন্যবাদ ও রাজবল্লভকে প্রশংসা করিতে লাগিল। নবাব আরো রাজবল্লভের অধ্যয়ন জন্য তাঁহার বাটিস্থ মুনসীকে আদেশ দেন। তদনুসারে রাজবল্লভ তথায় শিক্ষানিরত হইয়া মনোযোগ সহকারে অল্প দিন মধ্যেই পারসীভাষায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইয়া উঠেন।

এই রূপে ক্রমে তাঁহার উন্নতি ও লক্ষিত হইতে থাকে। অনন্তর প্রায় ১৭২৯ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার বৃদ্ধ নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁ আপনার আত্মীয় পুত্র মুরাদ আলীকে যখন ঢাকা প্রদেশের ডিপুটী গবর্ণর করিয়া প্রেরণ করেন; তখন রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার হইয়া আইসেন। ইহরা উভয়েই প্রজাপীড়ন করিয়া রাজ্যশাসন ও ধনোপার্জন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে যশোবন্ত সিংহ ঢাকায় সরফরাজ খাঁর ডিপুটী নায়েব নাজিম ঘালিব আলীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি মুরাদ ও রাজবল্লভের তাদৃশ দৌরাত্ম্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া স্বপদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁহাদের দুর্ব্ব্যবহার এতাদৃশ প্রবল হয় যে, তাহাতে সমস্ত দেশ যার পরনাই বিপন্ন ও দুরবস্থ হইয়া উঠে। ভাটীঅঞ্চলস্থ বোজেরগোমেদপুর লইয়া রাজবল্লভের জমিদারীর সূত্রপাত হয়। পরে তিনি সম্বৃদ্ধির সঙ্গেং তাঁহার ভূসম্পত্তির ও

বৃদ্ধি করিয়া অসামান্য রাজত্বসুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল। অনেক ইতিহাসে রাজবল্লভের নাম অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। একদা সমস্ত প্রদেশের রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে আশ্রিতা এবং বহুকাল অচলা ছিলেন। আজিও আবাল বৃদ্ধ সকলে রাজনগরের রাজাদিগের নামোল্লেখ ও তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিক্রমপুরস্থ জমিদার ও তালুকদারদিগের গৃহে এখনো তৎসাময়িক দলিল দস্তাবেজাদি চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আমরা রাজবল্লভের ন্যায় প্রতাপশালী ও কীর্ত্তিমান ভূপতি অতি অল্পেই দর্শন করিয়া থাকি। রাজাধিরাজ রাজবল্লভের যশোরাশির অনেক নিদর্শন আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া কালের করাল হরণ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদর্শন করিতেছে।

নৃপতির বহির্ব্বাটীস্থ সিংহ দ্বারোপরি উত্তুঙ্গচূড়াসম্বলিত একবিংশতি রত্ন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সিংহদ্বার ধনুর আকারে ইষ্টক নির্ম্মিত। অনেকে ঐ রত্ন রাশি গণনা কালে ভ্রমপ্রমাদে নিপতিত হইয়াছেন। সচরাচর সাধারণ লোকে উহাকে "একুশ রত্ন" শব্দে অভিহিত করে। রত্নরাজি প্রোক্তাবস্থায় বিরাজমান থাকিয়া নানা দেশীয় ভ্রমণকারী ও দর্শক বৃন্দের মনোনেত্র আশ্চর্য্য রসে পরিপ্লুত করিতেছে। কিয়দ্দূরে ইষ্টকগঠিত একটী দোলমঞ্চ সংস্থাপিত রহিয়াছে দোলমঞ্চ এরূপ উচ্চ যে, তাহার চূড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বকীয় নেত্রের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। দোলটী সপ্তদশ রত্নে মণ্ডিত ও সুশোভিত। মূলপ্রদেশে চতুষ্কোণে চারিটী, তদনন্তর দোলমঞ্চের প্রথম স্তম্ভের (যাহাকে সচরাচর "থাক" কহে] চারি কোণে চারিটী তৎপর মধ্য স্তম্ভে চারিটী, তদূর্দ্ধ স্তম্ভদেশে অপর চারিটী রত্ন এবং চূড়ার উপর অবশিষ্ট রত্নটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রত্নাবলী ক্রমান্বয়ে উচ্চ। এই দোলের সর্ব্বোচ্চ শিখরোপরি উত্থিত হইয়া অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে

পথবর্ত্তী গমনশীল লোকদিগকে ক্ষুদ্র বিড়াল অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না, এবং ঈদৃশী তরঙ্গময়ী সুবিস্তৃতা পদ্মাকেও এক খানি ক্ষুদ্রপরিসর ধৌত উত্তরীয়বসনবৎ ভ্রম হয়। বস্তুতঃ একুশরত্ন হইতে সপ্তদশ রত্ন যে অপেক্ষাকৃত সমধিক আশ্চর্য্যদর্শন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দোলমঞ্চোপরি একাদিক্রমে সোপানপংক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে দুই তিনবার বিশ্রাম করিতে হয়। প্রতি বৎসর এই ইষ্টক বিনির্ম্মিত দোলমঞ্চেই মহারাজ রাজবল্লভ মহাসমারোহে উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। উৎসব সময়ে ঋত্বিগ্‌গণ বোঝায় বোঝায় "লক্ষ্মী নারায়ণের" চক্র দোলে উঠাইতেন। চক্র সাধারণতঃ "ঠাকুর" বলিয়া অভিহিত হয়। উত্থাপনান্তে ঠাকুরকে এত অধিক পরিমাণে আবীর দেওয়া হইত যে, তাহাতে সমুদায় গ্রাম আচ্ছাদিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত।

শ্রুত আছে, নৃপতিপুঙ্গব রাজবল্লভের আদেশানুসারে ছয়পশুরি (ত্রিশ সের) সু

বর্ণ দ্বারা একটী কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। প্রতি দিন মহাআড়ম্বর সহকারে উহার অর্চ্চনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। অধুনা তাহার চিহ্ন ও আছে কিনা সন্দেহস্থল। রাজবাটীর অধিকাংশ স্থলই সম্প্রতি ভয়ানক ভুজঙ্গ ও হিংস্রজন্তু নিচয়ের আবাসভূমি হইয়াছে। তাহাদিগের ভীম গর্জ্জনে নিকটস্থ হওয়া কাহার সাধ্য? রত্নাবলী নানাপ্রকার জাঙ্গল লতায় আচ্ছাদিত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন তাহারা রাজাবলীর বিয়োগশোকে অধীর ও ব্যাকুল হইয়া বল্লীরূপ মলিনবসন এবং দ্রুমরূপ শ্মশ্রু ধারণ করিয়া সংসারের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে, এবং কার্ম্মুকাকারে অবস্থিত থাকিয়া যেন দুরন্ত কৃতান্তের চরণে প্রণত রহিয়াছে।

রাজা রাজবল্লভ কতকগুলি সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করাইয়া যান। তৎসমুদায়ের এক একটি এরূপ দীর্ঘ যে, এক তট হইতে বন্দুক ধ্বনি করিলে তটান্তরস্থ লোকেরা শুনিতে পাইতনা। ব্যবহারানুসারে তাহাদের নাম

করণ হইয়াছে। মহারাজ যে দীর্ঘিকায় স্নান করিতেন তাহার নাম "রাজসাগর"। রাজ্ঞী দিগের স্নান দীর্ঘিকার নাম "রাণীসাগর" ধাত্রীদিগের স্নান জন্য খনিত দীঘি "ধাই সাগর" এবং অনুচরগণ যে জলাশয়ে শুক পক্ষীকে স্নান করাইত তাহা "শুকসাগর" বলিয়া অভিহিত। তদতিরিক্ত আর আর অনেকগুলি পুষ্করিণী ছিল। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে যে চৌগাড়া ছিল তাহার পরিসর পদ্মার কোন কোন শাখা নদী অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবেনা। উল্লিখিত জলাশয় সমূহের অধিকাংশই পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে কেবল স্থানে স্থানে ভগ্নাংশ মাত্র রহিয়াছে।

রাজার বহির্ব্বাটীর নিকট হইতে রাজাবাড়ী, কেশারমার দীঘির পার, (১) মাকোহাটী, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া ঢাকা নগরীর সহিত সম্মিলিত একটী সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হয়। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত ছিল। অদ্যাপিও স্থানে স্থানে ঐ "রাজদরজার" চিহ্নরাশি

নয়ন পথের আতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকে।

রাজবল্লভের সাত পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাস। ইনি ঢাকার নবাবের সহকারী ছিলেন ইনি শৈশব কালাবধিই অত্যন্ত সাহসী ও চতুর ছিলেন (২) কিন্তু অনুচিত চপলতার জন্য অনেক লোকের অপ্রীতিভাজন হন। রামদাস সাধারণ লোকের কামিনীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার অনুজ কেবলকৃষ্ণ কোন কার্য্য করিতেননা ইহাঁরা উভয়েই পিতা জীবিত থাকিতে মানব লীলা সংবরণ করেন। তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাস

(১) কথিত আছে, দীঘি খনিত হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে জল উঠেনা। পরে স্বপ্নাদেশ হয় যে "একপুত্রবতী মাতা তদীয় পুত্র কাটিয়া রক্ত দান করিলে দীঘিতে জল উঠিবে।" কেশা তাহার মার একমাত্র পুত্র ও কৈবর্ত্ত জাতীয় ছিল। রাজাদেশে দীর্ঘিকা তটে কেশার শিরশ্ছিন্ন হয়। পুত্র বিয়োগ শোকে মাতা অধীরা হইলে তাহার শোকোপনয়নার্থ প্রভু দীর্ঘিকার নাম "কেশার মার দীঘি" রাখেন। উহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

ইনি রাজোপাধি লাভ করেন। ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস বাহাদুর। ইনিই বাঙ্গালার নবাব দুর্ব্বৃত্ত সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে ভীত হইয়া ইংরেজ কর্ম্মচারী ড্রেক সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজবল্লভের পঞ্চম তনয়

---

(২) রামদাসের সাহসিকতা ও চতুরতার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রবাদ আছে তিনি নবাবভিন্ন, সম্ভ্রান্তই হউক অথবা নীচ জাতীয়ই হউক অপরসকলকে বাম হস্তেসেলাম দিতেনও তাহাদিগ হইতে সেলাম গ্রহণ করিতেন। রামদাসের ঈদৃশ দুর্ব্যবহারে আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত মনে করিয়া কতিপয় প্রধান ব্যক্তি নবাব সমীপে তাহার নামে অভিযোগ করেন। রাজবল্লভ তখন দেওয়ান ছিলেন। তিনি পুত্রের তাদৃশ আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। নবাব তাঁহার পুত্রকে আনয়ন জন্য আজ্ঞা করেন। তদনুসারে রাজবল্লভ রামদাসের নিকট তাহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য পত্র লিখেন। তিনি "তাহার প্রাণ বধ হইবে। এবার আর রক্ষা নাই" মনে করিয়া এককালে অস্থির ও ব্যাকুল হইলেন। এদিকে পিতার পত্র পাইয়া রামদাস

রায় গোপালকৃষ্ণ এই মহোদয়ই কার্ত্তিকপুরের মুন্সীদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করেন ইহাঁর কনিষ্ঠ রায় রাধামোহন ও কেবলরাম। রায় রাধামোহনও নবাব সরকারে কাজ করেন। গঙ্গাদাসের পুত্র কালী শঙ্কর। ইনি জমী

অকুতোভয়ে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। রাজা রাজবল্লভ তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ নাশ হইবে বলিয়া অনেক ভয় দেখান। রামদাস বলিলেন "পিতঃ! আমি ত কৃষ্ণ জীবনের পুত্র নই যে, আপনার মত ভীত হইব। আমি রাজা রাজবল্লভের পুত্র। আমি কেন শঙ্কিত হইব?" পরে তিনি নবাবসমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে সমস্ত ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। রামদাস নির্ভয় চিত্তে কহিলেন 'মহাশয় আমি দক্ষিণ হস্তে আপনাকে সেলাম দি। এবং অপর হস্তে অন্যান্যকে সেলাম প্রদান করিয়া থাকি। যদি দক্ষিণ হস্তও সাধারণের নমস্কার সময়ে ব্যবহার করি তাহাহইলে আপনাতে ও সামান্য লোকে প্রভেদ কি থাকে?' নবাব ইহাতে তাহাকে শাস্তি দিবেন দূরে থাকুক প্রত্যুত বহুমূল্য এক পরিচ্ছদপুরস্কার দান করিলেন।

দারী উপভোগ সহকারে কালক্ষেপ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ, স্বরূপচন্দ্র, অভয়চন্দ্র, নন্দকুমার ও ঈশানচন্দ্র নামধেয় তাঁহার এই পাঁচ পুত্র জন্মে। আজি " তাঁহাদিগের বংশ প্রভাত কালীন চন্দ্রকিরণের ন্যায় নিষ্প্রভরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

রাজা রাজবল্লভ যে উল্লিখিত রূপ যশোবিস্তার করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এমত নহে। অন্যান্য বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য ও তাঁহার বিলক্ষণ কীর্ত্তি আছে। তিনি আপনার অষ্টম বর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন কথিত আছে, ভূপতি সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা প্রাপ্তির জন্য স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলীর সমীপে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থাপ্রার্থী হন। তাঁহারা রাজপ্রেরিত অধ্যাপকদিগকে মহা সমাদরক

রিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দের আগমন কারণ তত্রত্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই কর্ণগোচর হইল। পণ্ডিতনিচয় বিধবাবিবাহের ঔচিত্য-বিধায়িনী ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। এবং ঈদৃশ উন্নমনস্কতার কার্য্যে রাজবল্লভের তাদৃশী উৎসুকতা দর্শন করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা নেপালে উপনীত হইয়াও সম্ভ্রম সহকারে সমাদৃত হইলেন। তত্রত্য ব্যবস্থাপকগণ প্রথমতঃ তাঁহাদিগের (ব্যবস্থা জিজ্ঞাসু দিগের) অনুকুল মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! কি বিচিত্রভাব ! তথাকার হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী আত্মাভিমানী লোকের অনুরোধেই হউক (৩) অথবা কুৎসিত দেশাচারের প্রভাবেই হউক, তাঁহারা এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে উপহার স্বরূপ একটি গোবৎস আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন " বিধবা বিবাহ

(৩) অনেকের বিশ্বাস জমীদার গণ পণ্ডিদিগকে সর্বোপচারে পূজা দিয়া বশীভূত করেন।

প্রচলিত করিবার জন্য আপনাদিগের রাজা চেষ্টিত হইয়াছেন, উহা শাস্ত্র সম্মত সন্দেহ নাই। কিন্তু একুশ দিনের গোবৎস ভক্ষণ যেমন শাস্ত্রানুমোদিত তাহা কলিতে প্রচলিত নাই, সেই রূপ বিধবাবিবাহ যুক্তি সম্মত—শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও দেশাচার মতে অবিধেয়। যদি আপনারা এই গো-শাবক ভক্ষণ করিতে পারেন। তাহা হইলে আমরা বিধবা বিবাহে মত ও যোগ দিতে পারি"। নৃপপ্রেরিত দ্বিজগণ তৎ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা অন্যত্র গমন করিবেন কি? কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। অনেকে বলেন এই বিষয়ে এক ব্যবস্থা পত্র হয়, তাহাতে নানা দেশীয় অধ্যাপকের নাম স্বাক্ষরিত আছে। আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, নরেন্দ্র রাজবল্লভও উক্ত কার্য্যে সিদ্ধি মনোরথ হইতে পারেন নাই। যাহাহউক ইহাদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনেক পূর্ব্বেও এখানে সত্যের প্রখর

জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। অদূরদর্শী যে সকল আত্মাভিমানী বলিয়া থাকেন যে, এদেশীয়দের মানসিকভাব কোন কালেও তাদৃশ উন্নত ছিল না, আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, রাজবল্লভ কোন দেশীয় ছিলেন? কোথা হইতে তাঁহার এরূপ মনের ভাব হইল? তিনি কি পূর্ব্ব বাঙ্গলার নন? দেশের উন্নতির জন্য যে তাঁহার মন অনল্পব্যাকুলিত ছিল, এই বিবরণটি পাঠ করিয়া সাধারণে তাহা সুন্দর রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। রাজবল্লভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার উন্নতির আশা যে এককালেই তিরোহিত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

একদা আগারাজা রাজবল্লভের গৃহ লুঠ করিয়া বহুল ধন সম্পত্তি লইয়া যায়। এই ডাকাইতির সময় ঐ ব্যক্তি অনেক অত্যাচারও করে।

এমত প্রবাদ আছে যে ভূপাল "অগ্নিষ্টোম" নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বহুদেশীয় পণ্ডিত সমূহ তাহাতে

সমাহূত হন। পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইলে নৃপতি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা বলিলেন "হে নৃপেন্দ্র! যাঁহাদিগকে একমাস পর্য্যন্ত অশৌচ ভোগ করিতে হয় এবং যাহারা দিনের মধ্যে দুইবেলা অন্ন গ্রহণ করে, এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠানে তাহাদিগের অধিকার নাই।" তৎকালে বৈদ্যদিগের উপবীত ছিল না। রাজবল্লভ তাঁহাদিগের বাক্যকে প্রারব্ধ কার্য্যের অন্তরায় মনে না করিয়া অকুতোভয়ে তৎ সম্পাদন চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে স্বধন ব্যয়ে সমুদায় বৈদ্যকে উপবীত দান এবং তাহাদিগকে একমাস না হইয়া একপক্ষ অশৌচ ভোগ করিতে হইবে বলিয়া সর্ব্বত্র আজ্ঞা প্রচার করেন। তদবধি বৈদ্যগণ দিনে দ্বিভোজন করেন না। অনন্তর অতি সমারোহ সহকারে উপস্থিত পণ্ডিতদিগের সমক্ষে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। রাজবল্লভের কতদূর প্রতাপও প্রজারঞ্জনকারিতাগুণ ছিল, এতদ্দ্বারা সকলেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

রাজবল্লভের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এমন লোক অতি বিরল। প্রায় ১৭৬৩ শালে মুঙ্গেরের নিকট দুরাত্মা নবাব মীরকাসিমের আদেশে রাজবল্লভের প্রাণদণ্ড হয়। যেরূপে ইহাঁর মৃত্যু হয় তাহা অতিশয় শোচনীয় ও অনল্প খেদজনক। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের সমগ্রবিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিখিলে যে একখান বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে তাহার আর সন্দেহ কি?

কার্ত্তিকপুরের মুন্‌সী।

কার্ত্তিকপুর।—অত্রত্য জমীদার বৃন্দ বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী লোক। তাহারা মুসলমান জাতীয়; মুন্সী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। রাজা রাজবল্লভের সময়েও কার্ত্তিকপুরের মুন্সীদিগের নিরতিশয় প্রতাপ ছিল। রাজা রাজবল্লভের সহিত ইহাঁদিগের অল্প প্রতিযোগিতা ছিল না। একদা উভয়ের কলহ উপস্থিত হইলে পরস্পর উভয় পক্ষ হইতেই বহুতর যষ্টিধারী বীরপুরুষ বিবাদমত্ত হইয়া

সংগ্রামস্থলে সমাগত হয়। তাহাতে এত অধিক লোকের প্রাণবিনাশ হয় যে, সমীপ বর্ত্তিনী তরঙ্গিণীর জল তৎকালে শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল। মুনশীদিগের প্রতিই জয় লক্ষ্মীর কিছু রুচি দৃষ্ট হয়।* অনতিবিলম্বে তাঁহারা (মুনশীরা) মহা সমারোহ সহকারে এক বৃহৎ কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তাঁহার পূজা করেন। হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতি মুসল মানদিগের ঈদৃশ বিশ্বাস দেখিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ মূর্ত্তি এখনও সংস্থাপিত আছে। আজিও অনল্প সমারোহে উহার অর্চ্চনাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দূর

* অনেকে বলেন, সংগ্রামে রাজবল্লভ বিজয়ী হন। কেহ কেহ এই সংস্কারাপন্ন দৃষ্ট হন যে জয়লক্ষ্মী চৌধুরিদিগের অঙ্কশায়িনী হন। আবার অনেকের বিশ্বাস প্রথমে একবার রাজবল্লভ, ও বারান্তরে চৌধুরিগণ জয় লাভ করিয়াছিলেন। "নানা মুনির নানা মত।" আমরা অধিকাংশের সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্ত্তিকপুরের চৌধুরিদিগকেই রণজিৎ বলিয়া লিখিলাম।

বর্ত্তী নানাস্থানে মুন্সীদিগের অনেক হট্টাদি বন্দর আছে। ইহাঁরা জমীদারিতে অনেক লাভ করেন। এখানেও প্রতি বৎসর একটী মেলা মিলিয়া থাকে।

জপ্সা।—এখানে অনেক বৈদ্যের বাস। অত্রত্য লালা গণের কীর্ত্তি সমস্তের কিছু২ চিহ্ন আজিও লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারাও বৈদ্য কুলোৎদ্ভূত মহা সম্ভ্রমশালী লোক ছিলেন। ইহাঁদের প্রতাপ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া ইহাদের বিখ্যাত নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন মহারাজ রাজবল্লভের অন্যতর সহোদর এই জপ্সাতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহা হইতেই তাঁহার বংশীয়গণের ক্রমে উন্নতি হয়।

দক্ষিণ বিক্রমপুরে রাজনগর, কার্ত্তিক পুর, ফুলবাড়িয়া, জপ্সা, বকসীপুর, মহীসার, কাঞ্চনপাড়া, মগড়, পোড়াগাছা, শিয়ালদহ, প্রভৃতি গ্রাম প্রধান।

বকশীপুর, মহীসার, কাঞ্চন পাড়া প্রভৃতি গ্রামে ব্রাহ্মণের বাসই অপেক্ষাকৃত অধিক।

মৈশুড়া, দেভোগ, শিয়ালদহ, ছোগলাকার্ত্তিকপুর, পণ্ডিতসার প্রভৃতি পল্লীনিচয় বৈদ্যসমূহের আবাস স্থান।

পশ্চিম বিক্রমপুরে শ্রীনগর, ষোলঘর, হাঁসাড়া, বীরতারা, বয়রাগাদী, মাল্‌খানগর, ফুসাইল (ফুল্লশালী), পাঐলদিয়া, বৈজনসার, পশ্চিমপাড়া, কনকসার, ব্রাহ্মণগাঁ, লোহজঙ্গ বহর, সার্নিহাটী, তেয়টীয়া, কোরহাটী, কুমারভোগ, তালপাশা, কালীপাড়া, মাইজপাড়া, ভাগ্যকুল, কাঁচাদিয়া প্রভৃতি পল্লী গণ্ডগ্রাম নামে পরিচিত হইতে পারে।

শ্রীনগর।—শ্রীনগরের পূর্ব্ব নাম রাইষবর। অত্রত্য জমীদার স্বর্গত লালা কীর্ত্তিনারায়ণের পিতা কংসনারায়ণ বসু ব্যজগাঁ হইতে এখানে আইসেন। তখন কংসনারায়ণের তাদৃশ ধন সম্পত্তির প্রভাব ছিলনা। এক প্রকার নিঃস্ব ছিলেন। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ পিতার দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বকীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বলে পারসী ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে ইনি

নবাব সরকারে প্রবেশ করিয়া ক্রমে উন্নত হইতে থাকেন। এই সময়েই তিনি "লালা" খ্যাতি প্রাপ্ত হন। কলিকাতাবাসী হরিরাম মল্লিক যখন কোম্পানির দেওয়ানছিলেন, লালা কীর্ত্তিনারায়ণ তৎকালে তাহাদের পেস্কার রূপে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। এই রূপে ইনি অনেক ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।

অনন্তর রাজনগরের রাজার যে সকল স্থান দেয়-অপরিশোধহেতু কালেক্টারের অন্তর্গত হয়, তিনি তৎসমস্তের অনেকাংশ বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদবধিই ইহাদিগের জমিদারির ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ইহাঁরা বৈকুণ্ঠপুরের জমীদার বলিয়া অধুনা আবাল বৃদ্ধ সকলের নিকট পরিচিত।

অনেকে বলেন লালা কীর্ত্তিনারায়ণ (১) কর্ম্মোপলক্ষে আপনার এক ভৃত্যকে রাজনগরের (২) রাজবাটীতে প্রেরণ করেন।

---

(১) ইহাঁর সময়েই রাইষবর "শ্রীনগর" নামে খ্যাত হয়।

(২) রাজনগরের প্রাচীন নাম বিসদাওনিয়া।

ভৃত্য উপস্থিত হইলে নৃপকুঞ্জররাজবল্লভ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে তুমি কোথা হইতে আসিলে? ভৃত্য বলিল মহারাজ শ্রীনগর হইতে এদাসের আগমন। রাজা কহিলেন, কি শ্রীনগর নাম ত কখনও শুনি নাই! ভাল রাইষর আর শ্রীনগর কত অন্তর? ভৃত্য চতুর ও সাহসী ছিল। সে বলিল মহাশয়! বলিতে ভয় হইতেছে। যেমন দিলদাও নিয়া রাজনগর, সেই রূপ রাইষর শ্রীনগর। ভৃত্যের তাদৃশ বাগ্‌বিন্যাসে সম্মুখস্থ জনগণ মনে করিয়াছিলেন, রাজা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রোধপরবশ হইবেন। কিন্তু মহানুভবরাজবল্লভ তচ্ছ্রবণে বিষণ্ণচিত্ত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া ভৃত্যকে বহুমূল্য এক জুড়ী শাল খেলাত দিলেন। এদিগে ভৃত্য গৃহে সমাগত হইলে লালা বাবু ও তাঁহাকে এক সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করেন। ইহাতে অনুমিত হইতেছে যে, রাজনগরের উন্নতি সময়ে শ্রীনগরের অনেক প্রতিপত্তি ছিল।

কীর্ত্তিনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন। তিনি

এই নিমিত্ত সর্ব্বদা অসুখে কাল ক্ষেপণ করিতেন। পরে এক দত্তক পুত্র রাখেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণকুমার বসু। কৃষ্ণকুমার বসু জমিদারী রক্ষণে মন্দ পটু ছিলেন না। বাবু জগবন্ধু বসু তাহারই পুত্র। ইহাঁরা বহু দিন হইতেই অতিথিসেবা করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছেন। বিক্রমপুরস্থ অন্যান্য বদান্য নিচয় বিগত দুর্ভিক্ষে দরিদ্র বৃন্দের উপকার বিষয়ে কিছুই শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁদিগের এতাদৃশী দানশীলতা যে, ইহাঁরা সেই সময়ে নিয়মিত সৎকার (পান্থগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে এক বেলা ভোজন প্রদান) অপেক্ষা অতিথিদিগকে প্রতিগমন কালে পাথেয় ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্ত জমীদারগণ সাধারণের ধন্যবাদার্হ সংশয় নাই।

অত্রত্য ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয়টী দিন দিন মন্দ শ্রী ধারণ করিতেছেনা। জগবন্ধু বাবু ও শ্রীনাথ বাবু প্রভৃতি মহোদয়দিগের বিশেষ যত্ন থাকিলে উহার আরো উন্নতির প্র-

ত্যাশা করা যাইতে পারে। অনেক দিন যাবৎ শ্রীনগরে একটী থানা ও একটী পোষ্টালয় সংস্থাপিত আছে।

ষোলঘর।—বিক্রমপুরস্থ অপরাপর পল্লীগ্রাম অপেক্ষা আয়তনে এই গ্রাম অনেক বৃহৎ। বসতি সংখ্যাও ন্যূন নহে। এই স্থান নানা শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থানভূমি। অনেকানেক সম্ভ্রান্ত পদবীস্থ লোক এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক স্থানে এত অধিক ধনী থাকা সত্ত্বেও ষোলঘরকে তাদৃশ উন্নত বলিয়া অনুমিত হয় না। এই ষোলঘর ঢাকার পরিমাপণ বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের জন্ম ভূমি। কিন্তু স্বদেশের উন্নতি সাধন পক্ষে তাঁহাকে তুষ্ণীভূত বলিয়া লক্ষিত হয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, ঘোষজ মহাশয় মাসিক ৬০০ ছয় শত মুদ্রা বেতন পাইতেন অধুনা ইনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণ ইনি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট রূপে নিয়োজিত ও শ্রীনগর ষ্টেশনের ভার

প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। নিজ বাটীতেই কাছারী করিতেছেন। দুর্গাপ্রসাদ বাবু এক জন দক্ষ ও সুবিচারক লোক। ইঁহারই পুত্র বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ কলিকাতাস্থ উচ্চতম আদালতের (হাইকোর্টের) একজন প্রধান উকীল। ইঁহার বিখ্যাতি মন্দ নয়।

হাঁসাড়া।—এখানে পাল চৌধুরী পরিবার বহুকালাবধি সর্ব্বত্র বিশেষ পরিচিত। পূর্ব্বকালে ইহাঁদের জমীদারি অতি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু অধুনা তাহা নানা অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখানে একটী সাহায্য প্রাপ্ত বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের শিথিলযত্নে উহা সময়ে তাদৃশ শ্রী সম্পন্ন বোধ হয় না। মহামতি সর সিসিল বীডন, হাঁসাড়ায় একটী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া তত্রত্য শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ সহকারে অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন..কোথায়? এখন তাহার (ডিস্পেন্সরির) নাম গন্ধও উপলব্ধ হয় না। কৈলাস বাবু যত্ন করিলে অনায়াসে

একটী ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়া দেশীয় লোকের অনেক উপকার করিতে পারেন। অত্রত্য সেন পরিবার মন্দ খ্যাত নহে।

বীরতারা।—পূর্ব্বে এখানকার মজুমদারগণের অনেক প্রতাপ ছিল। এখনও কতিপয় ব্যক্তির মন্দ ঐশ্বর্য্য নহে। এই মজুমদার পরিবার অতিশয় বিস্তৃত, দেশ মধ্যে মজুমদার বৃন্দের বেশ নাম আছে। অত্রত্য মৃত জয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতিপত্তির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনি সুধারাম পরিমাপণ বিভাগের ডিপুটী কালেক্টর ছিলেন এই বীরতারাগ্রামে বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিবাস স্থান। গিরিশ বাবুর ধর্ম্মে বিলক্ষণ বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। ইহাঁর পিতা ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি তাদৃশ বিপৎপাতে কাতর না হইয়া অবিচলিত ভক্তি ও বিশ্বাসসহকারে অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।

বয়রাগাদি।—এস্থানে মৃত রামলোচন

ঘোষ মহাশয়ের আবাস ভূমি। ইনি কৃষ্ণনগর আলাসদর আমীনছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে মাসিক সাতশত টাকা বেতন পাইতেন। তথায় অনেক দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত নৈপুণ্য ও প্রতিপত্তি সহকারে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য বিষয়ে পারদর্শিতা অবলোকন করিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ‘রায়বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। কৃষ্ণনগরের আবাল বৃদ্ধ সকলেই রামলোচন বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত ও পারসীভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলিকাতা অবস্থানসময়ে প্রসিদ্ধধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার নিতান্ত সদ্ভাব জন্মে। পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর এরূপ প্রণয় সঞ্চার হয় যে, উভয়ই পরস্পরের অদর্শনে বিলক্ষণ কষ্ট বোধ করিতেন। এমন কি, সদাশয় দ্বারকানাথঠাকুর রামলোচন রায় বাহাদুরের পরামর্শ ও অভিপ্রায় গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

রামলোচন বাবু বার্দ্ধক্য নিবন্ধন পেন্সন গ্রহণ করেন। ইনি ঢাকা কলেজের উন্নতির আশয়ে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাহার দান শীলতার মন্দ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দুই বর্ষের অধিককাল অতিবাহিত হইল রামলোচন বাবু মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞবর মনোমোহন বাবু ইহাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। অনেকে জানেন মনোমোহন বাবু ইংলণ্ড গমন পূর্ব্বক তত্রত্য পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া সম্প্রতি "বারিষ্টার" হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। সত্য বটে ইনি নিজ গৃহে একবার উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেশানুরাগিতার সহিত ইহার কতদূর পরিচয় বিক্রমপুর তাহা এখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং তাহাকে তাহার 'প্রত্যাশা' করিয়া থাকিতে হইল।

বহুদিন পরে যদি করিয়া স্মরণ,
আইলি স্বদেশ পানে রে মনোমোহন।

দুঃখিনী জননী তোর এ বিক্রমপুর
ভাসিছে নয়নাসারে হয়ে শোকাতুর।
মায়েরে দর্শন বাছা দেওরে আসিয়া
সূর্য্যের মতন কিন্তু থেকনা ভুলিয়া।
তোমরা আমার ধন ভাবি অনুক্ষণ।
অম্বিকার আশা, পুর অম্বার বাসন॥

অল্পদিন হইল মনোমোহন বাবুর বাটীস্থিত ইংরেজী বিদ্যালয়টী উঠিয়াগিয়াছে। বাঙ্গলা বিভাগটী এখনো আছে সত্য, কিন্তু নিতান্ত হীনাবস্থ।

মালখানগর।—এই গ্রামে প্রসিদ্ধ কুলীন বসুদের বাসস্থান। ইহাঁরা ঢাকার অন্তর্ভূত নারেন্দা নামক স্থান হইতে এখানে সমাগত হন। এখনও তথায় 'বসুরনগর' করিয়া এক স্থান আছে। ইহাঁরা তাহাতেই বাস করিতেন। ইহাঁরা এখন যেস্থানে অবস্থান করিতেছেন তাহা কেও অনেকে, মালখাঁনগর না বলিয়া প্রায়ই বসুরনগর বলে। এই বসুগণও অনেক দিনের প্রধান তালুকদার। ইহাদের তালুক সমূহ 'তালুক গোপালধর' নামে পরিচিত।

ইহাদের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য আছেন। অনেকে নানা স্থানে গবর্ণমেন্ট স্থাপিত অনেক উচ্চ পদে সমাসীন থাকিয়া নিরতিশয় সম্মান লাভ করিতেছেন। অত্রত্য বাবু রামকুমারবসু মহোদয় ঢাকার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার অন্যতর ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট। ইহাঁরা যেরূপ নৈপুণ্যসহকারে কার্য্য করিতেছেন তাহা অনেকের অবগতি আছে। রামকুমার বাবু ঢাকা হইতে কৃষ্ণনগরে তদনন্তর তমোলুকে পরিবর্ত্তিত হন। অল্প দিন হইল তিনি চব্বিশ পরগণায় আসিয়াছেন। তিনি গ্রাম্য লোকের উপকারার্থ নিজ বাটী হইতে তালতলার হাটপর্য্যন্ত একটী মৃন্ময় পথ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তিনি যেন এই কার্য্যটীকেই দেশোন্নতির শেষ মনে করেননা।

কৌলীন্য প্রথার কি মোহনী শক্তি! সুশিক্ষিতগণ ও ইহার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে এককালে সমর্থ হন না। ইহাঁরাও

সময়ে২ অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। নিজপল্লীস্থ বিদ্যালয়টীর প্রতি বসু মহোদয়দিগের সমুচিত যত্ন লক্ষিত হয় না সুতরাং তাহার যে তাদৃশী উন্নতি দৃষ্ট হইতেছেনা বলা বাহুল্য।

ফুসাইল (ফুল্লশালী)। ফুশাইল হত মহাত্মা রামকানাই রায়ের আবাস পল্লী। ইনি অনেক ধনসম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহাঁর জমিদারি ও আছে। লোকের উপকারসাধনার্থ ইহাঁর মন্দ দয়া দৃষ্ট হয় নাই। প্রোক্ত রায় মহোদয় অনেক বড় বড় দীর্ঘিকা খনিত করাইয়া যান সুতরাং সাধারণের জলকষ্ট অনেকাংশে বিদূরিত হইয়াছে।

পাঐলদিয়া। পাঐলদিয়াকে দুই ভাগ করিয়া বলা হয়। বড় পাঐলদিয়া ও ছোট পাঐলদিয়া। এই পাঐলদিয়া গ্রামে কুলীন বর ঘোষবংশজগণের অবস্থান। ইহাদের মন্দ নাম নয়। এই ঘোষজগণ ব্যতিরেকে এখানে ভদ্র লোকের বাস অতি অল্প, এবং

নকি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ঘোষ মহোদয়দিগকে দেশের উপকার জনীন কোন সৎকার্য্যানুষ্ঠানে বড় উৎসাহিত দেখা যায়না।

জৈনসার। এই গ্রামে ঢাকার ছোট আদালতের বর্ত্তমান জজ শ্রীযুত বাবু অভয়কুমার দত্ত মহাশয়ের গৃহ সংস্থাপিত। ইনি একজন বিচারদক্ষ, বিচক্ষণ লোক। ইহাঁর পরিশ্রমশীলতায় অনেকেই প্রীত আছেন। এমন অনেক উচ্চ পদবীস্থ লোক আছেন যে তাঁহারা নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করিয়া গবর্ণমেন্টের কার্য্য করিতে চাহেননা। সর্ব্বথা নির্ব্বাচিত পাঁচ ঘন্টা কালকেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের সময় বলিয়া স্বীয় গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু অভয় বাবু সে প্রকৃতির লোক নন। ইনি দিবসের (দ্বাদশঘটিকার) মধ্যে প্রায় আট নয় ঘটিকা গবর্ণমেন্টের কার্য্য সাধনে পর্য্যবসান করিয়া তাঁহাদিগের সমীপে কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেছেন একথা আমরা নিঃস্বার্থ রসনায় বলিতেছি। অভয় বাবু প্রতি মাসে প্রথম সপ্তাহের

নিমিত্ত বহর ছোট আদালতে আসিয়া বিচার সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই জন্য গবর্ণমেন্ট সহস্র মুদ্রার উপরে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

অভয় বাবু দেশীয় লোকের উপকারার্থ নিজালয়ে একটী ডিস্পেন্সরি (ঔষধালয়) সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইচ্ছানুসারে তাঁহারা তথা হইতে ঔষধ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাঁর বাটীতে একটী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। তথা হইতে 'পল্লীবিজ্ঞান' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল। বঙ্গ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহোদয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গ্রাহক সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। পত্রিকা প্রায়ই বিনা মূল্যে দেওয়া হইত। অভয় বাবু স্বয়ংই সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্দ্বারা দত্তজ মহাশয়ের দেশানুরাগিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হতভাগিনী বিক্রমপুরের কি অদৃষ্টফের! কয়েক মাস বিগত হইল পল্লীবিজ্ঞান প্রচার

এককালে বন্ধ হইয়াছে! বিক্রমপুর বাসিগণ পল্লীবিজ্ঞানের জন্মদর্শন করিয়া যেমন পুলকিত হইয়া ছিলেন, উহার মরণ সংবাদে তেমনই ব্যথিত ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। পল্লীবিজ্ঞান উঠিয়াগেল ইহা তত দুঃখের নয়। অধিকতর খেদ ও দুঃখের বিষয় এই যে, অপর লোকে আর দেশের মঙ্গলকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেনা। যখন অভয়বাবুর ন্যায় তাদৃশ মহৎ লোকেই একটি সৎকার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরকাল পরেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন তখন মধ্যবিধ লোক মণ্ডলী যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও, দেশের উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ ও বিরত হইবেন, তাহার বৈচিত্র্যতা কি?

পশ্চিমপাড়া।—এখানে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। চট্টোপাধ্যায়, মুখোটি, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বিজবৃন্দ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন। মুখোটি মহাশয়গণ এই গ্রামের আদিম নিবাসী এবং চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণগণের স্থাপয়িতা। এই পল্লী স্বত মহাত্মা কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের

আবাসভূমি। ইনি ঢাকার জজ আদালতের একজন প্রধান ব্যবহারাজীব ছিলেন। কিরূপ নৈপুণ্যসহকারে ইনি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকেরই অবগতি আছে। এইমহোদয় হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আশ্রয় ভূমি ছিলেন। নিজেও এই ধর্ম্মের অতিশয় সম্মান করিতেন। একদা ইনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষার্থে অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এবং তাঁহারই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে হিন্দুধর্ম্ম, যদিও সর্ব্বতোভাবে না হউক, অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ঢাকা নগরীতে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে না পারে, এমন কি যতবিধ উপায় অবলম্বন করিলে উহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায় ইনি তদ্বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন। ইহাঁর চারিত্র্যগত বিশুদ্ধতাও অনেক ছিল। ইনি হৃদয়ের অনল্প মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কাহার তোষামোদ করা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিতেন। প্রায় দুইবর্ষ হইল ঢাকায় যে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইনি

তাহার এক প্রধান উদ্যোগী ও সংস্থাপক। কাশীকান্ত বাবু এবং অন্যতর উকীল বাবু বরদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি মহোদয়দিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলেই প্রোক্ত সভা হইতে হিন্দুহিতৈষিণী নাম্নী একখানা সাপ্তাহিকপত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকে। সেই সময় হিন্দুহিগের যে প্রবল দল বল ছিল, তাঁহার মৃত্যু নিবন্ধন অধুনা তাহার যেন নিতান্ত নিস্তেজভাব লক্ষিত হইতেছে। তখনকার ন্যায় এখন তাহাদিগের (হিন্দুদিগের) মধ্যে বড় উৎসাহ দেখা যায় না, বস্তুতঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরহে অনেকে হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন।

হিন্দুগণ বহু পরিবার সম্মিলিত হইয়া বাস করিতে একান্ত সুখ অনুভব করেন। ফলতঃ তাহারা তাঁহাদের এই অকৃত্রিম প্রীতির নিমিত্ত সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরব স্থাপন করিয়াছেন। আমরা এখানকার (পশ্চিমপাড়াস্থ) একটী পরিবার দর্শন করিয়া যারপর নাই

আনন্দ ও বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়াছি। অত্রত্য কোন মুখোটী মহাশয়ের পরিবার নিতান্ত বিস্তৃত ও বহুজনসঙ্কুল। উহা সপ্ততিতম গৃহে বিরচিত। এই পরিবার এত দীর্ঘ কালায়ত যে, অধুনা পরিবারস্থ লোকদিগকে ত্রি রাত্রির অধিক, জ্ঞাতি মরণ জনিত অশৌচের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।

কনকসার।—এই গ্রামে কুলীনব্রাহ্মণের সংখ্যা মন্দ নয়। এই ক্ষুদ্র পল্লী সুবিখ্যাত ডাক্তার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্মস্থান। ইহাঁর পূর্ব্ববিবরণ শ্রবণ করিতে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমরা অবগত আছি ইনি শৈশব কালেই পিতৃ মাতৃ হীন হন। ইহার পিতা এমন কোন বিশেষ সংস্থান রাখিয়া যান না যে, গ্রাসাচ্ছাদনান্তর উদ্বৃত্ত সম্পত্তি দ্বারা সচ্ছন্দে তাহার অধ্যয়ন চলে। তথাপি কোন সুযোগ বিধান করিয়া তিনি পাঠ আরম্ভ করেন। কতিপয় বৎসর এই রূপে গত হইলে কোন ইংরেজ মহামতির সহিত তাঁহার আলাপ হয়। উক্ত মহো

দয় তাহার অধ্যয়ন বিষয়ে সহায়তা করিবেন বলিয়া সুর্য্য বাবুকে কলিকাতা লইয়া যান্। তখন তাঁহার মনে স্বদেশানুরাগ কিছুং নিহিত ছিল। অনন্তর তিনি তথায় পাঠ কার্য্যে নিরত থাকিয়া ইংরেজী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন।

ইতি মধ্যে সূর্য্যকুমার বাবু খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হন। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত সাহেব মহোদয়ের মৃত্যু হয়। অনন্তর সূর্য্য বাবু ইংলণ্ড গমন করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরে তিনি ফ্রান্স দেশীয় কোন ভদ্র পরিবার সম্ভূতা এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। পরিশেষে বহুলপরিশ্রমসহকারে তিনি মেডিকেল বিদ্যায় (চিকিৎসা শাস্ত্রে) এতাদৃশী পারদর্শিতা লাভ করিয়া আজি একজন প্রধান ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হইয়া পড়িয়াছেন। এই সময়েও তিনি গৃহের প্রতি এক কালে প্রীতিহীন ও অনুরাগ শূন্য হন নাই। বাটীতে বর্ষেং অর্থ প্রেরণ করিতে থাকেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রেরিত

অর্থ দুর্গোৎসবে পর্য্যবসিত হয় তখন তিনি অর্থ প্রেরণ বন্ধ করেন। সূর্য্য বাবু যদি ধর্ম্ম চ্যুত না হইতেন তাহা হইলে আজি বিক্রমপুরের সৌভাগ্যের সীমা কি ছিল? কিন্তু প্রকৃত হিতৈষণা থাকিলে ধর্ম্মান্তরতায় কিছু করিতে পারে না, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি।

ব্রাহ্মণগাঁ।——এই পল্লী পূর্ব্ব ব্রাহ্মণ গাঁও পশ্চিম ব্রাহ্মণ গাঁ এই দুই ভাগে সংবিভক্ত। পূর্ব্ব ব্রাহ্মণ গাঁ কেবল ব্রাহ্মণেই পরিপূরিত। কুলীনের সংখ্যা অল্প নয়। পক্ষান্তরে পশ্চিমব্রাহ্মণগাঁয় উহার (ব্রাহ্মণের) বিন্দু বিসর্গও নাই বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবেনা। তত্রত্য জমিদার বাবু কৃষ্ণকুমার ঘোষ মহোদয়ের যত্নে একটী সার্কেল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সার্কেল হইতে একদা যারপরনাই আহ্লাদ জনক ফল প্রসূত হইয়াছিল। কিন্তু আজি কালি উহার তাদৃশী উন্নতি লক্ষিত হয় না বলিয়া বড়ই ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ঘোষজ মহাশয়গণ প্রায় দুই তিন

বর্ষকাল হইল প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ "গ্রামহিতৈষিণী" নাম্নী একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সভার জীবন ও অবস্থা এরূপ সমুন্নত ছিল না যে, তদ্দ্বারা উদ্দিষ্টফল সম্যক লাভ করা যাইতে পারে। বাবুদিগের সমুচিত উৎসাহ ও যত্নাভাবে গ্রাম হিতৈষিণী আজি বিগত জীবনা হইয়াছে।

লোহজঙ্গ।---এই স্থান কীর্ত্তিনাশা নদীর উত্তর তটে সমস্থিত। ইহার আয়তনের ন্যায় বসতি সংখ্যা অত্যন্ত অধিকছিল। সংপ্রতি কীর্ত্তিনাশা লোহজঙ্গকে এককালে উদরস্থ করিয়াছে। লোহজঙ্গের ধনী প্রধান পালবৃন্দ সর্ব্বত্র পরিশ্রুত। পূর্ব্বকালে ইহাদিগের বিপুল প্রতি পত্তি ছিল। ইহাদিগের প্রাচীন কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া মধ্যকালে আমাদের অন্তঃকরণে খেদের আবির্ভাব হইত। কিন্তু আধুনিক ভাব দর্শন করিয়া অনুমান হইতেছে, ইহাদের অস্তমিত যশোরবি পুনরুদিত হইবে। পালদিগের প্রযত্নে এখানে একটী ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যা

লয়ের ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। অত্রত্য কতিপয় দেশ হিতৈষী ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এই বিদ্যালয়ে "জ্ঞান প্রকাশিকা" নাম্নী একটী সাপ্তাহিক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অল্পকাল হইল লোহজঙ্গে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন হইয়াছে। কিন্তু শুনা যাইতেছে গবর্ণমেন্ট উহার স্থায়িত্বের জন্য সাহায্যপ্রদানে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন এক গ্রামে তিন শ্রেণীস্থ বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়।

পাল মহোদয়দিগের বাটীর সন্নিকটে প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। মেলা প্রায় সমস্ত ভাদ্র মাস ব্যাপিয়া থাকে। ইহাতে ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহুবিধ বণিক আগমন পূর্ব্বক আপণ স্থাপন করিয়া বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্যজাত ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। মেলায় দর্শক ও অনেক সমাগত হয়। এই মেলার সময় পাল বাবুরা নাট্য

সঙ্গীত প্রভৃতি অলীক আমোদ উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করেন।

লোহজঙ্গে বাণিজ্যাবলম্বিদিগের সংখ্যা মন্দ নহে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য উভয়ই সুন্দররূপে চলিতেছে। পালগণ ও ইহার দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন। বহু দূরবর্ত্তী স্থান লইয়া ইহাঁদের লবণ বস্ত্রাদির ব্যবসায় হইয়া থাকে। অনেকের তৈল, তিল গুড়, চিনি, তামাক, সরিষা, প্রভৃতির কারবার আছে। কলিকাতা, পাটনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থান সমূহে ইহাঁদের বাণিজ্য চলিতেছে।

বহর।—বহর গ্রামের হৃদ্‌ভেদ করিয়া কীর্ত্তিনাশার শাখা নদী উত্তরাভিমুখে গিয়াছে সুতরাং বহর পশ্চিম পাড়া ও পূর্ব্ব পাড়া বলিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখানে বসু বংশসম্ভূত অনেক জমীদার আছেন। তাঁহারা চৌধুরী বলিয়া পরিচিত। অনেকে বলেন তাঁহারা বংশজ, কুলীন নন। বসুগণ আপনাদিগকে পর্য্যায় সম্পন্ন বলিয়া গৌরব

প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি চৌধুরিদিগের জমীদারী নানা অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় তত প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয় না। এস্থানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক অল্প। অত্রত্য ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ যত্ন না দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। মুন্সফী বিচারালয় ও ছোট আদালত উক্ত শাখা নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত। চৌধুরিগণ সমবেত হইয়া দশবিদ্যার (১) প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন।

প্রবাদ আছে, চৌধুরিগণের কাহারও প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, মন্দির সমীপে পূজা করিয়া একটী নরবলি প্রদান করিতে হইবে। নতুবা যার পর নাই অমঙ্গল ও অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। ইহা সকলের (অপরাপর চৌধু

(১) কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমূর্দ্ধা চ, বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধি বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
একাদশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধি বিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

রীদিগের) কর্ণগোচর হইলে নরান্বেষণ আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন ধীবরজাতীয় কোন একটী শিশুকে নানা ছল অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রয় করিয়া বলি দেওয়া হয়। আবার কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্টনিবাসী এক ভৃত্যকে আনিয়া দশবিদ্যার সমীপে বধ করা হয়। ইহা কিরূপ লোমহর্ষণ ঘটনা আপামর সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এমন কোন পাষাণহৃদয় আছে যে, তাহার শুষ্কনেত্র হইতে অশ্রুজল বিগলিত না হয়? তদবধি দেশ মধ্যে "ঐ ছেলে নিতে এল, ঐ ছেলে নিতে এল" বলিয়া এক জনরব উঠিয়া গেল। সকলের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেহই তাহার সন্তানদিগকে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে দিত না। যদি কখন কোন ক্রমে নয়নান্তরালবর্ত্তী হইত তাহা হইলে জননী হাহতোহস্মি! স্বরে উন্মাদিনীপ্রায় ইতস্ততঃ ধাবমানা হইতেন। অ জনন মমতাশীলা মাতার ঈদৃশ স্নেহ ভাব কখনই অবিশ্বাসনীয় নহে। পুত্রস্নেহ কি মহান্ পদার্থ! এই স্নেহের পরতন্ত্রা হইয়া যে জননী

স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, এমন স্বর্গীয়প্রতিমা জননীর প্রতি কাহার না ভক্তি হয়! এবং যে সন্তানের প্রতি মাতার যার পরনাই আশা ভরসা রহিয়াছে ও যাহার প্রতি স্নেহ স্বভাবতঃ হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া থাকে, ঈদৃশ পুত্রের প্রতি তাদৃশ মমতা ও বাৎসল্য বিচিত্র নহে।

সামিহাটী।—এই স্থানে বহুবিধজাতির বাসস্থান দৃষ্ট হয়। অত্রত্য মৌলিক বৃন্দ এখানকার আদিমনিবাসী। ইহাদের আগমনের পরে এখানে অন্যান্য লোকের সমাগম হয়। এই নিমিত্তই তাঁহারা মৌহলিক বা মৌলিক খ্যাতি লাভ করেন। ফলতঃ ইহারা অনেকদিনের ভদ্র লোক। অত্রত্য সরকারগণও মন্দ প্রতিপন্ন নন।

তেয়টীয়া।—ইহা মৃত মুন্সী মৃত্যুঞ্জয় দত্তের আবাস স্থান। ইনি বহুদিবস পর্য্যন্ত ঢাকার দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারী পদে নিয়োজিত থাকিয়া অনেক নৈপুণ্য সহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

ঢাকা নগরীর অনেক লোক ইহাঁর প্রতি প্রীতিযুক্ত ছিল। দত্তবর সময়ে২ দেশীয় লোকের উপকার করিয়া তাঁহাদেরও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার মরণে অনেকে ব্যথিতচিত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দত্তমহাশয় বিদ্যালয়স্থাপন প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কোন বিষয়ে কিছু যত্ন করেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মে ইহাঁর মন্দ অনুরাগ ছিল না। মুনশী মহাশয় অনেক অর্থ ও ভূসম্পত্তি রাখিয়া সংসার লীলা সংবরণ করেন। প্রায় তিন বর্ষ অতিবাহিত হইল তাঁহার পুত্র বৃন্দের প্রযত্নে এখানে একটী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য মন্দ চলিতেছে না। প্রোক্ত মহোদয়গণ কৃতবিদ্য লোক সন্দেহ নাই। ইহাঁরা তাদৃশ আড়ম্বরপ্রিয় নন। কিন্তু লোকানুরাগ প্রিয়তা ইহাদিগের হৃদয়েও মন্দ বলবতী নয়। সুতরাং কার্য্যে প্রবেশ কালীন কিছু কিছু সঙ্কোচিত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কোরহাটী।—এই স্থান পূর্ব্বে অতি বিস্তৃত ছিল। কীর্ত্তনাশা ইহার প্রায় কটী পর্য্যন্ত গ্রাস করে। কিন্তু কালের কি চমৎকারিণী শক্তি! অধুনা নদী গর্ভস্থ অনেক স্থান শীর্ষোত্তোলন পূর্ব্বক ক্রমশঃ বর্দ্ধিতকায় হইয়া উঠিতেছে। সেই সমুদায় স্থল কোরহাটীর অন্তর্গত হইয়াছে। তাহাদের সমষ্টির নাম "চড় কোরহাটী।

কোরহাটী সম্প্রতি ক্ষুদ্রপল্লী বলিয়া পরিগণিত হইলেও তথায় অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। তত্রত্য ঘোষ ও বসু পরিবার দ্বয় মন্দ পরিচিত নয়। এখানে সুশিক্ষিত লোকও আছেন। ইহাঁদের দেশোন্নতির পক্ষে একদা যার পর নাই উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাদৃশ সম্পন্ন নন বলিয়া ইহাদিগকে কোন প্রধানতর কার্য্যে বড় যত্নশীল দেখা যায় না। সকলেই সাধারণতঃ এক প্রকার নিঃস্ব। ইহারাও প্রাচীনদিগের অনুচিত ভয়ে ধর্ম্ম বিষয়ে বড় একটা অগ্রসর হইতে যত্ন করেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই

লোকানুরাগ প্রিয়তার বশংবদ। কোরহাটীগ্রামে কতিপয় সুশিক্ষিত মহাত্মা প্রযত্নে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ উহা প্রাচীনদিগের বিদ্বেষসমূহ অপ্রতিহত প্রভাবে সহ্য করিয়াও করালকালের ভীষণ গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। ঢাকা কালেজের ভূত পূর্ব্ব অন্যতম শিক্ষক মৃতমহোদয় আনন্দমোহন বসুই উহার প্রধান উদ্যোগী ও স্থাপয়িতা ছিলেন। দুরন্ত কৃতান্ত তাহাকে অকালে হরণ করিয়া কোরহাটীর ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এখন পূর্ব্বের ন্যায় কাহারও হৃদয়ে তাদৃশ উৎসাহ লক্ষিত হয় না।

কুমারভোগ।—বিক্রমপুরে যত টুকু বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, এই কুমারভোগ নামক ক্ষুদ্র পল্লীকেই তাহার আদিভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। বিক্রমপুরের মধ্যে কুমারভোগই সর্ব্ব প্রথমে সার্কেল বিদ্যালয় প্রাপ্ত করে। যাঁহাদের উৎসাহে এইরূপ সৎ

কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, এবং যাঁহাদিগের যত্নবারিসিঞ্চনে ঐবিদ্যালয় আজিও জীবিত থাকিয়া অনেক বালকের হৃদয় হইতে অজ্ঞানতিমির বিদূরিত করিতেছে তাঁহারা মহান্ হিতৈষী। তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তাঁহাদিগের অধ্যবসায় থাকিলে তাহা পরিণামে যে আরো কত সুফল বিতরণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সময়ে শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু মৌলিকমহাশয় (ইনি সম্প্রতি মাদারিপুর মহকুমায় ডিপুটী শান্তিরক্ষকের (ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের) পদে স্থায়ী আছেন।) ঢাকাজেলা ও বিক্রমপুরস্থ বিদ্যালয় সমূহের ডিপুটি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণগাঁয় অপর একটী সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে অত্যল্প কাল মধ্যেই স্থানে২ পল্লীতে২ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া বিক্রমপুরের যে কিছু সৌভাগ্য সূর্য্যের আলোক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কুমার ভোগে অনেক সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারস্থ লোকের বাস আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে তাস্কর্য্য বিদ্যার ও প্রভাব মন্দ ছিলনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিজ গ্রামে চুরি হইতে দেখা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন দলবদ্ধ তস্করদিগের মধ্যে বন্দোবস্ত থাকে যে, তাহাদের দল সংসৃষ্ট ব্যক্তি যে কোন গ্রামবাসী হউক না কেন, তথায় তাহারা আশু তোষিণী চৌর্য্যবিদ্যা প্রকাশ করিবে না। দেশীয় ভদ্র মহাত্মাদিগ হইতে ক্লেশ প্রাপ্তির ভয়, রাজদ্বারে প্রেরিত ও অবশেষে দেশ হইতে বহিস্কৃত হওয়ার আশঙ্কা, এইসমুদায়ই এতাদৃশ বন্দোবস্তের কারণ। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, দেশীয় মহাত্মারা ঈদৃশ চৌর্য্য ক্রিয়ার সমস্ত অবগত থাকিয়াও শাসন বিষয়ে কিছুমাত্র অবহিতমনা হন না। ইহাতে কি তস্করদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধবদিগের ধনাপহরণ দর্শন করিয়া কি তাঁহাদিগের মনে একটু ও দুঃখের উদ্রেক হয় না? আমরা কেবল এই স্থানে এইরূপ দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি এমন নহে।

বিক্রমপুরের আরো অনেক স্থানে এতাদৃশী দুষ্ক্রিয়ার সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। দিন দিন যতই কেন সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হউকনা,—যতই কেন আমরা বড়২ উপাধি লাভ করিয়া বিখ্যাত হইনা, কিন্তু যতদিন ইতর লোকদিগের হৃদয় বিদ্যার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত না হইবে, ততদিন বিক্রমপুরের প্রকৃত উন্নতি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা।

তারপাশা।—তারপাশা অত্যন্ত আয়ত স্থান। এই গ্রাম সর্ব্বত্র মন্দ পরিচিত নহে। অত্রত্য মহাশয়গণ নানাবিধ সাধু কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া অতিশয় প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগের সঙ্কল্প বিশুদ্ধ ও মহান্ ছিল বলিয়াই বোধ হয় ইহারা "মহাশয়" এই সম্মানাত্মক উপাধি লাভ করিয়া সাধারণ্যে তাদৃশ বিখ্যাত হন। আজিও মহাশয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁদিগের নিজ বাটী উত্তুঙ্গসৌধমালায় পরিশোভিত। বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পন্ন সিংহদ্বার প্রভৃতি কতক

গুলি অট্টালিকা আজিও আমাদিগের নেত্র যুগলের আতিথ্য পালন করিয়া থাকে। মহাশয়দিগের বাটী নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমে সিংহ দ্বারের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে অট্টালিকাগুলি অধুনা জাঙ্গল লতায় পরিপূর্ণ হইয়া কালের চমৎকারিণী শক্তির-পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাশয়গণ বাটীর চতুর্দ্দিকে এক সুপ্রশস্ত প্রাকার নির্ম্মাণ করান। তাঁহাদিগের পরিবার মধ্যে এরূপ শাসন ছিল যে, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কোন ব্যক্তিই তাঁহাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিতনা। এমন কি অন্তঃপুরস্থা কামিনীদিগের অল্পবয়স্ক কোন ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহাকে ইহাঁরা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। তাঁহাকে যথারীতি বহির্ব্বাটীতে অবস্থান করিতে হইত। এরূপ রীতি যদিও সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী বলিয়া প্রতীত না হয়, কিন্তু মহাশয়গণ ইহাকে যার পর নাই সম্মান ও সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন।

মহাশয়দিগের জমীদারী নানা স্থলে বিদ্যমান ছিল। মহাশয়গণ অতি বিস্তৃত শ্যামপুর ও ভুলুয়া পরগণার অধিকারী ছিলেন। অধুনা তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রতাপ ও কীর্ত্তি রাশি লক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের কিছুই জানিনা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। আজি তাঁহাদিগের বংশজগণ তেজোহীন হইয়া রহিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী যে, তারপাশাগ্রামে পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণের নাম মাত্রও ছিলনা। মহাশয়গণ বহুল ধন ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া বেইষে হইতে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া নিজ পল্লীতে স্থাপিত করেন। তদবধি এই তারপাশা গ্রাম অন্যতর কুলীনপ্রধান স্থান হইয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

বেইষে। বেইষে প্রসিদ্ধ কুলীন দ্বিজগণের আবাস ভূমি বলিয়া বিখ্যাত। প্রাচীন সময়ে ইহার প্রতিপত্তি বহুদূরব্যাপিনী ছিল। এরূপ জনশ্রুতি যে, তৎকালে অত্রত্য ব্রাহ্মণ

মহোদয়গণ প্রভূত ধন সম্পত্তির পরিচায়ক বহুবিধ কার্য্যানুষ্ঠান করেন। দ্বিজগণ বদান্যতার নিমিত্তও অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! অধুনা তাদৃশখ্যাতিসঙ্কুল বেইঘের শুদ্ধ নাম মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার ভূচিহ্নও আজি লক্ষিত হয়না। এখন কোথায় তাঁহাদিগের (ব্রাহ্মণদিগের) সেই প্রচুর প্রতিপত্তি, কোথায় তাঁহাদিগের সেই দিগন্ত ব্যাপিনী মহীয়সী কীর্ত্তিমালা? এবং কোথায় বা তাঁহাদিগের বংশধর সন্তানগণ? আজি তৎসমুদায়ের বিরহজনিত শোকাবেগ কাহার চিত্তকে না ব্যাকুলিত করিয়া তুলে? বস্তুতঃ তাদৃশ মহোদয়দিগের বিচ্ছেদযন্ত্রণা অনুভব করা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। দ্বিজবৃন্দের জমীদারীর প্রভাবও মন্দ ছিলনা।

কাঁচাদিয়া। অত্রত্য সেন পরিবার বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। এখানে ব্রাহ্মণেরও এককালে অসদ্ভাব নাই। বিদ্বদ্বর বাবু গুরুপ্রসাদ সেন এম, এ মহোদয় এই গ্রামের প্রধান অবতংস।

গুরুপ্রসাদ বাবু পূর্ব্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। অল্পদিন পরেই পাটনার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইনি বিজাতীয় ভাষায় (ইংরাজী ভাষায়) মন্দ পরিপক্ক নন। সত্য বটে ইনি বিদ্যা বুদ্ধিতে একজন সুনিপুণ মানুষ—এবং ইনি সম্ভ্রান্ত পদে থাকিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, কিন্তু স্বদেশানুরাগ এখনও ইহাঁর হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয় নাই—দেশের উন্নতি সাধনে একপ্রকার বিরত রহিয়াছেন বলিলে লেখনী বোধ হয় সত্য হইতে বিচ্যুত হইবেনা। এই সেন পরিবারস্থ শিবচন্দ্র সেন অনল্পখ্যাতকবি ছিলেন, তাঁহার রচিত "সারদামঙ্গল" নামক পুস্তক তাঁহার কবিত্বশক্তির সুন্দর পরিচয় প্রদান করে।

কালীকিঙ্কর সেন একজন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ ছিলেন। অনেকে বলেন তাঁহার ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ লোক অতি বিরল। গৌরীকান্ত সেন নামে অন্য এক ব্যক্তি

শিল্প কার্য্যে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ষাধিক কাল অতীত হইল এই কাঁচাদিয়া গ্রামে একটী পোষ্টালয় ও "শুভকরী" নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। আফিসটির কার্য্য বেশ চলিতেছে। শুভকরীও সাধ্যানুসারে দরিদ্রোপকারব্রত পালনে নিরত রহিয়াছে।

সাহাবাজ নগর।—এই গ্রাম কুলীন দ্বিজা গ্রামে একপ্রকার পরিপূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি নদীবেগপ্রপীড়িত কাচাদিয়া নিবাসী সেন মৃগুলীর অনেকে এই সাহাবাজ নগরে বাস করিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীনগণ প্রসিদ্ধ কুলীন স্থান বেইঘে হইতে এখানে সমানীত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে শিক্ষিত সংখ্যাও মন্দ নহে। শিক্ষিত বলিয়া যে ইহাঁরা কৌলীন্য প্রথার মোহিনী মূর্ত্তিতে বিমোহিত না হন এমন বলা যাইতে পারে না। ইহাঁরাও সময়ে কুলগন্ধে অন্ধীভাব ধারণ করেন।

এখানে কায়স্থাদি ভদ্রগণের বাসও মন্দ

দেখা যায় না। কিন্তু ভয়ঙ্করী পদ্মার দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে অনেক ব্যক্তি স্থানান্তর গমন করিতেছেন। দুরন্ত তরঙ্গিণী সাহাবাজনগরের প্রায় অর্দ্ধাঙ্গ গ্রাস করিয়াছে। আজিও উহার যেরূপ পরাক্রম ও অত্যাচার লক্ষিত হইতেছে তাহাতে, বোধহয়, অচিরেই এইস্থান তাহার বিশাল উদরসাৎ হইবে।

এই গ্রামে অতি প্রাচীন কালীয় কয়েকটি পুষ্করিণী ও একটী সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা আছে। কিন্তু তদ্দ্বারা পল্লীবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারিত হয় না। অধুনা দীঘিটী একবারেই শুষ্কতায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। উহা এরূপ দীর্ঘ যে পূর্ব্বে উহার এক পার হইতে পারান্তর দর্শনগোচর হইত না। এখন উহা মৃত্তিকা পূর্ণ হইয়া পারভূমির সমান হওয়াতে মধ্যস্থল লোকের বাসস্থান হইয়াছে। আজিও দীঘির অংশদ্বয়ের প্রশস্ততা ও দৈর্ঘ্য বড় ন্যূন হইবে না।

কালীপাড়া।—কাওলী (কাপালিক বৃন্দ এখানকার আদিমবাসী বলিয়া এই গ্রামের

নাম প্রথম "কাওলীপাড়া" হয়। পরে ভদ্র লোকের বাসের সঙ্গে২ ইহার নামের পরিবর্ত্তন হইয়া অধুনা এই স্থান "কালীপাড়া" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অত্রত্য জমীদারদিগের অনেক প্রতাপ ছিল। এখনও অন্যান্য জমীদারগণ অপেক্ষা ইহাঁদের ক্ষমতা অধিকই দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা হীনপ্রতাপ হইয়াছেন ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাঁচের পাশা গ্রাম * হইতে আগমন করিয়া এই কালীপাড়ায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করান। ইনি নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় কালযাপন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমে পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ভাটী অঞ্চলস্থ কাদিরাবাদ পরগণাস্থিত রঙ্গাভঙ্গা নামক স্থানের স্বামিত্ব লইয়া ইহাঁর সহিত ইদিলপুর নিবাসী রামকান্ত রায় প্রভৃতি চৌধুরীগণের ভয়ানক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। দাঙ্গায় এত

* চাঁচের পাশা এখন পদ্মার গর্ভস্থ হইয়াছে।

অধিক লোকের জীবন নষ্ট হয় যে, মনুষ রুধিরে সমীপবর্ত্তী খালের জল এককালে রক্তবর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিই জয়শ্রীর অনুকম্পা লক্ষিত হয়।

অনন্তর ঘটনাক্রমে কলিকাতা নিবাসী অন্যতম জমীদার গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গোকুল বাবু সূর্য্যনারায়ণের বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতায় বেশ প্রীত হন। তাঁহার নীলাম ক্রীত চিরলীমধুরদীনামক স্থানের স্বামিত্ব স্থাপন সম্বন্ধে তত্রত্য তালুকদারদিগের সঙ্গে অত্যন্ত হাঙ্গাম উপস্থিত হয়। তিনি কোন প্রকারেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে না পারিয়া সুচতুর সূর্য্যনারায়ণ বাবুকে তথায় (চিরলীমধুরদীতে) প্রেরণ করেন। সূর্য্য বাবু অনেক যষ্টিধারীপুরুষপরিবৃত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি নানাবিধ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ স্থান স্বায়ত্ত করেন। ইহাতে গোকুল বাবু তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন।

সূর্য্য বাবু এই কার্য্য দ্বারা বহুল ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন অনন্তর তিনি প্রোক্ত অর্থ দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন। রঙ্গাভঙ্গার অংশ লাভই তাঁহাদিগের জমীদারীর সূত্রপাত। সূর্য্য বাবু গৃহে আসিয়াই এক সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা খনিত করান। অনেকে বলেন এই দীঘি খননকালে তিনি মোহরপূর্ণ কতিপয় কলস প্রাপ্ত হন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল। প্রথম কামিনীর গর্ভে বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী অপুত্রবতী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে এক দত্তক পুত্র রাখিয়া দেন। তাঁহার নাম কান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার পরলোক গমনের পর ইহাঁদের মধ্যে ধন সম্পত্তির অংশ লইয়া পরস্পর অনেক বিবাদ হয়। কিন্তু পরিণামে তাঁহাদিগকে পিতৃকৃত বিনিয়োগ পত্রানুসারেই কার্য্য করিতে হইল। বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই তাঁহাদের "চৌধুরী" বলিয়া খ্যাতি হয়। ইহাঁর তিন পুত্র। বাবু উমাকান্ত, বাবু কাশীকান্ত, ও বাবু কালীকান্ত

ইহাঁরা কেহই এখন জীবিত নন। কান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু শ্যামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই জমীদারবৃন্দ বিদ্যাবিষয়ে অনেক উৎসাহদান করিতেছেন। অত্রত্য ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়টী তাহার উদাহরণ স্থল। এখানে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। জমীদার মহোদয়দিগের অন্তঃকরণে বিদ্যানুরাগিতা যতদূর দৃষ্ট হয়, যদি অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উৎসাহ থাকিত, তাহা হইলে ইহা অসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে। কালীপাড়া অপর গ্রাম সমূহের অনুকরণস্থল হইয়া উঠিত। সংপ্রতি কালীপাড়ার অনেকাংশ ভয়ঙ্করী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে।

এখানে জয়কালিকার মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন ইহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অমাবস্যা নিশিতে কালীর সম্মুখে একটী অজচ্ছেদ হয়। পূর্ব্বে এই কালীর বড়ই প্রতাপ ছিল। কিন্তু সংপ্রতি উহার তাদৃশ উচ্চ নাম নাই।

রাঢ়ীখাল। রাঢ়ীখালি ভূতপূর্ব্ব অন্যতর ডিপুটী মাজিষ্টেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের মাতৃভূমি। ইনি এখন বর্দ্ধমানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। যখন বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য ঢাকা নগরীতে তুমুল চেষ্টা ও উদ্যোগ হয়, ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু (ইনি সম্প্রতি চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক) তাঁহার অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী, শুনা যায়, তাহাতে [illegible] স্ত্রীআচার সম্পাদনার্থ সমাহুতা হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। এখানে বেশ ভদ্রলোকের বাস আছে।

মাইজপাড়া। বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের অলঙ্কার। ইনি অধুনা রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। এই মহাত্মা ঢাকা জিলার বিদ্যালয় সকলের ভুতপূর্ব্ব ডিপুটী ইনেস্পেক্টর ছিলেন। তখন ইনি যেরূপ

বিপুল প্রতিষ্ঠা সহকারে দেশের উন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী ছিলেন। এখন তদপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ প্রণোদিত হইয়া পরকীয় জিলা সমূহের উন্নতি বিধান করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহারই যত্নাতিশয়ে বিক্রমপুর যে কিছু সৌষ্ঠব সম্পন্ন দৃষ্ট হয়। কাশী বাবুর সময়েই বিক্রমপুরে বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। মাইজপাড়ার বঙ্গ বিদ্যালয়টী অপেক্ষাকৃত উন্নত ও প্রধান।

মাইজপাড়ায় হরিকিশোর রায়, তারাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ বেশ প্রতিপন্ন লোক। দেশ মধ্যে ইহাদের কম প্রতাপ নহে। এখানে অনেক সুশিক্ষিত দৃষ্ট হন।

ভাগ্যকুল। অত্রত্য প্রসিদ্ধ ধনী কুণ্ডুদিগের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যকুলের শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। এখন বিক্রমপুরে ইহাঁদের ন্যায় ধনশালী লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁরা দানশীলতার নিমিত্ত সাধারণ্যে বিশেষ বিখ্যাত। বিগত দুর্ভিক্ষে কুণ্ডু মহোদয়গণ দারিদ্র্যপীড়িত অনাথদিগের

নিরতিশয় উপকার সাধন করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভোজের আনুষঙ্গিক অর্থ দানও করেন। ফলতঃ ইহাঁদিগের হৃদয়মুকুরে দয়ার প্রতিবিম্ব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহারা সাধারণের উপকারার্থ নিজ গ্রামে একটী ডিস্পেন্সরি স্থাপন করিয়াছেন। ভাগ্যকুলের বিদ্যালয়ের প্রতি কুণ্ডু বাবুদিগের বেশ যত্ন আছে সন্দেহ নাই। ইহাঁদের যত্ন ও উদ্যোগে এখানে একটী ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। কুণ্ডদিগের বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রচার আছে।

বাগড়া। বাগড়া এককালে বিরল বসতি নহে। অতি অল্প কাল হইল, এই স্থান শুদ্ধ কাশবনে আবৃত ও বালুকাময় ছিল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় প্রবল সমীরণ সহযোগে যখন কাশকুসুমগুচ্ছ ও বালুকাকণা দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিত, তখন পথিকদিগের যারপর নাই কষ্ট উপস্থিত হইয়া গমনাগমন অসাধ্য হইয়া উঠিত। দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল ধূধূ করিতেছে দেখা যাইত। কিন্তু সম

য়ের কি বিচিত্রগতি! কি চমৎকার পরিবর্ত্তন! এখন বাগড়া, কামারগাঁ, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি স্থান সমূহের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামাবলী অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিরূপে প্রতীত হয়।

এই গ্রামে শ্রীনাথ ও বাসুদেবের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। সাধারণে পুত্র কন্যাদিগের অন্নপ্রাশন সময় ইহাঁদিগের (শ্রীনাথ ও বাসুদেবের) প্রসাদ গৃহীত হইয়া থাকে। সময়ে২ বাসুদেব ও শ্রীনাথ দর্শনার্থ অনেক বিদেশীয় লোক সমাগত হয়। তখন হট্টাদির ন্যায় অনেক স্থল লোকপরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এস্থানে সংপ্রতি শিক্ষিত লোকও বেশ দৃষ্ট হইতেছে।

কুকুটীয়া। এই পল্লী দ্বিজবংশ সম্ভূত চৌধুরী ও সরকারসমূহে পরিপূরিত। ইহাঁদের পূর্ব্বের ন্যায় সমৃদ্ধি নাই। এখানে বিদ্যোৎসাহিনী নাম্নী একটী সভা আছে বটে, কিন্তু বড় উন্নতিশালিনী বোধ হয় না। এমন কি, এখন উহা জীবিত আছে কিনা সন্দেহ স্থল। একদা অত্রত্য বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব পণ্ডিত বাবু

জগন্নাথ সরকার ও কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তির যত্নে "সংস্কার সংশোধিনী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল। কালের পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের সঙ্গে কিছু দিন পরে আর তাঁহাদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় লক্ষিত হইল না সুতরাং পত্রিকার জীবনান্ত হইল। পল্লীগ্রামে অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধনই এইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াও অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধনীদিগের তাহার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না।

এই গ্রাম নিবাসী মৃত কালীকুমার দত্ত ময়মনসিংহ জজ আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। ইনি বিস্তর বদান্যতার কার্য্য করিয়া "দাতা কালীকুমার" বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! প্রায় দুই বর্ষ অতীত হইল ইহাঁর পরোপকারিতা গুণদর্শনে কাতর হইয়াই যেন দুরন্ত শমন বিকটমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ইঁহাকে নিজ নিকেতনে লইয়া

গিয়াছে। ইহার অকাল লোকলীলা সংবরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ হৃদয় হইয়াছেন।

কোলা। যদিও কোলার অনেক স্থান অরণ্যাকীর্ণ হউক, কিন্তু যতটুক পরিষ্কৃত ও বাসযোগ্য আছে তৎসমুদায় স্থানই মনুষ্যাবাসে পরিপুরিত বলা যাইতে পারে। এখানে অনেক ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করেন। বোধ হয় ঘটকদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ ইহাকে "ঘটকের কোলা" বলিয়া থাকে। এখানকার সার্কল বিদ্যালয়টীর কার্য্য উৎকৃষ্ট রূপে চলিতেছে। অন্যান্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অনেক অধিক। কোলা ও ইহার নিকটবর্ত্তী অনেক পল্লী প্রায়ই অরণ্যময়।

সানসিদ্ধ।——এখানকার গুহ ও মিত্র মণ্ডলী এক প্রকার বেশ সম্পন্ন। ইহাঁদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যাও এককালে মন্দ নহে। অত্রত্য মৃত শম্ভূচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মঠ বিক্রমপুরের আধুনিক অপরাপর স্থানের মঠ অপেক্ষা অনেক

উচ্চ। ফলতঃ উহাকে আজি বিক্রমপুরের এক কীর্ত্তি স্বরূপ বলিতে হইবে।

পূর্ব্ব বিক্রমপুরে নিম্ন লিখিত গ্রাম সমূহ গণ্ডগ্রাম বলিয়া উক্ত হইতে পারে। নওপাড়া, তেলীরবাগ, ভরাকৈর, পাইকপাড়া, রামপাল, বজ্রযোগিনী, নগরকসবা, সোনারঙ্গ, আইরল, বিদ্গাঁ, বানরী।

তেলীর বাগ।—এই গ্রাম বিজ্ঞবর বাবু কালীমোহন দাস ও বাবু দুর্গাদাস প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জন্মস্থান। ইহাঁদের পিতা কাশীশ্বর দাস মহোদয় বরিশালে প্রধান ব্যবহারাজীব ছিলেন। তিনি উক্ত কর্ম্মে বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া অনেক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে একপ্রকার বিদেশ বাসী বলা যাইতে পারে। কালীমোহন বাবু বঙ্গদেশীয় উচ্চতম আদালতের একজন বিখ্যাত উকীল। দুর্গামোহন বাবু বরিশালের গবর্ণমেন্ট নিয়োজিত প্রধান উকীল। ইহাঁরা উভয়েই শিক্ষিত ও উন্নত স্বভাব। ধর্ম্ম ও দেশের উন্নতি সাধন বিষয়ে

ইহাঁদের বিলক্ষণ অনুরাগ ও যত্ন দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা বিধবা বিমাতার বিবাহ প্রদান করিয়াছেন। অনেকে এই জন্য ইহাদের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা অত্যন্ত পরোপকারী ব্রাহ্ম। বরিশালের যে কিছু উন্নতি দেখাযায় দুর্গামোহন বাবুকেই তাহার মূল বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগকে গৃহে আসিতে বড় একটা যত্নশীল দেখা যায় না। ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির নিমিত্ত নানা স্থানে দান করিয়া থাকেন। বিধবা বিবাহ দান পক্ষে ইহাঁরা বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক কতক দিন জীবিত থাকিলে ইহাঁদেরদ্বারা দেশের বিশেষতঃ বিক্রমপুরের অনেক উন্নতির সম্ভাবনা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ইহারা স্বদেশে আসিয়া শীঘ্র তাহার অঙ্গ সৌষ্টব বৃদ্ধি করিবেন, আমাদের এরূপ মনে হইতেছে না।

ভরাকৈর।—এইস্থানে কাঁঠালিয়ার দত্ত বংশজগণ একপ্রকার প্রাধান্য সহকারেই বাস করিতেছেন। ইহারাই অর্দ্ধ কুলীন বলিয়া সা-

ধারণে। পরিচিত। এই দত্তজ নিচয়ের প্রতি দুরপনেয় কলঙ্ককর কৌলীন্যদেবের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ না জন্মিবার এক কৌতুকাবহ কিংবদন্তী আছে। তাহা এইঃ—

আদিশূরের রাজত্বসময়ে রাজ্য মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় না। এতন্নিবন্ধন প্রজামণ্ডলীর বহুবিধ কষ্ট উপস্থিত হয়। প্রজাহিতৈষী মহানুভব আদিশূর প্রকৃতির ক্লেশ দর্শন করিতে না পারিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের করুণা লাভাশয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে স্থির সঙ্কল্প হন। তখন এতদ্দেশীয় দ্বিজগণ বেদ শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং স্থানান্তর হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের আবশ্যকতা হইল। নৃপবর কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহকে তাঁহার রাজ্য হইতে বেদকুশল পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রেরণের অনুরোধ করেন। তদনুসারে রাজা বীরসিংহ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় এবং শ্রীহর্ষ এই প্রধান বেদজ্ঞ ৫জন ব্রাহ্মণকে আদিশূর-সমীপে পাঠাইয়া দেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কবিবর ভট্টনারায়ণ

শাণ্ডিল্য মুনির বংশসম্ভূত বলিয়া শাণ্ডিল্য গোত্র ছিলেন। বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় যত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা সকলেই ভট্টনারায়ণের সন্তান। মকরন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ইহাঁর সঙ্গে ভৃত্য হইয়া আগমন করেন। ঘোষ বংশীয় সকলেই এই মকরন্দ ঘোষের সন্তান। কশ্যপ মুনি দক্ষের আদিপুরুষ ছিলেন; সুতরাং তিনি কাশ্যপগোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। এই গোত্রের দ্বিজ নিচয় সকলেই ইহারি বংশজাত। দক্ষ দশরথ বসু নামক কায়স্থকে সঙ্গে আনয়ন করেন। বসু বংশীয় এদেশে যে সকল কায়স্থ আছেন সকলেই দশরথ বসু হইতে উৎপন্ন। বেদগর্ভ সাবর্ণ গোত্রীয়। এই প্রদেশে সাবর্ণ গোত্রস্থ ব্রাহ্মণ মাত্রই ইহার সন্তান। দশরথ গুহ ইহার সঙ্গে ভৃত্যভাবে আইসেন। বঙ্গদেশে কুলীনাখ্যাত গুহগণ ইহার বংশজ। ছান্দাড় বাৎস্য গোত্র ছিলেন। এতদ্দেশীয় বাৎস্য গোত্র দ্বিজগণ ইহাঁরই বংশোৎপন্ন। ইনি পুরুষোত্তম দত্তকে ভৃত্য রূপে সমভিব্যাহারে

আনয়ন করেন। পুরুষোত্তম দত্তই কাঠালিয়া
দত্তগণের আদি-পুরুষ। শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ ঋ
ষির কুলজাত বলিয়া ভরদ্বাজ গোত্র হন। এ
দেশের ভরদ্বাজ গোত্রীয় সকল ব্রাহ্মণই ইহার
সন্তান। কালিদাস মিত্র ইহার সঙ্গে বঙ্গদেশে
আগত হন। এদেশীয় মিত্রগণ কালিদাসের
বংশ সঞ্জাত।

আদিশূর প্রোক্ত ব্রহ্মণদিগের দ্বারা মহা
সমারোহে যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তদ
বধি দ্বিজ নিচয় বঙ্গদেশেই বসতি করেন
কালক্রমে তাঁহাদের ৫৬ জন সন্তান হয়। নৃ
পমণি বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে ৫৬ খানী
গ্রাম ব্রহ্মত্র দিয়া সংস্থাপন করেন। ইহা
হইতেই ৫৬ গাঁই হয়। তিনি সমুদায় ব্রাহ্মণের
মধ্যে ধর্ম্ম ও আচারগত প্রভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া
আট জনকে মুখ্য. চৌদ্দ জনকে গৌণ, দ্বাবিং
শতি ব্যক্তিকে কুলীন এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ দি
গকে শ্রোত্রীয় শ্রেণীতে পরিগণিত করিলেন,
অনন্তর কন্যার দানাদান প্রভৃতি দোষে শে
ষোক্ত শ্রেণীস্থ দ্বিজ ভিন্ন ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের

সন্তান বৃন্দের কেহ২ কুল ভ্রষ্ট হইয়া বংশজ
হন। বল্লাল ভূপতি এই পর্য্যন্ত করিয়াই
ক্ষান্ত রহিলেন এমন নহে, তিনি এদেশে
পুর্ব্বে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাদিগের
সহিত উল্লিখিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানা
দির বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়,
এই জন্য ঐ দ্বিজগণকে সাতশত গৃহে গণনা
করিয়া স্বতন্ত্র এক শ্রেণী করিয়া দেন। তা
হারা "সপ্তসতী" শব্দে অভিহিত হন। এই
রূপে রাজা বল্লাল সেন কানোজ হইতে স
মাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণের ও দেশস্থ
সপ্তশতী দ্বিজবৃন্দের বিভাগ বিধান করেন।

অনন্তর বল্লালতনয় লক্ষ্মণসেন যখন
রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন তিনি প্রোক্ত
রাঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণসন্তানসমূহের সমীকরণ
করেন। তাহাতে উক্ত সন্তানগণ তাহাদিগের
আদিপুরুষপঞ্চদ্বিজ হইতে যত শ্রেণী (পু
রুষ) অন্তর হইয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া
তাঁহাদিগের মধ্যেই পরস্পর আদান প্রদান
হইবে, এই নিয়ম সংস্থাপন করেন। কিয়ৎকাল

বিগত হইলে দেবীবর নামক এক ঘটক ব্রাহ্মণ বহু দিন স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে যাহাদিগকে কুলীন করিয়া লিখিলেন, তাহারাই কুলীন এবং যাহাদিগকে কুলীন পদের অযোগ্য বলিলেন, তাহারাই কুলহীন হইলেন। দেবীবরপ্রণীত নিয়ম আজিও অব্যাহত রহিয়াছে। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে আগত কায়স্থ পঞ্চ জনের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র, এই চারি জনের সন্তান কুলীন এবং দত্ত ভৃত্যত্ব স্বীকারে অসম্মত হন বলিয়া তাহার বংশীয়গণ কুলীন না হইয়া মৌলিক হইলেন। উক্ত পাঁচ জন কায়স্থের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে যে সকল কায়স্থ ছিলেন, তাহাদের মধ্যে আটঘর সিদ্ধ মৌলিক ও বায়াত্তর ঘর সামান্য মৌলিক হয়। শেষোক্তদিগকে সাধারণে "বাইত্তরিয়া" শব্দে কহিয়া থাকে। এইরূপে মহাত্মা বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন, কায়স্থ বৃন্দের শ্রেণী স্থাপন করেন। অনন্তর হোসেন সাহ যখন

গৌড়দেশের সম্রাট হন, তখন তাঁহার উজীর পুরন্দর বসু পুনরায় এক শ্রেণী নির্ম্মাণ করেন।

নরনাথ বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে " কুলীন " উপাধি প্রদান করিয়া তাহাদের ভৃত্যগণকেও কৌলীন্যভূষণে বিভূষিত করিতে সমুৎসুক ও অভিলাষী হন। তাহারা আহূত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? প্রথমোক্ত চারি ব্যক্তি (ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র) " আমরা ব্রাহ্মণ মহাত্মাদিগের ভৃত্য। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আসিয়াছি " বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিলেন। নৃপবর তখন " তুমিও কি দ্বিজ দাস? " বলিয়া দত্তের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলেন। দত্ত স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার মানসে উত্তর করিলেন মহাশয়! " ন দত্তঃ কস্যচিদ্দাসঃ সহৈতৈস্তু সমাগতঃ " দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছেন "। রাজা তচ্ছ্রবণে তাহাকে নিতান্ত গর্ব্বিত মনে করিয়া অনেক ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

ঘোষ, বসু প্রভৃতিকে কুলীন শব্দে খ্যাত করিলেন। অনন্তর দত্ত মহাপ্রমাদ আশঙ্কা করিয়া নৃপতির স্তব স্তুতিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উদার চিত্ত নৃপকুঞ্জর বল্লাল বহুবিলম্বে তাহাকে "অর্দ্ধকুলীন" উপাধি প্রদান করিলেন। দত্ত তখন কিছু করিতে পারেন নাই, এককালে না থাকা অপেক্ষা কিছু থাকাও ভাল। সুতরাং তাহাতেই আপনাকে শ্লাঘ্য মনে করিলেন। অনন্তর সেই সমুদায় কুলীন বিক্রমপুরের নানা স্থানে অবস্থান করিতেছেন। দত্তগণ কাঠালিয়ায় আইসেন। কিন্তু এখন কাঠালিয়ার চিহ্ন ও দৃষ্ট হয় না। কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

বজ্রযোগিনী—এই গ্রাম সাতাইশ উপপল্লীতে বিভক্ত। শঙ্করবন্ধ, সোমপাড়া, পুকুরপার, আটপাড়া প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান। ইহাতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেন কৃত অট্টালিকা সমূহের অনেক ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। অধুনা তৎসমস্ত দ্বারা অনেকানেক

ভদ্র মহোদয় বেশ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এরূপও জনরব যে অনেকে তাঁহার সাময়িক বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অত্রত্য গুহবংশজগণ বিলক্ষণ পরিচিত সন্দেহ নাই। মৃত মহোদয় জয়চন্দ্র গুহের খ্যাতির বিষয় অনেকে অবগত আছেন।

এখানকার ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয়টীর ক্রমশঃ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। স্থানীয় সাহায্য দাতৃগণ ও মন্দ উৎসাহ সম্পন্ন নন। এই বিদ্যালয়ে জ্ঞানপ্রদায়িনী নাম্নী একটী সাপ্তাহিক সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার মন্দ উন্নতি নয়।

নগর কস্‌বা। এই স্থানটী সুন্দর নগরের মতই দৃষ্ট হয়। এখানে নানা ব্যবসায়ী লোকের বাস আছে। অত্রত্য সাহাগণ বিশেষ সম্পন্ন। এখানকার সার্কেল পণ্ডিত বাবু নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় লোকের উৎপীড়নে নিত্যানন্দ বাবুকে কাতর করিতে পারিয়াছিল

না। বহুদিন পর্য্যন্ত ইনি সকলের বিদ্বেষভাজন হইয়াও ক্রমাগত অবিচলিত উৎসাহ সহকারে সভার কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সমাজটি গতজীবিত হইয়াছে।

বজ্রযোগিনী, বৈতর্কা, পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থানে চৌর্য্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। 'বেতকাই চোর, বলিয়া বহুকাল প্রসিদ্ধ একটী প্রবাদ আছে।

সোনারঙ্। এই স্থানে বৈদ্যবংশজগণের সংখ্যাই অনেক অধিক। অন্যান্য শ্রেণীস্থ লোকেরও এককালে অসদ্ভাব নাই। বিক্রমপুরের অধুনাতন ডিপুটী ইনেস্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় এই সোনারঙ্ নিবাসী। সমধিক অধ্যবসায় লক্ষিত না হইলেও ইহাঁর অন্তঃকরণে স্বদেশানুরাগিতা ও হিতচিকীর্ষা মন্দ বলবতী নয়। অতি অল্পদিন হইল, ইহাঁরই যত্নাতিশয়ে এখানে একটী ইংরেজীবঙ্গ বিদ্যালয় ও একটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্রত্য অন্যান্য বৈদ্যমণ্ডলীও সাতিশয় ক্ষমতাশালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের হিতসাধনে অত্যল্প মাত্র যত্নবান দৃষ্ট হন। এই গ্রামে মুন্সেফ, সদরআমীন, প্রধান সদরআমীন, কোর্টআমীন, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, ডিপুটীকালেক্টর, ডিপুটী ইনেস্পেক্টর, হেডমাষ্টর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী অনেক আছেন।

আইরল। এইস্থান অনল্পপরিসর। এখানে মুসলমানদিগের সংখ্যাই অনেক অধিক। অনেকে বলেন, আইরলে সাতশত ঘর কাগজী আছে। বাস্তবিক একথা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়না। বহুদূর হইতে "কাগজ কোটার" শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কাগজও লিখিতে মন্দ নয়। আইরলে চূণকার ও কাপালিক অল্প নহে। চূণকারগণ বেশ পরিষ্কৃত চূণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখানে শ্রোত্রীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। কিন্তু কায়স্থ নিতান্ত বিরল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্যতর ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এস্থানে জন্মগ্রহণ করি

য়াছেন। অল্প দিন হইল ইনি এই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গ্রামের স্থানে স্থানে ভ্রমণ সময়ে পাদতল ইষ্টকবর্ণে প্রায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এখানে অতি সমৃদ্ধিশালী কোন ব্যক্তি বাস করিতেন।

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৬	হর্ম্মাবলীর	হর্ম্ম্যাবলীর
৪	৮	করিয়াছে	করিয়াছ
৭	১০	তৃৎসমুদায়ের	তৎসমুদায়ের
১৫	৯	কৌলিন্য	কৌলীন্য
১৯	১৮	মহাত্ম	মহাত্মা
৪৫	৭	খণি	খনি
৫	১১	আকার	আকর
৬০	১৪	রাজপুর	বাজপুর
৭৩	৬	বিববরণ	বিবরণ
৭৫	১৫	পরতন্ত্র	পরতন্ত্র
৮১	৪	প্রতুষ	প্রত্যুষ
৮৭	১২	শস্যজাত	শস্য
৯৪	১	শুকসার	শুকসাগর
৯৬	১১	ষত	ষত
৯৭	৭	ইহার	ইহারা
১০৩	১৮	শোকোপনয়নার্থ	শোকাপনয়নার্থ
১০৫	২০	পুরষ্কার	পুরস্কার
১০৮	১৮	সিদ্ধমনোরথ	সিদ্ধমনোরথ
১৩৪	১২	করিয়াছে	করিতে বসিয়াছে
১৬৬	৮	ব্রহ্মণদিগের	ব্রাহ্মণদিগের